চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 265 Friday, 25 August, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ২৬৫ সংখ্যা ✱ ৭ ভাদ্র, ১৪৩০, শুক্রবার, ২৫ আগস্ট, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

দেরি করে অধিবেশনে আসায় বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে ধমক খেলেন পর্যটন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। আজকের অধিবেশনে পর্যটন দফতরের প্রশ্ন ছিল। ...বিস্তারিত পাতা ৩

বৃহস্পতিবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মন্দারমণিতে পুলিশের উচ্ছেদ অভিযানকে ঘিরে ঘটলো ধুন্ধুমারকাণ্ড। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় গ্রামবাসীদের। ...বিস্তারিত পাতা ৫

চন্দ্রযান ৩-এর সাফল্যের পর ইসরোর লক্ষ্য সূর্য। চন্দ্রযানের ল্যান্ডার বিক্রম চাঁদের দক্ষিণ মেরু ছোঁয়ার পরই ইসরো প্রধান ঘোষণা করেন সোলার মিশনের কথা। ...বিস্তারিত পাতা ৬

বিশ্বকাপের জন্য বিশেষ কমিটি গঠন সিএবির। ১২ সদস্যের সেই কমিটিতে আছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সিএবির অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকেই সিদ্ধান্ত। ...বিস্তারিত পাতা ৮

পশ্চিমবঙ্গ থেকে উঠে গেল কোভিডবিধি

চন্দ্রযান ৩-এর সাফল্যে আউটস্ট্যান্ডিং কাজ করছেন যাদবপুরের ২ প্রফেসর মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্টঃ চাঁদের মাটিতে নতুন ইতিহাস লিখেছে ভারত। মহাকাশ গবেষণায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে ইসরো। চন্দ্রযান ৩-এর সাফল্যের পর বুধবারই ইসরোকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর বৃহস্পতিবার টেলি অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে আবারও মুখ্যমন্ত্রীর কথায় উঠে এল চন্দ্রযানের সাফল্যের কথা। ইসরোর এই বিরাট কর্মযজ্ঞ যে বাংলার বিজ্ঞানীরাও রয়েছেন সেই কথাও উঠে আসে মুখ্যমন্ত্রীর কথায়। তার মধ্যে যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জনও রয়েছেন, সেই কথাও বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বললেন, "আমি ইসরোর সব বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। ওই টিমে আমাদের বাংলার ১২ জন ছিলেন। জলপাইগুড়ির স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করা একজন ছিলেন। এমনকী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন প্রফেসরও আউটস্ট্যান্ডিং কাজ করেছেন। আমরা প্রত্যেকে গর্বিত তাঁদের জন্য। তাঁদের এই কাজের জন্য।" উল্লেখ্য, গতকালই সন্ধেয় চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সফ্‌ট ল্যান্ডিং করেছে চন্দ্রযান ৩। আর তারপর থেকেই গোটা বিশ্বের থেকে

শুভেচ্ছাবার্তা আসছে ইসরোর কাছে। নাসাও অভিনন্দন জানিয়েছে ইসরোকে। চন্দ্রযান ৩ হল প্রথম কোনও নভোযান যা চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছে গিয়েছে। এই কৃতিত্ব ভারত ছাড়া বিশ্বের আর কোনও দেশের এখনও নেই। আর এই বিশাল কর্মযজ্ঞে ইসরোর সাফল্যের পর চন্দ্রযানের গোটা টিমকে গতকালই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এবার চাঁদে পা রাখার নেপথ্যে বাংলার বৈজ্ঞানিকদের অবদানের কথাও মনে করিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ইসরোর টিমে বাংলার থেকে ১২ জনের কথা প্রসঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপকের কথাও বললেন মমতা। জানালেন, এদের প্রত্যেকের জন্য বাংলা গর্বিত। প্রসঙ্গত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু ঘিরে গত কয়েকদিন ধরেই তোলপাড় হচ্ছে রাজ্য রাজনীতি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই নিয়ে একাধিকবার মুখ খুলেছেন। আর এমন এক আবহেই এবার ফের একবার মুখ্যমন্ত্রীর মুখে যাদবপুরের কথা। এদিকে বাংলায় আর কোভিড বিধি রইল না। টেলি সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান থেকে এ কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "আজ থেকে কোভিড বিধি প্রত্যাহার করা হল।" এদিনের অনুষ্ঠানে মরণোত্তর বিশেষ কৃতী সম্মান দেওয়া হল অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলা শর্মাকে। গত ২০ নভেম্বর বাবা, মা, দিদি, প্রেমিককে ছেড়ে চলে গিয়েছেন চিরঘুমে। 'জিয়নকাঠি'র নায়িকাকে বিশেষ সম্মান দেওয়া হবে টেলি অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে। ২০১৪ সাল থেকে শুরু হয়েছিল এই অনুষ্ঠান। এবার মোট ৪১টি ৬৬ জনকে সম্মান জানানো হচ্ছে। নিয়মিত পুরস্কারের পাশাপাশি আজীবন স্বীকৃতি এবং মরণোত্তর স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবার। অনুষ্ঠানের মঞ্চে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর কথায় উঠে এল 'অনুরাগের ছোঁয়া', 'জগদ্ধাত্রী, 'রামপ্রসাদ', 'গাঁটছড়া', 'মি ফুলের মধু', 'হরগৌরী পাইস হোটেল'-এর মতো ধারাবাহিকের কথা। মমতার কথায়, "আমাদের বাংলার টেলিভিশনের শিল্পীদের সারা ভারত বর্ষ থেকে ডাক পড়বে। তাঁরা সর্বগুণ সম্পন্ন। মুম্বইতে নিয়ে যাওয়া হয় আমাদের শিল্পীদের।"

ছবি-সৌরভ দত্ত

কাজ না থাকলে যাব, সিবিআইয়ের তলব নিয়ে বললেন সুজিত বসু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্টঃ কোনও কাজ না থাকলে তবেই সিবিআই দফতরে হাজিরা দেব। পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ডাক পেয়ে এমনটাই বললেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। আগামী ৩১ অগাস্ট তাঁকে সিবিআই হাজিরা দিয়ে বলেছে বলে জানা গিয়েছে। তবে সুজিতবাবুর দাবি, এখনো হাতে কোনও চিঠি পাননি তিনি। আদালতের নির্দেশে পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত করছে সিবিআই। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ খারিজের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েও সুবিধা করতে পারেনি রাজ্য। তদন্ত চলবে বলে জানিয়ে দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। তার পরই ডাক পড়ল সুজিতবাবুর। রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু দীর্ঘদিন দক্ষিণ দমদম পুরসভার উপ পুরপ্রধান ছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। সেব্যাপারে জেরা করতেই তাঁকে ৩১ অগাস্ট বেলা ১১টার মধ্যে হাজিরা দিতে বলেছেন সিবিআইয়ের তদন্তকারীরা। পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে এই প্রথম কোনও মন্ত্রীকে তলব করল সিবিআই। এদিন সুজিতু দাবি করেন, তিনি সিবিআইয়ের কোনও চিঠি এখনো পাননি। যদিও সিবিআই সূত্রে খবর, চিঠি পাঠানো হয়েছে ১৭ অগাস্ট। সুজিতবাবু বলেন, "চিঠি পাঠালে তার উত্তর দেওয়ার জন্য আমি সবসময় প্রস্তুত। কোনও বিষয় কেউ আমার কাছে জানতে চায় আমি উত্তর দিতে প্রস্তুত। আমার কাছে এখনও পর্যন্ত কোনও চিঠি আসেনি। আসলে আমি অস্বীকার করব কেন! যদি কোনও চিঠি পাই, যদি কেউ ডাকে, আমি অবশ্যই যাব। যদি ওই দিন আমার কোনও কিছু না থাকে। তাহলে আমি নিশ্চয়ই যাব।" স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে তৃণমূল নেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ প্রমোটার অয়ন শীলের বাড়ি থেকে পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতির নথি পায় ইডি।

রাজ্যজুড়ে মহিলা তৃণমূলের 'অবিচ্ছিন্ন বাঁধন'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্টঃ রাজ্যজুড়ে রাখিবন্ধন উৎসব পালন করবে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। আগামী সপ্তাহে রাখিবন্ধন উৎসব। সেদিন জেলায় জেলায় রাখিবন্ধন উৎসব পালন করবেন তৃণমূলের মহিলা সদস্যরা। আর এই বন্ধনে আবদ্ধ করবেন মেয়েদেরই। এই কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে 'অবিচ্ছিন্ন বাঁধন'। প্রায় ৫০ হাজার মেয়েকে রাখি পরানো হতে পারে সেদিন। এই কর্মসূচির ট্যাগলাইন, 'অবিচ্ছিন্ন বাঁধন, রাখিবন্ধন হোক আরও শক্তিশালী'। পাশাপাশি আগামী ২৬ আগস্ট সল্টলেকের করুণাময়ীতে প্রতিবাদ সভা হবে মহিলা তৃণমূলের তরফে। মণিপুর নিয়ে প্রতিবাদ সভা করবে তারা। থাকবেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, কৃষ্ণা চক্রবর্তীরা। রাখিবন্ধন মানে ধরে নেওয়াই হয়, এই বাঁধন ভাই ও বোনের সম্পর্কের বন্ধন। তাই এই বিশেষ দিনে ভাইয়ের হাতে বোন রাখি বাঁধে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম যে রাখিবন্ধনের ডাক দিয়েছিলেন, তার মূল সুরই ছিল সৌভ্রাতৃত্ব। মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সেই সৌভ্রাতৃত্বকে উদযাপন করতে চলেছে বাড়ির মেয়ে, বউদের হাতে রাখি পরিয়ে। এই রাখিবন্ধনকে সামনে রেখে বিজেপিও ময়দানে থাকবে দিনভর। সম্প্রতি বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা ধর্মেন্দ্র প্রধান বাংলায় এসেছিলেন। দলের অভ্যন্তরীণ বৈঠকে তিনি বার্তা দিয়েছিলেন, রাখিবন্ধন উৎসবকে বড় করে পালনের বার্তা দেন। এই উৎসবকে সামনে রেখে জনসংযোগে জোর দেওয়ার কথাও বলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী চান, তাই যাদবপুরের হস্টেলে টবে গাঁজা চাষ হচ্ছে শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্টঃ মুখ্যমন্ত্রী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিএসএফ ও ডব্লুটিআই-এর মতো সংগঠনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চান না। কারণ ওরা নো ভোট টু বিজেপি করে। এনআইএ তদন্তের নির্দেশ হলে যাদবপুরের ভিতর থেকে গাঁজার চাষ উপড়ে ফেলব। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিধানসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু এদিন বলেন, "গাঁজা, চরস, ফেন্সিডিল, দেশি মদ যত রকম আছে সব কিছুর অনুমতি রয়েছে যাদবপুরে। ওদের একটাই যোগ্যতা, ওরা নো ভোট টু বিজেপি করে। আমাকে যাদবপুরের ২ জন প্রাক্তন উপাচার্য বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী চান না ডব্লুটিআই, ডিএসএফ এই সংগঠনগুলোকে ডিসটার্ব করতে। একজন আইনজীবী আমাকে বলেছেন, সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ওদের ডিসটার্ব করতে না। তা মুখ্যমন্ত্রী যখন চাইছেন তখন টবে গ্যাঁজার চাষ ওখানে হবে। অসুবিধা কী? শুভেন্দু জানান, "ওনাদের একজন মন্ত্রী তো চেয়েছেন হাউজে। নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরোর বিষয়টা দেখা উচিত। স্বরাষ্ট্র দফতরের ইবি বলে একটা শাখা আছে যারা মাদককে নিয়ন্ত্রণ করে। আর বেশি

পরিমাণ মাদক পাওয়া গেলে বা সীমান্তের কাছাকাছি হলে নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরো মাঠে নামে। অশিক্ষিত লোকজন। মুখ্যমন্ত্রী মূর্খ, তাঁর মন্ত্রিসভাও মূর্খ। আমি কোর্টে গেছি, এনআইএ হলে নার্কোটিক কনেন্ট্রোল ব্যুরো সাথে সাথে আসবে। এসে এখানে গাঁজার পুরিয়া সমূলে উপাটন করা দরকার। কী সাহস! টবে গাঁজার চাষ করেছে। কোথায় আছি আমরা?" যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে ছাত্রমৃত্যুর তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন হস্টেলের এ২ ব্লকের বারান্দায় টবে গাঁজার চাষ হত। এক ধৃতের মোবাইল ফোন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে সেই ছবি।

ভাত জোগাড়ে ব্যর্থ বাংলায়? ২৩ পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুতে শাসক-বিরোধীর তরজা তুঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্টঃ মিজোরামে বাংলার শ্রমিকদের মৃত্যুকে সামনে রেখে নতুন করে পরিযায়ী-তরজা শুরু শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যে। বুধবার সকালে বীভৎস দুর্ঘটনা ঘটে মিজোরামে। এক নির্মীয়মাণ রেল ব্রিজ ভেঙে বহু মানুষের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জানান, দুর্ঘটনায় ১৭ জনের প্রাণ গিয়েছে। তবে পরে বুধবার বিকালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "মিজোরামে রেল ব্রিজ করতে গিয়ে ৩৫ জন মানুষ মারা গেলেন। তার মধ্যে বাংলার ২৪ জন। তাঁদের বেশিরভাগই মালদহ জেলার।" যদিও এখনও মিজো-সরকার সরকারিভাবে মোট মৃতের সংখ্যা ঘোষণা করেনি। তবে এ নিয়ে বাংলায় রাজনৈতিক তরজা চরমে ওঠে বৃহস্পতিবার সকালে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'নিহতদের মধ্যে বেশিরভাগই মালদহের বাসিঃ দা। বাংলার কাজের সুযোগ কম থাকার কারণে এখানকার মানুষকে বাইরে কাজে যেতে হচ্ছে। মিডলম্যানদের মাধ্যমে ন্যূনতম পারিশ্রমিকে কাজে যান তাঁরা। বাড়ির কাছে কাজ দিতে পারে না বাংলার সরকার। আর সে কারণেই বাড়ি থেকে বহু দূরে গিয়ে কাজ করতে হয় তাঁদের।' এরপরই পাল্টা রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা তুলে ধরেন ১০০ দিনের কাজের টাকা কেন্দ্র থেকে না দেওয়ার প্রসঙ্গ। তুলে ধরেন, কোভিডকালে গোটা দেশ পরিযায়ী শ্রমিকদের কী ভয়াবহ চিত্র দেখেছে। নারী শিশু ও সমাজ কল্যাণ, শিল্প মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, "বিরোধী দলনেতা পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে অনেক কথাই বলেছেন। সেসব কথা অসত্য, অসম্পূর্ণ কথা। ২০২০ সালে কোভিডের সময় পায়ে হেঁটে শ্রমিকরা যখন বাড়ি ফিরছেন, তখন ওনাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে বলেছিলেন, ওনাদের কাছে কোনও তথ্য নেই। দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য যারা মনরেগার জন্য টাকা পাবে না। অনেক শ্রমিক কিন্তু এই মনরেগার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আপনারাই তো বাধ্য করছেন ওনাদের পরিযায়ী হওয়ার জন্য। ২০২১ সাল থেকে ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ।" একইসঙ্গে বিরোধী দলনেতার কাছে শশী পাঁজা প্রশ্ন করেন, "দেশের বহু রাজ্যের মানুষ এ দেশের নাগরিকত্ব ছেড়ে বিদেশে চলে যাচ্ছেন। কর্মসংস্থান খুঁজতে দেশ ছাড়ছেন তাঁরা। এর উত্তর কি বিরোধী দলনেতার কাছে আছে?" অন্যদিকে এদিন বিধানসভার অন্দরেও মিজোরামের ঘটনাকে সামনে রেখে উত্তাল হয় অধিবেশন। অধিবেশনের উল্লেখ পর্বে বিজেপির হবিবপুরের বিধায়ক জুয়েল মুর্মু এ বিষয় উত্থাপন করেন, "মালদহের ২৩ জন পরিযায়ী শ্রমিক মিজোরামে মারা গিয়েছেন। এটা দুঃখের বিষয়। আমাদের রাজ্যের এক একটা গ্রাম থেকে ২০০-৩০০ মানুষ কাজে যাচ্ছেন অন্য রাজ্যে। কাজ না পেয়ে বাইরে যাচ্ছেন। আর এই ঘটনা ঘটছে। এটা দুঃখজনক। পরিবার চালানোর জন্য আমাদের ভিন রাজ্যে যেতে হচ্ছে। ৫০ লক্ষের বেশি মানুষ ভিনরাজ্যে আছেন। এখানে কোনও কারখানা নেই। যারা শহিদ হলেন, তাঁদের অনুদান দেওয়া হোক।"

কেন্দ্রের সমালোচনা মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্টঃ বিশ্ব কুস্তি সংস্থা ভারতের জাতীয় কুস্তি সংস্থাকে নির্বাসিত করায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের কড়া সমালোচনা করেছেন। এই ঘটনা আজ গোটা দেশের কাছে অত্যন্ত লজ্জাজনক বলে উল্লেখ করে এক টুইটারে তিনি কেন্দ্রীয় সরকার অহংকারী মনোভাব নিয়ে দেশের কুস্তিগীরদের টেনে নিচে নামিয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। কুস্তিগীর বোনেদের উপর দাম্ভিক মানসিকতা দেখিয়েছে। কেন্দ্র ও বিজেপি পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে কুস্তিগীর বোনেদের উপরে নির্যাতন করে চলেছে বলেও তিনি অভিযোগ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে গোটা দেশের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা উচিত বলে তিনি জানিয়েছেন। উল্লেখ্য সঠিক সময় নির্বাচন না করানোর জন্য বিশ্ব কুস্তি সংস্থা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

শুভেন্দুর মামলায় রাজ্যকে বিচারপতির ভর্ৎসনা

'বিরোধীদের আটকাতে বাচ্চাদের মতো যুদ্ধ'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্টঃ যে দিন শুভেন্দু অধিকারীর সভা করার কথা ছিল, তার আগের দিনই জারি হল ১৪৪ ধারা! খেজুরির মহকুমা শাসকের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুললেন খোদ বিচারপতি। 'বিরোধীদের আটকাতে বাচ্চাদের মতো যুদ্ধ করা যায় না' বলে মন্তব্য করেছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। বারবার সভা করার ক্ষেত্রে বাধা পেয়েই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা। সেই মামলায় রাজ্যকে ভর্ৎসনা করার পাশাপাশি সভার অনুমতিও দিয়েছে আদালত। পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরিতে সেই সভা হবে আগামী

এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি সেনগুপ্ত বলেন, "এটা কোনও পুলিশ স্টেট নয় বা জরুরি অবস্থাও জারি হয়নি, যে এইভাবে ১৪৪ ধারা জারি করতে হবে। বিরোধীদের আটকাতে এমন বাচ্চাদের মতো যুদ্ধ করা যায় না।" ১৪৪ ধারা জারি করার ক্ষেত্রে সঠিক আইন মানা হয়নি বলেও মন্তব্য করেছেন বিচারপতি। তাঁর পর্যবেক্ষণ, কোনও পূর্ব কারণ না দেখিয়েই ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। সভার আগের দিন জারি করাতেই প্রশ্ন উঠেছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী এভাবে ১৪৪ ধারা জারি করা যায় না। কাউকে আটকানোর জন্য এটা করা হচ্ছে বলে মনে হওয়া

২৬ আগস্ট। পুলিশের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়া না গেলেও, আদালতে মিলল অনুমতি। গত ১৯ আগস্ট খেজুরিতে সভা করার কথা ছিল শুভেন্দুর। সভার অনুমতিও পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বাধ সাধে ১৪৪ ধারা। হঠাৎ একদিন আগে অর্থাৎ ১৮ তারিখেই জারি হয় ১৪৪ ধারা। এরপর ঠিক হয়, ২৬ আগস্ট সভা হবে। কিন্তু এবার আর মেলেনি পুলিশের অনুমতি। এরপরই মামলা করার সিদ্ধান্ত নেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। কাঁথি মহকুমা প্রশাসনের যুক্তি ছিল, বোর্ড গঠন ঘিরে ওই অঞ্চলে অশান্তি হয়েছে। পরবর্তী বোর্ড গঠনে যাতে অশান্তি না হয়, তার জন্য নাকি জারি করা হয়েছিল ১৪৪ ধারা। বৃহস্পতিবার স্বাভাবিক। এর ফলে খারাপ ধারণা তৈরি হতে পারে বলেও মন্তব্য করেছেন বিচারপতি। ১৪৪ ধারা জারির ক্ষেত্রে আইনে যে সব অবস্থার কথা বলা আছে, এ ক্ষেত্রে তা মানা হয়নি বলেও পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে আদালত। ১৪৪ ধারার জারির মতো কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল বলেও মনে করছে না আদালত। এসডিও-র জারি করা নির্দেশ খারিজ করে সভার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আগামী ২৬ আগস্ট দুপুর ২ টো থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত সভা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশ, সভায় কোনও উস্কানিমূলক মন্তব্য করা যাবে না, নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার।

যাদবপুরকাণ্ডে 'কড়া' রাজ্যপাল!

উপাচার্যকে বললেন, 'আমি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্টঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউয়ের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত রাজ্যপাল। তাঁর ও তার পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত খোদ আচার্য। এদিন যাদবপুরের উপাচার্যের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যপাল। সেখানে রাজ্যপাল বলেন, কোনওরকম নিরাপত্তাহীনতা বোধ করলে আমাকে জানাবেন। আমি আপনার ও আপনার পরিবারের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব। উত্তরে উপাচার্য বলেন, "আমার স্ত্রী একটি স্কুলে চাকরি করেন। রাজ্যপাল আশ্বস্ত করেন আপনার ও আপনার পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে সমস্যা হলে আমাকে জানাবেন আমি পদক্ষেপ করব।" উপাচার্যের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে এদিনের বৈঠকে বিশেষভাবে আশ্বস্ত করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার হঠাৎ করেই প্রায় আড়াই ঘণ্টার বৈঠক করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ও সদ্য নিযুক্ত উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ। ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অন্য কয়েকজন সদস্যও। সূত্রের খবর, বৈঠকে ছাত্রমৃত্যুর কারণ খুঁজতে কড়া মনোভাব দেখিয়েছেন আচার্য। পদক্ষেপও কড়া ভাবেই করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বৈঠকে উপাচার্যকে আচার্য বলেছেন, "কোনও চাপের কাছে মাথা নত করবে না। র‍্যাগিং আটকাতে যা যা করণীয় তাই করবেন।" বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমেট্রিক বসানো যায় কি না, তা নিয়েও উপাচার্যকে দেখতে বলেন রাজ্যপাল। বিশ্ববিদ্যালয় নিরাপত্তার জন্য আরএফআইডি বসানোর কথা রাজ্যপালকে বললেন উপাচার্য। সেটি কার্যকরী করতে কত সময় লাগবে রাজ্যপাল তা জানতে চাইলে, উপাচার্য বলেন ন্যূনতম একমাস সময় লাগবে। এদিন সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট থেকে এই জরুরি বৈঠক শুরু করেন রাজ্যপাল। জরুরি তলব পেয়ে রাজভবনে যান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ। যান রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যও।

পানীয় জলের অপচয় রুখতে আইন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্টঃ পানীয় জলের অপচয় রুখতে একটি নতুন আইন আনার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। আজ বিধানসভায় প্রশ্ন উত্তর পর্বে জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় বলেন, "পানীয় জলকে চাষের জমি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তা রুখতেই এই বিল আনার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।" জল জীবন মিশন প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ৬২ লক্ষ ৮২ হাজার ২৮১টি পরিবারকে জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। পানীয় জল সংযোগ দেওয়ার জন্য টাকা নেওয়া হচ্ছে বলে বিধায়ক হরেরাম সিং অভিযোগ জানালে এই সংযোগের জন্য কোন টাকা নেওয়া হয় না বলে মন্ত্রী জানান। এইরকম কোনও ঘটনা ঘটলে এফআইআর দায়ের করার কথা বলেন তিনি।

রাজ্যকে ১৬০০ কোটি বরাদ্দ কেন্দ্রের, পঞ্চায়েত উন্নয়ন খাতে মিলল বিপুল টাকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্টঃ পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন চলাকালীনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের জন্য চলে এল সুখবর। এবার পঞ্চায়েত উন্নয়ন খাতে ১৬০০ কোটি টাকা পাঠাল মোদি সরকার। তাই অন্যান্য বকেয়া টাকা আটকে রাখলেও এই খাতের টাকা ছেড়ে দিল বলেই খবর। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক থেকে এই টাকা দেওয়া হয়েছে রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরকে। রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, পানীয় জল এবং নিকাশির কাজে এই টাকা ব্যবহার হবে বলে পঞ্চায়েত দফতর সূত্রে খবর। সুতরাং রাজ্যে পঞ্চায়েতের কাজ আরও গতি পাবে বলেও মনে করা হচ্ছে। এদিকে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের পক্ষ থেকে ১৬০০ কোটি টাকা হাতে পেল রাজ্য সরকার। এক বছরের মধ্যে মোট টাকার ৬০ শতাংশ খরচ করতে পারলে বাকি বরাদ্দও দেওয়া হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজের টাকা-সহ একাধিক প্রকল্পের প্রাপ্য টাকা বকেয়া রেখে দিয়েছে কেন্দ্র। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার নয়াদিল্লিতে চিঠি লিখে দরবার করেছেন। কিন্তু তাও ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বাংলাকে বঞ্চিত করে রেখেছে মোদি সরকার বলে অভিযোগ। সূত্রের খবর, এই টাকা ছাড়া হবে বলে কয়েকদিন আগেই নয়াদিল্লি থেকে চিঠি পাঠানো হয়। সেখানে বলা হয়, দশ দিনের মধ্যে এই ১৬০০ কোটি টাকা পাঠানো হবে রাজ্যকে। অন্যদিকে সেই চিঠি

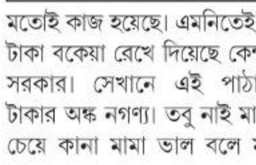

মতোই কাজ হয়েছে। এমনিতেই বহু টাকা বকেয়া রেখে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেখানে এই পাঠানো টাকার অঙ্ক নগণ্য। তবু নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল বলে মনে করছে নবান্ন। নির্বাচনের ময়দানে পেরে না উঠে রাজ্যের বিজেপি নেতারা চিঠি লিখে প্রাপ্য টাকা আটকে রাখার সুপারিশ করেছেন কেন্দ্রের কাছে বলে অভিযোগ সামনে এসেছে। তারপর এই টাকা পাঠানো বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। অনেকে বলছেন আসলে চন্দ্রযান-৩ চাঁদের মাটি স্পর্শ করেছে বলে খুশি হয়ে এই টাকা মোদি সরকার পাঠিয়েছে। এবার এই টাকা প্রাপ্তি নিয়ে প্রচারে নামতে চাইছে বঙ্গ-বিজেপির নেতারা বলে সূত্রের খবর। আর পঞ্চায়েতের উন্নয়ন খাতে রাজ্যকে টাকা পাঠিয়ে খানিকটা ফ্রন্টফুটে এল বিজেপি সরকার। গত ২২ অগস্ট প্রথমে ৬৫১ কোটি টাকা পাঠিয়েছিল কেন্দ্র। তারপর আসে আরও ৯১৬ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে ১৬০০ কোটি পেল রাজ্য সরকার। একবছর পর তৃতীয় কিস্তির টাকা পাঠানো হবে বলে জানানো হয়েছে। আর এই বরাদ্দের ৬০ শতাংশ উন্নয়নমূলক কাজে খরচ করতে হবে বলে রাজ্যকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। গত ১৬ আগস্ট পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন হয়েছে। এই টাকা হাতে আসায় গ্রামীণ উন্নয়নে কাজ শুরু করতে সুবিধা হবে রাজ্য সরকারের। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে রাস্তার উন্নয়ন, নিকাশি, পানীয় জল-সহ গ্রামীণ উন্নয়নের কাজ করতে পারবে রাজ্য সরকার। নভেম্বর মাসের মধ্যে প্রাপ্য টাকার ৭৫ শতাংশ খরচ করলে বাকি আরও টাকা পাঠানো হবে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দুবরাজপুরে

বীরভূম,২৪আগষ্টঃ বীরভূম জেলার দুবরাজপুর ব্লকের লক্ষীনারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাকুরিয়া গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি মাঝেমধ্যেই বন্ধ থাকে, এবার সেখান থেকে দেওয়া খাবারের পরিমাণ ও খাবারের মান সহ একাধিক অভিযোগ তুলে তুমুল বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয়রা। অভিযোগের তির অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীর বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ উড়িয়ে তাঁর পালটা দাবি, রান্না ভালই হয়। বৃহস্পতিবার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গ্রামে বিশাল পুলিশবাহিনী আসে। এ প্রসঙ্গে দুবরাজপুরের সিডিপিও প্রবীর বিশ্বাস জানান, ঘটনার কথা শুনেছি। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।পাকুরিয়া গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নানা অজুহাতে মাঝেমধ্যেই বন্ধ থাকে। খাবার দেওয়া হয় নিম্নমানের। এমনকী, খাবারের পরিমাণেও থাকে কম। এই অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে গ্রামবাসীর। এমনকী, আজ কেউ ওই রান্না করা খাবারও পর্যন্ত নেননি। পরিস্থিতি নিযন্ত্রণ আনতে ঘটনাস্থলে যায়. দুবরাজপুর থানা পুলিশ।পাকুরিয়ার ২, ২৭৮ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি ২০১৮ সালে তৈরি হয়েছে। একজন কর্মী নিয়েই পথ চলা শুরু হয়। এই কেন্দ্রে প্রথম থেকেই কোনও সহায়িকা বা হেল্পার নেই। ওই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী আলেমা খাতুন জানান- বারবার এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। খাবারের কী কী জিনিস, কত পরিমাণ দিচ্ছি,তা দেখার জন্যও বারবার বলা হয়েছে গ্রামবাসীদের। একাই সবদিক দেখতে হয়। ভীষণ অসুবিধার মধ্যে রয়েছি।

পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে । আজ ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৩ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৯ ডলারের কাছাকাছি। যদিও বৃহস্পতিবারও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, বৃহস্পতিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

স্বল্পবৃষ্টিতেই জলমগ্ন হরিরামপুর হরিবাসর পাড়া

দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৪আগষ্টঃস্বল্প বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে হরিরামপুরের হরিবাসর পাড়া। দীর্ঘ কয়েক বছর যাবত এই সমস্যায় ভুক্তভোগী এলাকার মানুষজন। বাসিন্দাদের অভিযোগ নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল থাকার কারণে সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। রোজ একরকম হাঁটু জল টপকে যাতায়াত করতে হচ্ছে এলাকার মানুষজনদের। স্থানীয় বাসিন্দা বিকাশ দত্ত বলেন জলমগ্ন রাস্তার গর্তে প্রতিনিয়ত ঘটছে ছোটখাটো দূর্ঘটনা, পাশাপাশি বাড়ছে মশার উপদ্রব। এই পরিস্থিতিতে ডেঙ্গির আশঙ্কায় চিন্তিত আমরা। প্রশাসনের দ্রুততার সাথে সমস্যার সমাধান করা উচিত।পঞ্চায়েত অফিসের পাশের রাস্তার এমন বেহাল অবস্থা নিয়ে হরিরামপুর বাগিচাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মৌমিতা পারভিন জানিয়েছেন আমি সবে মাত্র প্রধানের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছি, খুব তাড়াতাড়ি নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক করে সমস্যার সমাধান

জি-২০-তে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিযয়োগে আস্থা তৈরি করাই প্রধান দাযিত্বঃপ্রধানমন্ত্রী মোদী

জয়পুর ও নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট ঃ জি-২০-তে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগে আস্থা তৈরি করাই প্রধান দাযিত্ব। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজস্থানের জয়পুরে আয়োজিত জি-২০ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, আমরা নীতিগত স্থিতিশীলতা এনেছি। আমরা আগামী কয়েক বছরে ভারতকে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মহামারী থেকে ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যন্ত বর্তমান বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ বিশ্ব অর্থনীতিকে পরীক্ষা করেছে।বৃহস্পতিবার সকালে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে জি-২০ বাণিজ্য ও বিনিযয়োগে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, জি-২০-তে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগে আস্থা তৈরি করা আমাদের দাযিত্ব। আমাদের অবশ্যই স্থিতিস্থাপক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খল তৈরি করতে হবে যা ভবিষ্যতের ধাক্কা সহ্য করতে পারে। রাজস্থানের ভূয়সী প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এই অঞ্চল গতিশীল এবং উদ্যোগী মানুষের জন্য পরিচিত। ইতিহাস জুড়ে বাণিজ্য ধারণা, সংস্কৃতি এবং প্রযুক্তির বিনিময়ের দিকে পরিচালিত করেছে। বাণিজ্য ও বিশ্বায়ন কয়েক কোটি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বের করে এনেছে। আমরা ভারতীয় অর্থনীতিতে বিশ্বব্যাপী আশাবাদ ও আস্থা দেখতে পাচ্ছি। ভারতকে উন্মুক্ততা, সুযোগ এবং বিকল্পের সমন্বয় হিসাবে দেখা হয়। গত নয় বছরে, ভারত পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে যা আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফল।

মিজোরামের দুর্ঘটনায় দু ঃখপ্রকাশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর, দ্রুত আরোগ্য করলেন আহতদের

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট ঃ মিজোরামে রেল সেতু দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মিজোরামের সাইরাং এলাকায় নির্মীয়মান রেলওয়ে সেতু ভেঙে বুধবার ১৭ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গভীর শোকজ্ঞাপন করেছেন। অমিত শাহ বুধবার একটি ট্যুইটবার্তায় দুর্ঘটনায় আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। তিনি ট্যুইটে লেখেন, মিজোরামের দুর্ঘটনায় তিনি শোকাহত। তিনি মিজোরামের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ঘটনাটি নিয়ে কথা বলেছেন। আহতদের সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাসও দিয়েছেন মন্ত্রী।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান, স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর এনডিআরএফ) কর্মীরা দুর্ঘটনাস্থলে উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে। তিনি দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। উল্লেখ্য, গত বুধবার মিজোরামের কাছে সাইরাং-এ একটি নির্মীয়মান রেল সেতু ভেঙে ১৭ জন শ্রমিকের মৃত্যু হযেছে। স্থানীয় প্রশাসন ও রেলওয়ে সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থলে এখনও বহু মানুষের আটকে থাকার আশঙ্কা রয়েছে। ঘটনাস্থলে রেল, স্থানীয় প্রশাসন ও এনডিআরএফ-র কর্মীরা উদ্ধারকার্য করছে। কেন্দ্রের তরফ থেকে সবধরনের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর দান খয়রাতিকে তোপ দিলীপ ঘোষের

পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৪ আগস্ট দুর্গাপুজো উপলক্ষে রাজ্য সরকার ক্লাবগুলির অনুদান বাড়িয়ে করেছে ৭০ হাজার টাকা । বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করলেন মেদিনীপুরের বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ।বুধবার কাসাই নদীর উপরে মেদিনীপুরের বীরেন্দ্র সেতু পরিদর্শনে আসেন দিলীপবাবু। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দান-খয়রাতি করে ভোট কিনবেন। উন্নয়ন কিছু করবেন না। চাকরিও দিতে পারবেন না। উন্নয়ন নেই। কে ৭০ হাজার টাকা ওনার কাছ থেকে চেয়েছে? ৫০০ বছর ধরে দুর্গাপুজো সাধারণ মানুষের টাকায় হতে পারলে আরও কয়েক বছরও হবে।এদিন তিনি সেতু পরিদর্শন করে রাজ্য সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনকেও একহাত নেন। সেতু পরিদর্শনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, রাজ্য সরকার বলেন যে জাতীয় সড়ক কেন্দ্রের, আর সেতু রাজ্যের। তা সত্ত্বেও সেতু সংস্কারের উদ্যোগ নেযনি রাজ্য।দিলীপবাবু বলেন, বর্তমানে জাতীয় সড়কের জন্য কয়েকশো কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। সেটা ব্রিজের টাকা কি না, তা নিশ্চিত না-করলেও তিনি জানান সেতুর কাজ হবে। কয়েক লক্ষ মানুষ এই

আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে

নয়াদিল্লি,২৪আগষ্টঃআজ যেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন, কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এ এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থা ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনঃদন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ, স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছঃদর মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেন্টকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঋণ দেওয়ার কাজ করেন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই। বর্তমানে আমাদের ব্যাঙ্ক কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে ৫০ লক্ষের বেশি ঠেলাওয়ালা, ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক থেকে সাহায্য পেয়েছেন। আমি সব ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রশংসা করি, তাঁদের অভিনন্দন জানাই। আপনারাও যখনই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তখনই এক নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। নতুন বিশ্বাস এবং সমাজের জন্য কিছু করার এক নতুন চিন্তা তৈরি হবে এভাবেই। এতদিন যারা পরিশ্রম করেছেন তাদের সঙ্গে যুক্ত হবে আপানাদের শ্রম। আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি যে আমরা ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সাহায্যে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর মানুষকেও সক্ষম করে তুলতে পারবো। আপনারা আজ যারা নিয়োগ পত্র পেয়েছেন তাঁরা এই সংকল্প সঙ্গে করেই সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন বলে আমার আশা।বন্ধুগণ,যখন সঠিক চিন্তা-ভাবনা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সঠিক নীতি তৈরি করা হয়, তখন তার ফল অবশ্যই ভালো হয়। এর এক প্রমান মাত্র কিছুদিন আগেই প্রত্যক্ষ করেছে দেশ। নীতি আয়োগের রিপোর্টে দেখা গেছে যে ৫ বছরের মধ্যে ভারতের সাড়ে ১৩ কোটি মানুষ দরিদ্র রেখার ওপরে উঠে এসেছেন। ভারতের এই সাফল্যে সরকারি কর্মচারীদের পরিশ্রমও যুক্ত রয়েছে। দরিদ্র শ্রেণীর জনগণকে পাকা বাড়ি দেওয়ার প্রকল্প হোক বা তাদের জন্য শৌচালয় তৈরি করা বা বিদ্যু সংযোগ প্রদান করার প্রকল্পই হোক না কেন, আমাদের সরকারী কর্মীরা গ্রামে গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিয়েছেন। এই প্রকল্পগুলির সুবিধা যখন দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের কাছে পৌঁছেছে তখন তাদের মনোবল বেড়েছে, বিশ্বাস তৈরি হয়েছে। এই সাফল্য এটাই প্রমান করে যে আমরা

বিজ্ঞানীদের শুভেচ্ছা জানালেন সিদ্দারমাইয়া

বেঙ্গালুরু ও নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট ঃ চন্দ্রযান-৩ মিশনের সফলতায় উল্লাসিত গোটা দেশ। এই সফলতার শ্রেয় ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র বিজ্ঞানীদের। আর তাই ইসরো-র সমস্ত বিজ্ঞানী ও ইসরোর প্রধান এস সোমনাথকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপারসন সোনিয়া গান্ধী। চিঠি লিখে ইসরোকে অভিনন্দন জানিয়েছেন সোনিয়া গান্ধী।এদিকে, ইসরোর সমস্ত বিজ্ঞানীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারমাইয়াও। চন্দ্রযান-৩ মিশনের সাফল্যের জন্য ইসরোর প্রধান এস সোমনাথ ও সমস্ত বিজ্ঞানীদের অভিন্দন জানিয়েছেন সিদ্দারমাইয়া।উল্লেখ্য, বুধবার সন্ধ্যায় চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সফলভাবে ল্যান্ড করেছেন চন্দ্রযান-৩ মিশনের বিক্রম ল্যান্ডার। এরপর বৃহস্পতিবার সকালে ইসরো জানিয়েছে, ল্যান্ডার থেকে বেরিয়ে এসেছে রোভার প্রজ্ঞান

যাদবপুরের পরিস্থিতি পর্যালোচনায় জরুরি বৈঠক ডাকলেন আচার্য

কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি পর্যালোচনায় জরুরি বৈঠক ডাকলেন আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।দিনের প্রথমার্দ্ধেই চলে এই বৈঠক। এতে আলোচনার বিস্তারিত জানা না গেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন আচার্য বলে সূত্রের খবর। বৈঠকে ডাক পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু অধ্যাপক।এর আগে রাজভবনেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের বৈঠক ডেকেছিলেন আচার্য। রাজ্যপাল নিজের বাসভবনে এ ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈঠক ডাকতে পারেন কি না, তা নিয়ে বিতর্কও হয়েছিল। যদিও কোর্ট বৈঠক রাজভবনেই হয়। সেখানে কিছু সিদ্ধান্ত নেন আচার্য তথা রাজ্যপাল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি গঠন। যা শুধু যাদবপুর নয়, সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ ছাড়াও যাদবপুরের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়েও বিশদে আলোচনা হয়। তার পরেই নতুন উপাচার্য নিয়োগ করেন আচার্য। সেই পর্ব শেষে বৃহস্পতিবার আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি পর্যালোচনায় জরুরি বৈঠক তলব করলেন আচার্য সিভি আনন্দ বোস।তলব পেয়ে রাজভবনে পৌঁছন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য ভার নেওয়া অস্থায়ী উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ। যেতে দেখা গিয়েছে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়কেও। তিনি আচার্যের তৈরি করে দেওয়া অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির মাথায় রয়েছেন। ফলে মনে করা হচ্ছে, রাজভবনের বৈঠকে র‍্যাগিং নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিশ্ব অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগঃপীযূষ গোয়েল

জয়পুর, ২৪ আগস্ট ঃ বিশ্ব অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ। বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। বৃহস্পতিবার সকালে রাজস্থানের জয়পুরে অনুষ্ঠিত জি-২০ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেছেন, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগগুলি বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ক্রমাগত সমর্থন প্রয়োজন।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল আরও বলেছেন, এই উদ্যোগগুলি আমাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। যা উদ্ভাবন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। প্রসঙ্গত, এই বৈঠকে এদিন সকালে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

পানীয় জল অপচয় রুখতে আইন আনছে রাজ্য সরকার

কলকাতা,২৪আগষ্টঃ পানীয় জল সংরক্ষন ও তার অপচয় রুখতে এবার নতুন আইন আনার কথা ভাবছে রাজ্য সরকার। গত বুধবার এ কথা জানিয়েছেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়। তাঁর কথায়, পানীয় জলকে চাষের জমি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা বন্ধ করতেই এই বিল আনার ভাবনা। পাশাপাশি রাজ্যে বিদ্যুতের ব্যবহারে আরও স্বচ্ছতা আনতে ৩৭ লক্ষেরও বেশি ডিজিটাল স্মার্ট মিটার বসানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।এ প্রসঙ্গে এদিন বিধানসভায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায় বলেন, ‘ জীবন মিশনের অধীনে এখনও পর্যন্ত ৬২ লক্ষ ৮২ হাজার ২৮১টি পরিবারে জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ২০২৫ সালের মার্চ মাসের মধ্যে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার প্রতিটি বাড়িতে পরিস্রুত জল পৌঁছে দিতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ইটাহারের বিধাযক মোশারফ হোসেন অভিযোগ করেন, তাঁর এলাকায় বেআইনি সংযোগের সাহায্যে পানীয় জল নিযে.নিচ্ছে কিছু লোক। পাশাপাশি জলের পাইপলাইন ন্যাশনাল হাইওয়ের ওপার পর্যন্ত এসে থেমে যাওয়ায় বেশ কিছু গ্রামের বহু মানুষ পরিস্রুত পানীয় জল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।এ প্রসঙ্গে পুলক বাবু জানান বেআইনি ভাবে পানীয় জলের সংযোগ নেওয়ার বিরুদ্ধে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরই সচেতন হতে হবে এবং এলাকার মানুষকে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এই অশুভ প্রবণতা রুখতে আগামীদিনে একটি বিল আনার চিন্তাভাবনা সরকারের রয়েছে বলেও তিনি জানান।উল্লেখ্য, এদিন জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং অভিযোগ করেন, আসানসোল পুর এলাকায় পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার জন্য পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা দাবি করছে একশ্রেণির কর্মী-আধিকারিক। জবাবে মন্ত্রী বলেন, জলের সংযোগের জন্য কোনও টাকা নেওয়া হয় না। এরকম অভিযোগ পেলে পুলিশে এফআইআর দায়ের করুন। অভিযোগ পেলেই পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করবে।

নেপালে বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু ৬ জনের, মৃত ৫ জনই ভারতীয় নাগরিক

কাঠমান্ডু, ২৪ আগস্ট ঃ দক্ষিণঞ্চলীয় নেপালের বারা জেলায় বাস দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৬ জন। মৃত ৬ জনের মধ্যে ৫ জনই ভারতীয় নাগরিক। বৃহস্পতিবার ভোররাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বারা জেলার জিতপুর সিমারা সাব-মেট্রোপলিসের অন্তর্গত চুরিইয়ামাই মন্দিরের কাছে।পুলিশ জানিয়েছে, কাঠমান্ডু থেকে জনকপুরগামী বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ১৫ মিটার নীচে পড়ে যায়। ভোররাত ২.১০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৩ জনের, পরে আরও ৩ জন প্রাণ হারান। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসে মোট ২৬ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ভারতীয় নাগরিক। হতাহতদের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।অন্য দিকে উধমপুরেতে জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুর জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৫আগষ্টঃশুক্রবার, ৭ভাদ্র মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৫আগষ্ট ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৭ ভাদ্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৬ ভাদ্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৭ ভাদ্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৯.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৩.০৩এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং ৭১শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বুধবার । জোয়ার-সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১৬মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১২ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃচোখে ছানির রোগীদের দূষিত বাতাবরণে যাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ ধোঁয়া আপনার চোখকে আরো ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। সংসারে শান্তি হবে
বৃষভ রাশিঃআপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। শুভদিন
মিথুন রাশিঃআপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। আপনার কোনও প্রতিবেশী আজ আপনাকে ঋণ চাইতে আসতে পারে। শুভদিন
কর্কট রাশিঃ বাইরের কাজকর্ম আপনাকে লাভ দেবে। দুর্গের মত শৈলীতে ভালোবাসা এবং সর্বদা নিরাপত্তার চিন্তা কেবলমাত্র আপনার শারীরিকের পাশাপাশি মানসিক বিকাশকেই ব্যাহত করে।
সিংহ রাশিঃমানসিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য বিভ্রান্তি এবং হতাশা এড়িয়ে চলুন। অতীতের বিনিয়োগ থেকে উপার্জন বৃদ্ধি
কন্যা রাশিঃবিষাদ ঝেড়ে ফেলে দিন- যা আপনাকে জড়িয়ে রেখেছে এবং আপনার উন্নতিকে ব্যাহত করছে। পরিশ্রম বিকল্প।
তুলা রাশিঃআজ আপনি শক্তিপূর্ণ হয়ে থাকবেন- আপনি যাই করুন না কেন- সাধারণত আপনি যে সময় নেন তার অর্ধেক সময়েই এটি করতে পারবেন। শুভদিন
বৃশ্চিক রাশিঃউচ্চ প্রোফাইলের মানুষের সঙ্গে দেখা করতে নার্ভাস হবেন না এবং আত্মবিশ্বাস হবে
ধনু রাশিঃ আপনি আপনার শখ পূরণে অথবা আপনি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেন এমন জিনিসে আপনার অতিরিক্তহবে
মকর রাশিঃকর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে।
কুম্ভ রাশিঃ যদি আপনি যথেষ্ট বিশ্রাম না নেন তাহলে আপনার অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ এবং অতিরিক্ত বিশ্রামের প্রয়োজন হবে।শুভদিন
মীন রাশিঃযদি আপনি যথেষ্ট বিশ্রাম না নেন তাহলে আপনার অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ এবং অতিরিক্ত বিশ্রামের প্রয়োজন হবে। আজ কোনও নিকট আত্মীয়ের সহায়তায় আপনি আপনার

চন্দ্রযান থ্রি চাঁদের মাটি ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরপাড়ার ভূমিপুত্র জয়ন্ত স্মরণীয় হয়ে থাকল, উচ্ছ্বাস বাসিন্দাদের

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৪ আগস্ট ঃ ইসরোর চন্দ্রযানের সাক্ষী থাকলো হুগলির উত্তরপাড়া । এই অভিযানের উচ্ছ্বাস এসে পড়লো উত্তরপাড়ার বিকে স্ট্রিটে লাহা বাড়িতে কারণ এই চন্দ্রযানের পেছনে যেসব বিজ্ঞানীর অবদানে এই সাফল্য তার মধ্যে উত্তরপাড়ার ভূমিপুত্র জয়ন্ত লাহা তাদের মধ্যে অন্যতম একজন। বুধবার সন্ধ্যেবেলা চন্দ্রযান থ্রি চাঁদের মাটি ছোঁয়ামাত্র উত্তরপাড়ার বি কে স্ট্রিটের লাহা বাড়িতে আনন্দ উৎসব শুরু হয়ে যায় । দেশের গৌরবজনক ইতিহাসের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের হুগলির উত্তরপাড়ার নাম জড়িয়ে পড়ায় খুব খুশি উত্তরপাড়ার মানুষ। উত্তরপাড়া পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বি কে স্ট্রিটে বসতবাড়ি জয়ন্ত লাহার, বুধবার রাতে জয়ন্তবাবুর বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল তার মা চন্দনা লাহা ও বাবা প্রশান্ত লাহা আবেগ চেপে রাখতে পারেননি। তার মা তো আবেগেই কেঁদে ফেলেন তার মা চন্দনা লাহা জানালেন আমরা উৎকণ্ঠায় ছিলাম কখন চাঁদের মাটিতে বিক্রম পা দেবে, সারাদিন ধরে আমরা টিভির সামনে বসে ছিলাম সেই মুহূর্ত আসার পর কি বলবো সে কি যে আনন্দ হচ্ছিল ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ছেলের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে তার সহকর্মীদের পরিশ্রমও সার্থক হয়েছে। ছেলে আরো ভবিষ্যতে উন্নতি করুক সাফল্য আসুক তার জীবনে এটাই তার মায়ের প্রার্থনা। জয়ন্তবাবুর বাবা প্রশান্ত লাহা জানালেন, ২০০৯ সালে ছেলে ইসরোয় যোগদান করেন। ছোটবেলা থেকেই ছেলে পড়াশুনায় ভালই ছিল। উত্তরপাড়ার গভর্নমেন্ট স্কুলে পড়াশোনা করতো, তারপর শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ইলেকট্রনিক্স এবং কমিউনিকেশন নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে তারপর আইআইটি খড়্গপুরে এম টেক করার জন্য ভর্তি হয়েছে তার মধ্যে ইসরোয় সে যোগদান করে সাথে সাথে এমটেক করে। প্রশান্তবাবু আরো জানালেন সারাদিন খুব উৎকণ্ঠায় ছিলাম তারপর চাঁদের মাটি ছোঁয়ার পরে খুব আনন্দ হচ্ছিল সে কি বলবো। তিনি ছেলের আরোও সাফল্য কামনা করেন এবং তার সঙ্গে ছেলের সহকর্মীদের সাফল্য কামনা করেন। প্রশান্তবাবু অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী মা চন্দনা সরকার গৃহবধূ। জয়ন্ত বাবু চন্দ্রযান থ্রি প্রকল্পের বিক্রম এর নেভিগেশন ক্যামেরার প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছেন। জয়ন্তবাবুর বাবা জানালেন ছেলে এপ্রিল মাসে এসেছিল বাড়িতে কিছুদিন থেকে আবার কর্মস্থলে যোগ দেয়। পুজোর সময় আসার কথা এর মধ্যে ছেলের সঙ্গে একটু কথা হয়েছে। ছেলে সব সময় কাজে ব্যস্ত থাকে খুব একটা কথা হয় না। জয়ন্তবাবুর সাফল্যে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বুধবার রাতেই লাহা বাড়িতে ছুটে আসেন অভিনন্দন জানাতে। তার বাবা ও মাকে অভিনন্দন জানালেন ছেলের সাফল্যে তাদের সঙ্গে কিছু কথা বললেন। পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন, এই সাফল্যের খবরে আমিও এখানে এসে অংশ নিলাম একটু আনন্দ করলাম। প্রশান্তবাবু ও চন্দনা দেবীকে অভিনন্দন জানালাম তাদের ছেলের সাফল্যে তার সাফল্য কামনা করি তাদের সঙ্গে একটু মিষ্টিও খেলাম মিষ্টিও খাওয়ালাম। পরবর্তী প্রজন্মের উদ্দেশ্যে বলছি অধ্যবসায় গভীর মনোযোগ ও পরিশ্রম করে তবেই সাফল্য আসবে ভাগ্য তাদের সহায় হবে। জয়ন্তবাবুর ছোট ভাই ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে জানালেন তার বাবা। জয়ন্তবাবুর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এসএসকেএম-র হস্টেল থেকে উদ্ধার নার্সিং পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনা এখনও তাজা। এখনও চলছে তদন্ত। এর মধ্যেই এবার এক নার্সিং পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার হল তার হস্টেল থেকে। ওই পড়ুয়ার মৃত্যুকে ঘিরে রহস্য দানা বাঁধছে। মৃত ছাত্রীর বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলায় রায়গঞ্জে। ঘটনাস্থল এসএসকেএম হাসপাতালের লিটন হস্টেল। বুধবার রাতে এসএসকেএম হাসপাতালে নার্সিং কলেজ হস্টেলের বাথরুম থেকে ওই ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। নার্সিং কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া ছিলেন ওই ছাত্রী। লিটন হস্টেলের বাথরুমের দরজা বহুক্ষণ থাকায় কর্তৃপক্ষকে খবর দেন পড়ুয়ারা। দরজা ভাঙার পর ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় ওই ছাত্রীর দেহ। পরে চিকিৎসকেরা তার মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়েই হস্টেলে যান পুলিসের কর্তারা। এই নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। এই নিয়ে তারা হস্টেলের আবাসিকদের সঙ্গে কথা বলছেন। এখনও পর্যন্ত পুলিসের তরফে জানানো হয়েছে, গতকাল রাতে বাথরুমে গিয়ে বহুক্ষণ আর ফেরেননি ওই ছাত্রী। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি ছাত্রীরা কর্তৃপক্ষকে বলেন। এরপর খবর যায় পুলিসে। পুলিস এসে গামছায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলতে থাকা ওই ছাত্রীর দেহ উদ্ধার করে। জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। হস্টেলের আবাসিকরা এই নিয়ে কেউ কিছু বলতে চাইছেন না। পুলিসের তরফে ডিসি সাউথ এসে ঘটনাস্থলে ঘুরে গিয়েছেন। হোমিসাইড শাখার আধিকারিকরা এসে ঘটনাস্থল ঘুরে গিয়েছেন। ঘটনাটি আত্মহত্যা নাকি অন্যকিছু তা খতিয়ে দেখছে পুলিস।

বাড়মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অগ্নি নেভানোর প্রাথমিক পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ বাড়মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (উলুবেরিয়া -১,হাটগাছা, উলুবেরিয়া, হাওড়া) আজ উলুবেরিয়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের পরিচালনায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক- শিক্ষিকা, প্রাক্তন ছাত্র

-ছাত্রী, অভিভাবক, উৎসাহী এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি, মিড ডে মিলের রাঁধুনিদের নিয়ে অগ্নি নেভানোর প্রাথমিক পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উলুবেরিয়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের এর সহ আধিকারিক কুন্তল সামুই ও সহ কর্মীবৃন্দ । সচেতনতা শিবিরে সহ আধিকারিক কুন্তল সামুই খুব সুন্দরভাবে ছাত্র- ছাত্রীদের সচেতনতার সাথে সাথে বিদ্যালয়ের মিড ডে মিলের রাঁধুনিদের রান্নাঘরে কি কি সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে ও অগ্নি সংক্রান্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতির মোকাবিলা কিভাবে করতে হবে খুব সুন্দর ভাবে বোঝান। উপস্থিত অভিভাবক ও উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ কে বোঝান বাড়িতে ও এলাকায় অগ্নি সংক্রান্ত পরিস্থিতি তৈরি হলে কি কি করণীয় । এলাকায় অগ্নি সংক্রান্ত ছাড়া বিভিন্ন জরুরি সময়ে ফায়ার ব্রিগেড কিভাবে কাজ করতে পারে বুঝিয়ে দেন। আরো উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজদূত সামন্ত ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকবৃন্দ ।

সাত বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে ১০ বছরের সাজা ঘোষণা যুবকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ সাত বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে ১০ বছরের সাজা ঘোষণা যুবকের। ঘটনার প্রায় ৯ বছর পর এদিন সাজা ঘোষণা হয় মহম্মদ ইজাজ নামের ওই যুবকের। বৃহস্পতিবার হাওড়া জেলা দেওয়ানী, ফৌজদারি ও দায়েরা আদালতের পকসো কোর্টের বিচারক সৌরভ ভট্টাচার্য্য এই রায় দেন। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটে ২০১৪ সালের ১২ জুন। ওই দিন বেলা ১১টা নাগাদ উত্তরপাড়ার কুলিপাড়া থানার বাসিন্দা ওই নাবালিকা বাড়ি থেকে খালে স্নান করতে যাচ্ছিল। সেই সময় উত্তরপাড়ার বাসিন্দা মহম্মদ ইজাজ সেই নাবালিকাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় বালিখাল ও উত্তরপাড়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মালগাড়ির খালি কামড়ায়। সেখানে নাবালিকাকে ইজাজ ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। সেই খবর জানতে পেরে নাবালিকার বাবা তাদের প্রতিবেশীদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন এবং অভিযুক্তকে ধরে ফেলেন। ক্ষিপ্ত মানুষজন ইজাজজে মারধর করে বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই নাবালিকাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে নাবালিকার বাবা বেলুড় জিআরপিতে অভিযোগ করেন। এই মামলায় মোট ১২ জন স্বাক্ষ্য প্রদান করেন। ধৃতের পকসো আইনের ৬ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারক। মুখ্য সরকারী আইনজীবী সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই মামলা পরিচালনা করেন।

গড়কড়ির দেওয়া হাইড্রোজেন গাড়ি চড়লেন তেজস্বী, প্রশংসায় নেতার

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট ঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ির দেওয়া হাইড্রোজেন গাড়ি চড়লেন বিহারের উপ- মুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ির দেওয়া হাইড্রোজেন গাড়ি সম্পর্কে বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব বলেছেন, এটি একটি হাইড্রোজেন গাড়ি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন আমাকে এটি চেষ্টা করতে বলেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে এদিন প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তিনি বলেছেন, আমি মনে করি নীতিন গড়করি উন্নয়নের বিষয়ে খুবই ইতিবাচক। আমরা বিহারে গত ১১-১২ বছর ধরে আটকে থাকা প্রকল্পগুলির গতি বাড়ানোর কথা বলেছিলাম। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবি ছিল বিহারে কোনও এক্সপ্রেসওয়ে নেই। আমরা একটি এক্সপ্রেসওয়ে দাবি করেছি। তিনি এসবের জন্য ইতিবাচক বলে মনে হচ্ছে। ভারতের চন্দ্রযান-৩ মিশন প্রসঙ্গে তেজস্বী যাদব বলেছেন, এতে শুধুমাত্র বিজ্ঞানীদের অবদান রয়েছে এবং আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাই। তারা দেশের সবচেয়ে নামকরা মানুষ। ভারতের নাম উন্নীত করার জন্য আমি তাদের স্যালুট জানাই।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে পণ্য লোডিং প্রদর্শনের ক্ষেত্রে স্থির অগ্রগতি বহাল

মালিগাঁও, ২৪ আগস্ট ঃ পণ্য লোডিংয়ের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ধারাবাহিক অগ্রগতি বজায় রেখেছে এবং ২০২৩- এর জুলাই মাসে ০.৭৪১ মিলিয়ন টন (এমটি) পণ্য লোড করেছে, যার ফলে বর্তমান অর্থবর্ষ ২০২৩-২৪-এর জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৩.৩২০ মিলিয়ন টন পর্যন্ত পণ্য লোডিং হয়েছে। পূর্ববর্তী বর্ষের একই সময়ের তুলনায় ২০২৩-এর এপ্রিল থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত অন্যান্য বিভিন্ন সামগ্রীর বৃদ্ধির সাথে খাদ্য শস্য ও ডোলোমাইট লোডিং ভালো মার্জিনের অগ্রগতি নথিভুক্ত করেছে। এই সময়ে খাদ্য শস্য লোডিং ২৫.৪ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ডোলোমাইটের লোডিং ৩.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থবর্ষের একই সময়ের তুলনায় কাঠ ও ব্যালাস্ট-এর মতো বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর লোডিং ও যথাক্রমে ৪৪.৪ শতাংশ ও ২৯.৬ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। একটি উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত সবগুলি ডিভিশনে পণ্য লোডিংয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি অর্জন করেছে, যার ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণের পণ্য লোডিং রাজস্ব উৎপন্ন হয়েছে। অবশেষে, পণ্য লোডিংয়ের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি অঞ্চলটির অর্থনৈতিক কার্যকলাপের বিকাশকেই নির্দেশ করে।

পঞ্চায়েত এবং পুরসভা এলাকার উন্নয়নে কেন্দ্র অর্থ দিয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ পঞ্চায়েত এবং পুরসভা এলাকার উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্চদশ অর্থ কমিশনে রাজ্য সরকারকে দুই দফায় ১ হাজার ৬০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ দিয়েছে। গত মঙ্গলবার প্রথম দফায় ৬৫১ কোটি এবং আজ দ্বিতীয় দফায় ৯১৬ কোটি টাকা পাঠানো হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এলাকার উন্নয়নে পঞ্চায়েত এবং পুরসভাগুলিতে এই টাকা দ্রুত পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক বছরের মধ্যে এই অর্থের ষাট শতাংশ খরচ করতে পারলে রাজ্যকে আরও বরাদ্দ দেওয়া হবে বলেও কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় সরকার এর আগে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনে রাজ্যকে টাকা দিলেও এখনো প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা অর্থ খরচ করা সম্ভব হয়নি।

কর্ম সংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্য হোম-স্টে গুলিকে উৎসাহিত করছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ পর্যটনের উন্নয়ন এবং কর্ম সংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্য সরকার হোম- স্টে গুলিকে উৎসাহিত করছে। এজন্য নির্দিষ্ট নীতি তৈরি করে অর্থ সাহায্য করা হচ্ছে। কিন্তু সরকারি সহায়তা নিয়ে যারা হোম স্টে তৈরি করছেন তাদের নির্দিষ্ট নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। নাহলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পর্যটন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় জানিয়েছেন। বিধানসভার পর্যটন দপ্তরের প্রশ্নত্তর পর্বে বিজেপির শঙ্কর ঘোষ প্রশ্ন তোলেন হোম স্টে-র অর্থ সেখানকার মানুষের সংস্কৃতি সঙ্গে পরিচিত হওয়া। কিন্তু ব্যাবসায়িক স্বার্থে বাইরে থেকে গিয়ে যেভাবে হোম স্টে করা হচ্ছে তাতে হোম স্টের সংজ্ঞা বদলে যাচ্ছে। সংকুচিত হচ্ছে স্থানীয়দের কর্মসংস্থান। উত্তরে পর্যটনমন্ত্রী বলেন রাজ্যে বর্তমানে ২,৯৪৭ টি হোম স্টে রয়েছে। সেখানে ১৭ হাজার ৯৭৬ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে, । যারা সরকারি সহায়তা নিয়ে হোম স্টে করছে তাঁদের একটা নিয়ম মানতে হবে। হোম স্টের বাইরে যথাযথ বোর্ড লাগাতে হবে। হোম স্টের নামে কোনো অনৈতিক বা বেআইনি কাজ হলে কড়া ব্যাবস্থা নেওয়া হবে। পর্যটন মন্ত্রী বাবুল জানান এইবিষয়ে পর্যটন দফতরের ওযের সাইটে বিস্তারিত নীতি নির্দেশিকা দেওয়া আছে। হোম স্টে মালিকদের সেগুলো মেনে চলতে হবে।

লরি ঠেলতে গিয়ে তড়িদাহত ১৫ জন শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৪ আগস্ট ঃ চলতে চলতেই হঠাৎ থেমে গিয়েছিল লরি। লরি ঠেলতে গিয়ে তড়িদাহত ১৫ জন শ্রমিক। হুগলির বৈদ্যবাটিতে ভয়ঙ্কর ঘটনা। বৃহস্পতিবার সকালে বৈদ্যবাটি সুপার মার্কেটের কাছে একটি সুতো কলের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল উত্তর প্রদেশের একটি লরি। লরির ইঞ্জিন হঠাৎই বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণ এরকম পরিস্থিতিতে চালক স্টিয়ারিংয়ে বসে থাকেন, আর পিছন থেকে কেউ ঠেলে দিলে, অনেকক্ষেত্রে ইঞ্জিন স্টার্ট নিয়ে যায়। এখানেই সেটাই হয়েছিল। চালক সুতো কলের শ্রমিকদের ডেকে লরি চালক ঠেলতে বলেন। কুড়ি জন শ্রমিক বড় লরিটিকে পিছন থেকে ঠেলা শুরু করেন। তখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থাকা একটি ট্রান্সফরমারে ধাক্কা মারে লরি। সঙ্গে সঙ্গে গোটা লরিটি বিদ্যুৎ সংযুক্ত হয়ে পড়ে। লরি ঠেলতে থাকা শ্রমিকরা তড়িদাহত হয়ে ছিটকে পড়েন রাস্তার ওপরে। তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে শ্রীরামপুর ওয়ালস্ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। সুতো কলের শ্রমিকরা বলেন, আমাদের সুতো কলে তখন গাড়ি আসবে বলে অপেক্ষা করছিল। ওই লরির চালক বলেছিলেন ইঞ্জিন স্টার্ট নিচ্ছে না, একটু ঠেলে দিতে। আমরা সবাই মিলে লরিটিকে ঠেলছিলাম। হঠাৎ গিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই লাগলাম ছিটকে পড়ি রাস্তার ওপরে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সিইএসসি কর্মীরা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করেন। চালক-সহ লরিটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। তড়িদাহত শ্রমিকদের চিকিৎসা চলছে।

রাস্তার ধারে থাকা স্কুল গুলির সামনে পুলিশের নজরদারি বাড়লে দুর্ঘটনা কমতে পারে বলে মত অভিভাবকদের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৪ আগস্ট ঃ নিমপীঠে স্কুল ছাত্রীদের পথ দুর্ঘটনার পরে যান নিয়ন্ত্রনে আরো কঠোর হলো পুলিশ। নিমপীঠে বকুলতলা থানার পুলিশ রীতিমতো হাত ধরে স্কুল শিশুদের রাস্তা পার করিয়ে দিচ্ছে। তবে বেহালার ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েই জেলার বিভিন্ন স্কুলের সামনে বেশ কিছু দিন ধরে পুলিশি পাহারা এবং যান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মোতায়েন করা হয়েছিল পুলিশ। কিন্তু বর্তমানে অনেক কমে গেছে পুলিশ পাহারা রাস্তার ধারে থাকা জেলার বেশ কিছু স্কুল গুলিতে। আর তা নিয়ে কিছুটা হলেও আতঙ্কিত অভিভাবকেরা। আর যেন দ্বিতীয় স্বপ্নদীপের মতন ঘটনা যেন না ঘটে। এমনটাই দাবি করছে অভিভাবকেরা। আগে জেলার বিভিন্ন মেইন রোডে থাকা স্কুলের সামনে সেভাবে ট্রাফিকের দেখা মিলতো না। গত মঙ্গলবার বকুলতলা থানার নিমপীঠ গার্লস স্কুলের সামনে নিমপীঠ আশ্রম মোড়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি মোটর ভ্যানের ধাক্কায় বেশ কয়েকজন শিশু ছাত্রী আহত হয় । বর্তমানে তাদের মধ্যে দুজন শিশু এখনো হাসপাতালে ভর্তি আছে। আর তার পরেই পুলিশ প্রশাসন নড়েচড়ে বসে ওই স্কুলের সামনে পুলিশি পাহারা বাড়িয়ে দেন তার পরের দিন থেকে। তবে জেলার রাস্তার ধারে থাকা অন্য স্কুল গুলোতে সেভাবে কিন্তু দেখা মিলছে না পুলিশের নজরদারির। বেহালার ঘটনার পর পুলিশ নড়েচড়ে বসার পরে ও কিছুটা হলে ও বর্তমানে নজরদারি কমে গেছে। আর তাতেই দূর্ঘটনা বাড়ছে বলে মনে করছেন অভিভাবকেরা। তবে এ প্রসঙ্গে এক অভিভাবক বলেন, আমরা চাই স্কুল শুরু এবং ছুটির সময় বেহালার ঘটনার পর যেভাবে মেইন রোডের পাশে স্কুল গুলিতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল সেভাবে আবারো পুলিশ তৎপর হয়ে স্কুলের সামনে যেন পুলিশ পাহারা আরো বাড়ায়। পুলিশের নজরদারি আরো বাড়ানো হোক এমনটাই দাবি তাদের। তাছাড়া পুলিশ পাহারার পাশাপাশি যদি স্কুলের দুই ধারে গার্ড রেলের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে কিন্তু গাড়ি গুলি অনেকটাই কন্ট্রোলের মধ্যেই যাতায়াত করবে বলে তাদের অভিমত। আর দুর্ঘটনার হার ও কম হবে।

বিএসএফ, বিবিজি-এর উদ্যোগে ঘরে ফিরে এলেন যুবতী

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৪ আগস্ট ঃ ফেসবুকেই প্রথম আলাপ। তার পর বন্ধুত্বের পর্যায় পেরিয়ে শুরু হয় প্রেম পর্ব। ভালোবাসার টানে একইসঙ্গে ঘর বাঁধার স্বপ্ন নিয়ে দেশ ছেড়েছিল প্রেমিক - প্রেমিকা। কিন্তু ঘর বাঁধার স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল। সেই যুবতী বিপদের হাত থেকে কোনওক্রমে বৃহস্পতিবার সকালে খুশিমনে ফিরে গেলেন নিজের ঘরে। তদন্তে জানা গিয়েছে, তথাকথিত প্রেমিক ফেসবুকে পরিচয় হওয়া তাঁর প্রেমিকাকে ভিনরাজ্যে বিক্রি করার ছক কষেছিল। ভারত ও বাংলাদেশের রক্ষী বাহিনীর সৌজন্যে তরুণীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। প্রেমিক সম্রাট গাজি পলাতক। স্থানীয় সূত্রের খবর, বাংলাদেশের চাঁদিপুরের ডুরুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা সম্রাট এবং ওই যুবতী। ফেসবুকে পরিচয়ের মাধ্যমে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গত ২৩ জুলাই ঘর বাঁধার স্বপ্ন নিয়ে দুজনেই দেশ ছাড়ে। সীমান্ত রক্ষীদের নজর এড়িয়ে এপার বাংলায় এসে নাম পরিচয় গোপন করে বিভিন্ন এলাকায় তারা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এর মধ্যেই ঘটে বিপত্তি। তরুণী জানতে পারেন, মোটা অর্থের বিনিময় প্রেমিক তাকে ভিনরাজ্যে বিক্রি করার ফন্দি এঁটেছে। এর পর বুধবার রাতে ওই যুবতী স্বরূপনগর থানার বিথারি হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছাকাছি হাকিমপুর চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশে ঢোকার চেষ্টা করেন। তখনই সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ১১২ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানদের হাতে আটক হন তিনি। তখন তাঁর বাড়ির ঠিকানা, কীভাবে এ দেশে ঢুকেছিল, কে এনেছিল, কোথায় কোথায় ছিল তারা, বিস্তারিত জানায় তরুণী। এরপরই বিএসএফ এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারা বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে কথা বলে। জানা যায়, ওই যুবতীর বাড়ি বাংলাদেশের চাঁদিপুর এলাকায়। তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। এরপরই দুই দেশের বাহিনীর মধ্যে প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা শুরু হয়। ১১২ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের কোম্পানি কমান্ডার মণীশ কারকি বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের (বিবিজি) আধিকারিকদের সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করেন। উপযুক্ত নথিপত্র আদান প্রদানের মাধ্যমে ওই যুবতীকে বিবিজির হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরিবার নিখোঁজ মেয়েকে পেয়ে খুশি। পরিবারের সদস্যরা ধন্যবাদ জানিয়েছেন দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের।

এজলাসেই তদন্তকারীকে আইনের পাঠ বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ এক ইউটিউব চ্যানেলের সঞ্চালকের বিরুদ্ধে ভুল ধারায় মামলা করায়, উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি থানার তদন্তকারী অফিসারকে এজলাসে দাঁড় করিয়ে জোরে-জোরে আইনের ধারা পড়ালেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। অভিযোগ, এক ইউটিউব চ্যানেলের সঞ্চালক তাঁর পরিবেশনায় উসকানিমূলক শব্দ ব্যবহার করেছেন। সঞ্চালনায় তিনি 'জহ্লাদ' শব্দ ব্যবহার করে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত এবং উসকানিমূলক মন্তব্য করেছেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে সন্দেশখালি থানায় এফআইআর দায়ের হয়। ওই ইউটিউবারের বিরুদ্ধে মানহানি বা সম্প্রীতি নষ্টের অভিযোগও আনা হয়। সেই এফআইআরকে চ্যালেঞ্জ করেই মামলা দায়ের হয় হাই কোর্টে। আইন অনুযায়ী 'জহ্লাদ' শব্দ প্রয়োগের জন্য কোনও সম্প্রীতি নষ্ট বা ধর্মীয় ক্ষেত্রে উসকানির মতো ঘটনায় কাউকে অভিযুক্ত করা যায় না বলে মনে করছে আদালত। আদালতে উপস্থিত তদন্তকারী অফিসারকে সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা জোরে-জোরে পড়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি। এদিন মামলাকারীর আইনজীবীকে ওই এফআইআরয়ের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ১৩ সেপ্টেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি। ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ওই সঞ্চালকের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না জানিয়েছে আদালত। আইনজগতের একাংশের মতে, এটি একটি নজিরবিহীন ঘটনা কলকাতা হাই কোর্টে।

সিসিটিভি নিয়ে স্বরূপনগরের কলেজে তাণ্ডব তৃণমূল পড়ুয়াদের

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৪ আগস্ট ঃ সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার ছাত্র আঃ দালনে উত্তাল হল স্বরূপনগরের শহিদ নুরুল ইসলাম কলেজ। এর জেরে অধ্যক্ষের ঘরে তাণ্ডব চলে। ভাঙচুর করা হয় আসবাব, সিসিটিভি। যাদবপুরকাণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল শাখা সিসিটিভি-র দাবিতে সরব হলেও উল্টো ছবি দেখা গেল স্বরূপনগরে। পড়ুয়াদের দাবি, 'অন্যায়ভাবে ছাত্রীদের কমন রুম, টিচার্সদের কমনরুমে সিসিটিভি লাগানো হয়েছে। অধ্যাপিকা ও ছাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হচ্ছে'। এদিকে, অধ্যক্ষের অভিযোগ, বহিরাগত ও পড়ুয়াদের একাংশ হামলা চালিয়েছে। পাল্টা পড়ুয়াদের সমর্থন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একাংশের। তারা দ্বারস্থ হয়েছেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের। পড়ুয়াদের সমর্থন কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা স্বরূপনগরের তৃণমূল বিধায়ক বীণা মণ্ডলের। পড়ুয়াদের একাংশের অভিযোগ, কলেজে আসার পর থেকে অধ্যক্ষ মহম্মদ আফসার আলি একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছেন। উনি ইচ্ছাকৃত এমন কাজ করছেন, যাতে সকলের সমস্যা তৈরি হয়। সিসিটিভি লাগানোর প্রসঙ্গে তাঁদের বক্তব্য, কলেজে সিসিটিভি লাগানোর বিরোধীতা করছি না আমরা। কিন্তু এমন সমস্ত জায়গায় সিসিটিভি লাগানো হয়েছে, যা যুক্তিযুক্ত নয়, তারই প্রতিবাদ করা হচ্ছে। কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বাথরুমের বাইরে, ছাত্রীদের কমনরুমে লাগানো হয়েছে সিসিটিভি, যেগুলো কী আদৌ প্রয়োজন। প্রশ্ন তুলেছেন পড়ুয়ারা। পাল্টা অধ্যক্ষ বলেছেন, কলেজের গভর্নিং বডির বৈঠক চলাকালীন ভেতরে ঢুকে এসে মূলত বহিরাগতরা তাণ্ডব চালিয়েছে। সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো ভেঙে দিয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের প্রথম সাইবার কিয়স্ক-র সূচনা হল বেলুড় থানায়

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২৪ আগস্ট ঃ ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের প্রথম সাইবার কিয়স্ক-র সূচনা হল বেলুড় থানায়। হাওড়া সিটি পুলিশ সূত্রে

জানা গেছে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতির মতো অপরাধ যখন ডিজিটাল দুনিয়ায় সাইবার অপরাধীদের দ্বারা হয়, তখন প্রয়োজন হয় সাইবার পুলিসিংয়ের। সাইবার দুনিয়ায় অপরাধীরা নিজেদেরকে অনেকটাই নিরাপদ দূরত্বে রেখে সাধারণ মানুষকে সর্বশান্ত করতে সক্ষম হয়। তাই আজকের দিনে দরকার সাইবার সচেতনতা ও পুলিশ বিভাগে দরকার সাইবার অপরাধীদের ধরে শাস্তির ব্যবস্থা করা। সাইবার অপরাধীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের লক্ষ্যে হাওড়ার বেলুড় থানায় বুধবার সাইবার কিয়স্ক - র শুভ সূচনা হয়। এই কিয়স্কের প্রধান উদ্দেশ্য ব্যাঙ্ক জালিয়াতি ও নানারকম সাইবার অপরাধের সম্মুখীন হওয়া অভিযোগকারীকে দ্রুততার সঙ্গে সাহায্য করা। এর সাথে এই কিয়স্কে রয়েছে ই-ভিজিটার্স বুক যার মাধ্যমে থানায় আসা সাধারণ মানুষ পুলিশি পরিষেবা যেমন দ্রুত অভিযোগের প্রতিকার পাওয়া, থানার প্রবেশযোগ্যতা ও পুলিশের দায়িত্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি থানার অফিসারদের আচরণ ও কর্মদক্ষতা নিয়ে মতামত ব্যাক্ত করতে পারা ভবিষ্যতে পরিষেবার মান উন্নয়নের জন্যে। এদিন কিয়স্কের শুভ সূচনা করেন নগরপাল প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠি। উপস্থিত ছিলেন এসিপি নর্থ -২ জর্জ অ্যালেন জন, বেলুড় থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অংশুমান চক্রবর্তী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যাক্তিরা। এছাড়াও এদিন সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য ওয়াটার কুলার এর উদ্বোধন হয়। এছাড়াও জুনিয়র ফুটবলারদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয় এদিন। যারা ১২ বছরের নিচে, ১৪ বছরের নিচে এবং ১৭ বছরের নিচে আইএফএ লিগ খেলছে এবং বেলুড় থানা এলাকায় ফ্রি ফুটবল কোচিং ক্যাম্পে অনুশীলন করেছে তাদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এছাড়াও নিজ নিজ মালিকদের কাছে ৩০ টি উদ্ধার হওয়া হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন বিতরণ করা হয় এদিন।

চুঁচুড়ায় হোটেল ব্যবসায়ীর কাছে তোলা না পেয়ে তাঁকে মারধরের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৪ আগস্ট ঃ হোটেল ব্যবসায়ীর কাছে তোলা না পেয়ে তাঁকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামীর বিরুদ্ধে। প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা তোলা চেয়ে না পাওয়ায় ব্যবসায়ীকে কলার ধরে মারধরের অভিযোগ। যদিও, ঘটনার দায় অস্বীকার তৃণমূল নেতার। হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর রীতা দত্তর স্বামী স্বপন দত্ত। অভিযোগ, বুধবার সন্ধেয় চুঁচুড়া চকবাজারে জগন্নাথ খাঁড়ার হোটেলে চড়াও হন স্বপন। পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে বলেন। ব্যবসায়ী টাকা দিতে অস্বীকার করায় তাঁকে কলার ধরে মারধোর করার অভিযোগ ওঠে। হোটেল বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া বলেও অভিযোগ। হোটেলের সিসি ক্যামেরায় সেই ছবি ধরা পড়েছে। এ দিকে, কাউন্সিলরের স্বামীর দাবি হোটেলের সামনে উনুনের জন্য ড্রেন পরিষ্কারে অসুবিধা হয়। সেই কারণে পুরসভা থেকে উনুন সরিয়ে ফেলতে বলা হয় কিছু দিন আগে। সেই উনুন না সরানোয় কাউন্সিলরের স্বামী চাপ সৃষ্টি করেন বলে অভিযোগ। হোটেল ব্যবসায়ী জগন্নাথ খাঁড়া বলেন, ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের স্বামী আমার কাছে আসেন। বলে নির্দেশ আছে হোটেল ভেঙে সরিয়ে দেওয়ার। আমি বলি আমার কাছে কোনও নির্দেশ আসেনি। পুরসভায় খোঁজ নিয়ে জানতে পারি এমন কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এরপরই সন্ধ্যেবেলায় স্বপন দত্ত এসে আমার হোটেলে চড়াও হন। পঞ্চাশ হাজার টাকা চায়। আমি দিতে অস্বীকার করি। আমাকে মারধর করে হোটেল বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয়। আমি গোটা বিষয়টা ব্যবসায়ী সমিতিকে জানিয়েছি। অভিযুক্ত স্বপন দত্ত বলেন, মহকুমা শাসকের নির্দেশ আছে জবর দখল ভেঙে সরিয়ে দেওয়ার। সেটাই ওকে বলতে গিয়েছিলাম। আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা চেয়েছি এ মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। রাস্তার পাশে ড্রেন দখল করে রেখেছে। পুরসভা রাস্তার উপরে দোকানের ছাউনি বেরিয়ে আছে। মহকুমা শাসকের নির্দেশ আছে জবর দখল সরিয়ে দেওয়ার। সেটাই বলতে গিয়েছিলাম। হোটেল ব্যবসায়ীর এই বেআইনি জবর দখলে আমার দলেরই লোক ওকে সাহায্য করছে। তৃণমূল কাউন্সিলর রিতা দত্ত বলেন, চকবাজার এলাকায় কিছু দোকানের সামনে জবর দখল হয়ে থাকায় নিকাশি সমস্যা হচ্ছিল। একটু বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে যাচ্ছিল রাস্তা। তাই ছড়িয়ে দেওয়া হয়। হোটেল ব্যবসায়ীকে বলা হল তিনি শোনেননি। উল্টে আমার স্বামীর বিরুদ্ধে টাকা চাওয়ার অভিযোগ করছে। চকবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মদনমোহন পাল বলেন, চকবাজারে ব্যবসা করে কত টাকা আয় হয় যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হবে। ৫০-১০০ হলে ঠিক আছে। আর জন প্রতিনিধি হয়েছে বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে নাকি? বলছে হোটেল বন্ধ করে দেবে। ৭০ বছরের ব্যবসা কি করে বন্ধ করবে?

ছাত্রমৃত্যুর প্রতিবাদে উলুবেড়িয়া কলেজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ২৪ আগস্ট ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমৃত্যুর প্রতিবাদে উলুবেড়িয়া কলেজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার দুপুর ২টার পর উলুবেড়িয়া কলেজের সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়ে উলুবেড়িয়া থানার কাছে গিয়ে বক্তব্যের মাধ্যমে শেষ হয়। মিছিলে র‍্যাগিং-এর শিকারে রহস্যজনক ছাত্রমৃত্যু ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা ও প্রমাণ লোপাটের চেষ্টার প্রতিবাদে এবং দোষীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবি করা হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা গ্রামীন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি হাসিবুর রহমান, যুব নেতা সেখ আকবর হোসেন, ছাত্রর পরিষদ নেতা অনুপম হালদার সহ আরো অন্যান্য।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৬৫ সংখ্যা, শুক্রবার, ৭ ভাদ্র ১৪৩০

আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণাগার

সম্পাদকীয় ১

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদি ব্রিকস সম্মেলনে উপস্থিত। সেখান থেকেই তিনি ভারতের চন্দ্রভিযান-৩ এর সাফল্য সরাসরি দেখতে পেয়েছেন এবং ইসরো আর দেশবাসীকে অভিনন্দন জানান। তিনি ব্রিকসের উপস্থিত প্রতিনিধিদের কাছে ভারতের চন্দ্রাভিযান সফলের বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে বলেছেন যে ভারতের বিজ্ঞান ক্রমশ সমানের দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। বিজ্ঞান চর্চা কোনও সময়ে থেমে থাকেনি। প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চা ছিল। আজকেও ভারত বিজ্ঞান চর্চায় এগিয়ে চলতে শুরু করেছে। মহাকাশ গবেষণা চর্চাকে আরও শক্তিশালী করতে বিশ্বের সব রাষ্ট্রকে মিলিত হয়ে মহাকাশ যান তৈরি করা উচিত। সব দেশ যাতে মহাকাশ চর্চা করার সুযোগ পায় তার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রথম দেশ হিসাবে ভারত চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পা রাখলো যা অন্যানা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে উৎসাহিত করবে। অন্য দুই উন্নত দেশ চিন রাশিয়া যা করতে পারেনি তা ভারত করে দেখিয়ে দিল। ব্রিকস সদস্যরা যাতে একটি মহাকাশ চর্চা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে এবং মহাকাশ যান তৈরি করে মহাকাশ চর্চা করতে শুরু করে তাহলে ভবিষ্যতে আরও বেশি করে মহাকাশ চর্চা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। নাসার প্রশাসক বিল নেলসন বলেছেন যে চাঁদে মহাকাশযান সফট ল্যাণ্ডিং করিয়ে ভারত চতুর্থ দেশ হিসাবে চন্দ্রাভিযানে নিজেকে পরিচিত করলো। এর ফলে আগামি দিনে ভারতের ইসরো এবং নাসা এক সঙ্গে মহাকাশ চর্চা করার সুযোগ এসে গেল। এদিকে ব্রিকস সম্মেলনের আয়োজক রাষ্ট্র দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা বলেন, আমি ভারতকে অভিনন্দন জানাই। ব্রিকস পরিবারের কাছে এটা আসামান্য মুহূর্ত। এদিকে মণিপুরের বহু বাসিন্দারা বন্দুক ভুলে গিয়ে ভারতের পতাকা নিয়ে মেতে উঠেছিল। সেখানকার পরিবেশ শান্ত হয়ে গিয়েছে। মণিপুরের বাসিন্দারা জাতীয় পতাতা নিয়ে রাস্তায় ছোটাছুটি করতে শুরু করেছিল। বহু বাড়িতে জাতীয় পতাকা উড়তে দেখা যায়। বিদেশ থেকে ফিরে এসেই প্রধানমন্ত্রী ইসরো বিজ্ঞানীদের সঙ্গে দেখা করবেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের মধ্যে বলেছেন আগামি দিনে ভারত বহু মহাকাশ অভিযানে অংশ গ্রহণ করবে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি সুনক ভারতকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি ব্রিকস সম্মেলনে উপস্থিত রয়েছেন। এদিকে ভারতের আমেরিকার রাষ্ট্রদূত এরিগ গারসেটি বলেছেন, মহাকাশ গবেষণায় ভারত আমেরিকার যোগসূত্র তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত বলেছেন, 'বাধাই হো ভারত'। ভারতের চন্দ্রাভিযান যেসব বাঙালিরা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে হলেন বিজয় দাই, সৌম্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়, কৃশানু নন্দী, তুষারকান্তি দাস, অনুজ নন্দী, পীযুষকান্তি পট্টনায়েক এবং কৌশিক নাগ। বিজ্ঞানাদের ধারনা যে চাঁদের এই দক্ষিণ প্রান্তে বরফ থাকতে পারে। এখানকার তাপমাত্রা খুবই কম। পাঁচ হাজার কোটি বছর আগে চাঁদে আগ্নেয়গিরি সক্রিয় ছিল। আসলে চাঁদে মানুষ বসবাস করার উপযোগী কিনা তা পরীক্ষা করতে চন্দ্রাভিযান শুরু করা হয়েছে। আমেরিকা প্রথম চাঁদে মানুষ পাঠিয়েছিল। তারপরে আমেরিকা আর বেশি চন্দ্রাভিযান করতে আগ্রহ দেখায় নি। কিন্তু এখন আবার নতুন করে চন্দ্রাভিযান করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে নাসা।

বাংলার শিক্ষা সংস্কার

সম্পাদকীয় ২

বেথুন সাহেবের পুরো নাম ছিল ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। উনিশ বছরের তরুণ। স্কটল্যাণ্ডের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। বাবা ছিলেন কবি। মা এলিনর শিক্ষিত উদারমনা মহিলা। সাহিত্য এবং বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহ ছিল বেথুনের। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিটি কলেজ থেকে আইন পাশ করেন। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করেছিলেন লর্ড বেন্টিঙ্ক। রক্ষণশীল হিন্দুরা ক্ষেপে গিয়ে লণ্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করেছিল সতীদাহ প্রথা বন্ধের বিরুদ্ধে। বেথুন প্রিভি কাউন্সিলে রক্ষণশীল হিন্দুদের পক্ষ নিয়ে সতীদাহ প্রথা রোধ করার বিরুদ্ধে আইনী মতামত প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তারপরে তাঁর মা ছেলের এই আচরণে অসন্তুষ্ট হওয়াতে বেথুন এই পথ পরিত্যাগ করলেন এবং তার প্রায়শ্চিত্ত করতে তিনি ভারতে এসে মহিলাদের জন্য স্কুল খুললেন। বাংলার মহিলাদের শিক্ষিত করার দিকে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার সেই সময়ে বেথুন স্কুলের মেয়েদের জন্য পাঠ্য পুস্তক রচনা করেছিলেন। 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল। কাননে কুসুম কলি সকলই ফুটিল।' মহিলাদের জন্য স্কুল খুলতে চলবে না। তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তাদের দুঃখের কথা সবাইকে বলতে হবে। জানাতে হবে। তার জন্য দ্বারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন। নাম দিলেন 'অবলাবান্ধব'। ১৮৬৯ সালে এটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় হিসাবে প্রকাশ লাভ করে। এর সম্পাদক ছিলেন তিনি স্বয়ং। মেয়েদের দুঃকে দূর করতে তিনি এই পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে মহিলাদের নানাবিধ সামাজিক অসুবিধার কথা লেখা হতো। মহিলাদের শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার বলে তিনি দাবি করতেন। ১৮৭০ সালে কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই সময়ে তাঁর 'অবলাবান্ধব' পত্রিকা খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। কেউই আর্থিক সাহায্য করছিল না। সেই সময়ে ব্রাহ্ম ধর্ম এর জোয়ার এলো। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন। তখনকার ব্রাহ্মধর্ম দীক্ষিত সুশিক্ষিত সমাজ 'অবলাবন্ধব' পত্রিকা যাতে প্রকাশিত হতে পারে তার জন্য অর্থ সাহায্য করতে থাকলো।

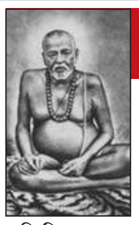

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, সবাই এর সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করা উচিত। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলেছি বললেন তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা। সেই কারণে বেলুড় মঠের প্রতিটি সন্তানেরা সেবার কাজে লিপ্ত থাকে। তাদের কাজই হচ্ছে জীব সেবা করা। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা সবাইকে জীব সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলেছেন, মানব সেবায় ব্রতী হতে হবে। সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা তথা জীব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত জীব সেবা কোনও সময়ে বদনাম করে না। জীব সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ। যিনি জীব সেবা করতে পারেন তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। জীব সেবাই হচ্ছে ভগবান সাধনার একটি অন্যতম পথ।

র‍্যাগিং রোধে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রদেরই এগিয়ে আসতে হবে

বিশেষ প্রতিনিধি

আমরা খুব সহজেই পুরনো কথা ভুলে যাই। কোনও নৃশংস ঘটনার কথা যখন প্রকাশ্যে আসে, তখন চারদিকে হইচই হয়। দোষীকে খুঁজে বার করার চেষ্টা চলে। দোষারোপ, পালটা দোষারোপের পালা চলতে থাকে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সব থিতিয়ে যায়। অপরাধীরা শাস্তি পেল কিনা, ভবিষ্যতে অপরাধ আটকানোর যথাযথ ব্যবস্থা হয়েছে কিনা, সেই প্রশ্ন কেউ তোলে না। বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমৃত্যু নিয়ে খুব হইচই হচ্ছে। যতদূর জানা যাচ্ছে, নদিয়ার বগুলা থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছিল এক ছাত্র। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান নিয়ে পড়লেও তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল সাহিত্য। তাই সে বাংলা বিভাগে ভর্তি হয়েছিল। গত সপ্তাহের বুধবার গভীর রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের নীচে তাঁকে নগ্ন ও অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। বৃহস্পতিবার ভোরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। ছাত্রটি সেদিনই সন্ধ্যায় মাকে ফোন করে বলেছিল, তাঁর ভীষণ ভয় করছে। মা যেন এসে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যান। পরদিনই তাঁর মায়ের আসার কথা ছিল। মৃতের মামা অভিযোগ করেন, র‍্যাগিং-এর জন্যই ছেলেটির মৃত্যু হয়েছে। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, অভিযোগ সত্য। প্রথম দিন থেকেই সে র‍্যাগিং-এর শিকার হয়েছিল। ঘটনার দিন কলেজের সিনিয়ররা তাকে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করে। হস্টেলের বারান্দায় সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। কয়েকজন ছাত্র চোখেমুখে জল দিয়ে তাঁর জ্ঞান ফেরায়। তখন সে দৌড়ে একটি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু অপর এক ছাত্র ঘরে ঢুকে তাঁকে দরজা বন্ধ করতে বাধা দেয়। তখন নিগৃহীত ছাত্রটি পালাতে গিয়ে তিনতলার বারান্দা থেকে পড়ে যায়।ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আরও হয়তো গ্রেফতার হবে। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে, যাদবপুর থানার সামনে বহুবার বিক্ষোভ হয়েছে। মাঝে মাঝে দু'দল বিক্ষোভকারীর হাতাহাতি পর্যন্ত হয়েছে। ছাত্রমৃত্যু নিয়ে বিধানসভায় সরব হয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়েও একদফা বিতর্ক হয়ে গিয়েছে। নানা মহল থেকে দাবি উঠেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিলম্বে সিসিটিভি ক্যামেরা বসাতে হবে। ছাত্রদের একাংশ আবার এই 'নজরদার'-এর ঘোর বিরোধী। একটা কথা মনে রাখতে হবে, র‍্যাগিং প্রধানত সামাজিক অপরাধ। সিসিটিভি বসিয়ে হয়তো সাময়িকভাবে সেই প্রবণতা কমানো যেতে পারে। কিন্তু শুধু প্রযুক্তি দিয়ে অপরাধ নির্মূল করা যায় না। আমাদের সমাজে অনেকেই ভাবে, ক্ষমতা থাকলে যা খুশি করা যায়। দুর্বলের ওপরে ইচ্ছামতো অত্যাচার করা চলে। মূলত এই মানসিকতা থেকেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়ররা র‍্যাগিং করে। তারা ভাবে, যেহেতু আমরা বড় 'দাদা', তাই আমাদের কথা ফ্রেশারদের শুনতে হবে। আমাদের কটুকাটব্য, অদ্ভূত খেয়াল, সবকিছু নতুনদের মুখ বুজে সইতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, যারা নিজেরা অতীতে র‍্যাগিং-এর শিকার হয়েছিল, তারা খুব উৎসাহের সঙ্গে নতুনদের ওপরে অত্যাচার করে। তাদের ভাবখানা এমন, একসময় আমাদের র‍্যাগিং করেছে, আমরাই বা জুনিয়রদের ওপরে করব না কেন? ছাত্রমৃত্যুর পর থেকে যাদবপুরকে কাঠগড়ায় তুলেছে নানা মহল। যেন র‍্যাগিং শুধু যাদবপুরেই হয়। বাস্তবে, রাজ্যের বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই র‍্যাগিং নামক ব্যাধির শিকার। সুতরাং শুধু যাদবপুরেই র‍্যাগিং বন্ধের ব্যবস্থা করলে চলবে না। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই নজর রাখতে হবে। তার চেয়েও বড় কথা, ছাত্রছাত্রীদের ছোট থেকে সুশিক্ষা দিতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে, দুর্বলের ওপরে অত্যাচার করা সভ্যজগতের নিয়ম নয়। র‍্যাগিং নিয়ে হইচই আগেও হয়েছে। নবাগতদের ওপরে অত্যাচার ঠেকানোর জন্য কিছু ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন বাদে র‍্যাগিং-এর ইস্যু ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে। র‍্যাগিং আগের মতোই চলেছে পুরোদমে। আমাদের এত সহজে সবকিছু ভুলে গেলে চলবে না। কলেজ হস্টেলে নবাগতদের ওপরে অত্যাচার করার প্রথা বহুদিন ধরে চলছে। কিন্তু আর চলতে দেওয়া যায় না। সুতরাং ছাত্রাবাসগুলিতে স্থায়ীভাবে র‍্যাগিং বন্ধের ব্যবস্থা করতে হবে। সেই কাজে শামিল করতে হবে ছাত্রছাত্রীদেরও। কারণ তাদের মধ্যেও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন অনেকে আছে, যারা র‍্যাগিং-এর বিরোধী।

নির্বাচনের হাতিয়ার যখন দাঙ্গা!

বিশেষ প্রতিনিধি

বিজেপি শাসিত রাজ্যে দাঙ্গা হয় না, এমনটা শুধু পদ্ম শিবিরের মানুষজনই নন, হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির বৃত্তের বাইরে থাকা অনেকেই একটা সময় বিশ্বাস করতেন। দু-দশক আগে গুজরাতের ভয়াবহ দাঙ্গার পরও বিজেপি এই দাবি থেকে সরেনি। ফলে মণিপুর এবং হরিয়ানায় তাদের ডবল ইঞ্জিন সরকারের সময়ে ঘটে যাওয়া মেইতেই কুকির জাতিগত সংঘাত এবং হরিয়ানার হিন্দু মুসলিম দাঙ্গাকে লঘু করে দেখার চেষ্টা হবে, এ আর বিচিত্র কী। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ মাস কয়েক আগেও দাবি করেছেন, ২০১৭-তে তিনি লখনউয়ের কুর্সিতে বসার পর রাজ্য দাঙ্গা মুক্ত হয়েছে। ন্যাশলাম ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর পরিসংখ্যান বলছে, শুধু ২০২১-এ ৫৩০২টি দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে। এরমধ্যে সাম্প্রদায়িক হিংসাও আছে। পরের বছর ছিল দেশের বৃহত্তম রাজ্যটিতে বিধানসভা নির্বাচন। মহারাষ্ট্রে বর্তমান বিজেপি জোট সরকারের সময়ে যেন দাঙ্গার উৎসব শুরু হয়েছে। অল্পদিনের ব্যবধানে কোলহাপুর, সাম্ভাজিনগর, জলগাঁও, আকোলা, আহমেদনগরে দাঙ্গা হয়েছে। আর মণিপুর এবং হরিয়ানার নুহ'র ঘটনা দেখিয়ে দিল বিজেপি শাসিত রাজ্যে দাঙ্গা হয় তাই-ই শুধু নয়, খোদ প্রশাসন অশান্তির চিত্রনাট্য তৈরি করে। দাঙ্গা বাঁধানো নেতাদের বিজেপি কী সম্মানের চোখে দেখে তার দৃষ্টান্ত উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত কল্যাণ সিং। বিরোধীদের চোখে দাঙ্গার চিত্রনাট্য নির্মাতা তথা বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রধান কারিগর কল্যাণ সিংহের আগামী সোমবার দ্বিতীয় মৃত্যু বার্ষিকী বিশেষ মর্যাদা সহকারে পালন করতে চলেছে বিজেপি। কল্যাণের জন্মভূমি এটায় হাজির হবেন অমিত শাহ, পীযূস গোয়েল, স্মৃতি ইরানি, যোগী আদিত্যনাথেরা। মোদী সরকার গত বছর মরণোত্তর 'পদ্মবিভূষণ' ঘোষণা করেছে বাবরি ধ্বংসের এই নায়ককে। যোগী সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্কুলে পড়ানো হবে কল্যাণের জীবনী। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বরের কাহিনি আমরা জানি। মসজিদ চত্বর ঘেরা ছিল কাঁটাতারের বেড়ায়। দেওয়ালে, পোস্টারে লেখা হচ্ছিল, মিছিলে আওয়াজ উঠেছিল, 'এক ধাক্কা ঔর দো, বাবরি মসজিদ তোড় দো।' ভারতে কী ধর্মীয়, কী রাজনৈতিক, কোনও স্লোগানই 'এক ধাক্কা ঔর দো'-র মতো চোখের সামনে বাস্তবায়িত হতে দেখা যায়নি যা '৯২-এর ৬ ডিসেম্বর দেশ প্রত্যক্ষ করেছে। কয়েক হাজার করসেবকের ধাক্কাধাক্কি, কোদার, শাবলের খোঁড়াখুঁড়িতে হুরমুড় করে ভেঙে পড়েছিল সাড়ে পাঁচশো বছরের পুরনো একটি নির্মাণ, ইতিহাসের একটি স্মারক। লখনউয়ের কুর্সিতে সেদিন বিজেপির হিন্দুত্বের পোস্টারবয় কল্যাণ সিং। বাবরি ধ্বংসকে কেন্দ্র করে দেশের নানা প্রান্ত দাঙ্গায় জর্জরিত, কল্যাণ তখন দেশব্যাপী গর্বযাত্রায় বেরিয়ে কলকাতার এসে বলেছিলেন, 'আগা কন্ট্রাকটর কো দিয়া যাতা কো ছহ মাহিনা লাগ যাতা থা। হামারা করসেবেকো নে ছহ ঘণ্টা মে ধাঁচা তোড় দিয়া।' ধাঁচা মানে বাবরি মসজিদ। বিজেপি-সহ হিন্দুত্ববাদীদের অভিধানে কোনও দিনই বাবরি-কে মসজিদ বলে স্বীকার করা হয়নি। তারপর ভারতের রাজনীতির গঙ্গা-যমুনা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। এ দেশের রাজনীতি ও সমাজজীবনের ডিএনএ-তে পাকাপাকিভাবে স্থান করে নিয়েছে মন্দির-মসজিদ রাজনীতি। সেই ধ্বংসলীলায় আসলে জোর ধাক্কা খেয়েছে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার স্তম্ভটিই। বাবরি ধ্বংসের পর চালু হয় নতুন স্লোগান-'এ তো সিরফ ঝাঁকি হ্যায়, কাশী, মথুরা বাকি হ্যায়।' ২০১৯-এর ৯ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনে অবশ্য মনে হয়েছিল, এই স্লোগান আর শুনতে হবে না। সেদিন অযোধ্যার মন্দির-মসজিদ বিবাদের মীমাংসা করে দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বিতর্কিত জমি রামচন্দ্রের জন্মস্থান

বলে মেনে নিয়ে হিন্দুপক্ষের হাতে তুলে দেয়। প্রধানমন্ত্রী মোদি দেশবাসীর উদ্দেশে বলেছিলেন, 'আর বিবাদ নয়, রায় মেনে নিয়ে এবার শান্তিতে বাস করুন।' রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের প্রধান মোহন ভাগবত বলেছিলেন, 'আরএসএস আর কোনও মন্দির-মসজিদ বিবাদে থাকবে না। বিশেষ পরিস্থিতিতে আমরা রামমন্দির আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম, আমাদের কাজ শেষ।' কিন্তু বিগত দেড় দু'বছর যাব বারাণসীতে উত্তর বাহিনী গঙ্গার মতোই ধর্মনগরীর পরিবেশ উল্টো খাতে বইছে। গত দিন কুড়ি যাব তা নয়া মাত্রা পেয়েছে আদালতের রায়ে। কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ও জ্ঞানবাপী মসজিদ নিয়ে বিবাদ নতুন নয়। জ্ঞানবাপীর একদিকের দেওয়ালে হিন্দু দেবদেবীর খোদাই করা মূর্তি লুকনোর বস্তু নয়। চারশো বছর ধরেই মানুষ তা প্রত্যক্ষ করে আসছে। এত বছর পর তা নিয়ে খুঁচিয়ে তোলা হচ্ছে বিতর্ক, বিবাদ। বছর দুই আগে পাঁচ মহিলার তরফে বারাণসীর আদালতে দাবি করা হয় মসজিদের প্রাচীরে খোদাই করা শৃঙ্গার গৌরীর মূর্তিতে সারা বছর পূজাপাঠের অনুমতি দিতে হবে। নিম্ন আদালত সেই অনুমতি মঞ্জুর করতেই পেশ হয় মসজিদ জরিপের মামলা। খোদ সুপ্রিম কোর্ট সেই আর্জি মঞ্জুর করেছে। হিন্দুত্ববাদীরা মথুরার শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান মন্দিরের পাশে অবস্থিত শাহী ইদগা মজজিদ নিয়েও ঝাঁকাঝাঁকি শুরু করেছে। মথুরায় আদালতে দাবি করা হয়েছে, শাহী ইদগা মসজিদ সরিয়ে নিতে হবে, কারণ ঔরঙ্গজেব কৃষ্ণের জন্মস্থান বা গর্ভগৃহের উপর সেটি তৈরি করেন। জ্ঞানবাপীর মতো শাহী ইদগা মজজিদ নিয়েও জরিপের দাবি পেশ করা হয় সুপ্রিম কোর্টে। এই মসজিদগুলি নিয়ে ইতিহাসের অন্ধকার অধ্যায়, ঘাত-প্রতিঘাত আমাদের অজানা নয়। কিন্তু যে নরেন্দ্র মোদি অযোধ্যা রায়ের পর সব পক্ষকে সহাবস্থানের আর্জি জানিয়েছিলেন, আজ তাঁরই সংসদীয় কেন্দ্র বারাণসীকে দ্বিতীয় অযোধ্যা করে তোলার চেষ্টা দেখেও তিনি মুখে কুলুপ এঁটেছেন। অথচ এমন বিবাদের পরিণতি কে না অনুধাবন করতে পারছে। জ্ঞানবাপী, শাহী ইদগা মসজিদ বিবাদকে হাতিয়ার করে আর এক কল্যাণ সিং হয়ে উঠতে চাইছেন আজকের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। লক্ষণীয়, অযোধ্যা রায় হিন্দুত্ববাদী শিবিরের আইন-আদালতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। মন্দির-মসজিদ বিবাদ মীমাংসায় তাদের এখন কোর্টের উপরই অগাধ আস্থা, ভরসা। জ্ঞানবাপী ও শাহী ইদগা মসজিদ মামলায় আদালত হিন্দুপক্ষের দাবিকে মান্যতা দেওয়ায় ভরসা আরও বেড়ে গিয়েছে। অযোধ্যা, বারাণসী, মথুরার মতো বিবাদ এ দেশে অসংখ্য। বাবরি নিয়ে বিবাদ তুঙ্গে উঠলে বিতর্কিত নির্মাণগুলি সুরক্ষিত রাখতে ১৯৯১ সালে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার প্লেসেস অফ ওরশিপ অ্যাক্ট চালু করে। সেই আইনে বলা আছে, কোনও অবস্থাতেই উপাসনাস্থলগুলির আকার-আয়তন-মালিকানা বদল করা যাবে না। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট সেগুলি যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই রাখতে হবে। জ্ঞানবাপীর মামলায় মুসলিমপক্ষ এই আইন হাতিয়ার করলে আদালতই পাল্টা যুক্তি হাজির করে বলেছে, আইনে আকার-আয়তন বদল করা যাবে না বলা আছে, সেগুলির ইতিহাস জানার চেষ্টা নিষিদ্ধ নয়। মন্দির-মসজিদ বিবাদে রক্ষাকবচ হিসাবে থাকা ওই আইনটিকেও তিন দশকের মাথায় অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে হিন্দুত্ববাদীরা। এই আইন বাতিলের দাবিতে অসংখ্য মামলা সুপ্রিম কোর্টের বিবেচনাধীন। সেখানে ভারত সরকার নীরব। মোদি সরকার বারে বারে সময় চেয়ে নিয়ে মামলা দীর্ঘায়িত করে চলেছে। অনেকেরই আশঙ্কা, তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফিরতে পারলে নরেন্দ্র মোদি সংসদে বিল এনে আইনটি বাতিল করে দেবে। আপাতত সরকার এবং হিন্দুত্ববাদীরা আশা করছে শীর্ষ আদালতই আইনটি অসাংবিধানিক বলে বাতিল করে দেবে। কিন্তু সব আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণ করে আইনটি যদি বহাল থাকে তারপরও কি জ্ঞানবাপী, শাহী ইদগা মসজিদের মতো বিতর্কিত নির্মাণগুলির ভবিষ্য সুরক্ষিত? সংশয়ের কারণ বাবরির পরিণতি। উত্তর প্রদেশের কল্যাণ সিংহের সরকার সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছিল, অযোধ্যায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের করসেবায় অনুমতি দেওয়া হলেও মসজিদের ত্রিসীমানায় কেউ ঘেঁষতে পারবে না। কিন্তু গোটা দেশ দেখেছিল কয়েক হাজার পুলিশ-আধা সেনার জওয়ানের সামনে ধুলিসাৎ করা হয়েছিল বাবরি মসজিদ। সেই বিভাজন রাজনীতির পথে সফল হিন্দুত্ববাদী শিবির ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার লক্ষ্যে একদিকে, বারাণসী ও মথুরায় অযোধ্যার দ্বিতীয় পর্ব সংঘঠিত করতে ব্যস্ত, আর এক দিকে, খোলাখুলি দাঙ্গা বাঁধাতে নেমে পড়েছে। হরিয়ানায় বিজেপি-জেজেপি জোট সরকার স্বস্তিতে নেই। রাজ্যের ১০টি লোকসভা আসনের সব ক'টি ২০১৯-এর মতো ২৪-এও ঝুলিতে আসা নিয়ে পদ্ম শিবিরকে চিন্তায় রেখেছে মোদি সরকারের তিন কৃষি আইনের বিরুদ্ধে হরিয়ানার কৃষকদের বিদ্রোহ। হরিয়ানার নুহ'র লাগোয়া রাজস্থানে বিরোধী দল বিজেপি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে এতটাই বিভাজিত যে গতবার ২৫টি লোকসভা আসনের ২৪টি পুনর্দখল নিয়ে পদ্ম শিবির ঘোর চিন্তায়। নুহ'র দাঙ্গার সূত্রে গুরুগ্রামে মসজিদে হামলা, অশান্তির পিছনে আছে রাজধানী দিল্লির ভোটের অঙ্ক।

মন্দারমণিতে পুলিশের উচ্ছেদ ঘিরে ধুন্ধুমার

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ২৪ আগস্ট ঃ বৃহস্পতিবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মন্দারমণিতে পুলিশের উচ্ছেদ অভিযানকে ঘিরে ঘটলো ধুন্ধুমারকাণ্ড। এদিন সকালে পুলিশ উচ্ছেদ অভিযান শুরু করতে গেলে রাস্তায় গুঁড়ি ফেলে অবরোধ শুরু করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায় গ্রামবাসীদের। স্থানীয়দের সরাতে লাঠিচার্জও শুরু করে পুলিশ। কাঁথি থেকে থেকে মন্দারমণি যাওয়ার রাস্তায় শৌলার কাছে মুকুন্দপুর গ্রামে অবৈধ হোটেল ভাঙার কাজ শুরু করতে যায় পুলিশের বিশাল একটি দল। জায়গাটি দিঘা থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে, সমুদ্র সৈকত থেকে বেশ খানিকটা দূরে অবস্থিত। অবৈধ নির্মাণের অভিযোগে কিছু দিন আগে মেরিন ড্রাইভ এলাকায় নির্মিত চারটি হোটেল ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নির্দেশ মোতাবেক বৃহস্পতিবার হোটেল ভাঙার কাজ শুরু করতে যায় পুলিশ এবং দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের আধিকারিকেরা। কিন্তু পুলিশ আসার আগেই রাস্তায় শুয়ে পড়ে, গাছের গুঁড়ি ফেলে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় মহিলারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই চারটি হোটেলের মধ্যে একটি হোটেল স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা চালান। বৃহস্পতিবার ওই গোষ্ঠীর মহিলারাই অবরোধ করেন। দুপুরের দিকে অবশ্য বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আদালতের নির্দেশ মতো বুলডোজার নিয়ে এসে হোটেল ভাঙার কাজও শুরু হয়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ওই এলাকায় অনেক অবৈধ হোটেল কিংবা রিসর্ট আছে। প্রশাসনের নাকের ডগায় সেগুলি রমরম করে চললেও কেন ওই চারটি হোটেলকে ভাঙা হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিক্ষোভকারীরা।

নদীয়ায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু সিভিক পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৪ আগস্ট ঃ ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। কর্মরত সিভিক ভলেন্টিয়ারকে সজোরে ধাক্কা স্বাস্থ্য দপ্তরের মারুতি ভ্যানের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন সিভিক ভলেন্টিয়ার। ঘটনাটি এদিন নদীয়ার শান্তিপুর ফুলিয়ার ফুলিয়াপাড়ার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আহত সিভিক ভলেন্টিয়ারের নাম দীনবন্ধু মন্ডল। ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার সকাল থেকেই ফুলিয়া পাড়ার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে ট্রাফিকে কর্মরত ছিলেন। সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ রাস্তা পারাপার করছিল দুই শিশু। ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার ওই শিশু দুটিকে রাস্তা পারাপার করে দিয়ে ফিরে আসতেই রানাঘাটের দিক থেকে আসা একটি স্বাস্থ্য দপ্তরের মারুতি ভ্যান সজোরে তাকে ধাক্কা মেরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় প্রায় পঞ্চাশ হাত। গুরুতর আহত হন সিভিক ভলেন্টিয়ার। শরীরের বিভিন্ন অংশে গুরুতর চোট লাগে। তা দেখে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। জখম সিভিক ভলেন্টিয়ারকে রানাঘাট সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জানা যায়, সেখানে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারের অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকেরা অন্যত্র স্থানান্তর করেন। স্থানীয়দের দাবি, ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের সম্প্রসারণের কাজ হওয়ার কারণে বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে সড়ক। আর যার কারণে প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনা।

মিজোরাম দুর্ঘটনায় মৃত শ্রমিকদের পরিবারের পাশে কংগ্রেস ও তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৪ আগস্ট ঃ মিজোরামে নির্মীয়মাণ রেল ব্রিজ দুর্ঘটনায় মালদার মৃত ১৮ শ্রমিকের পরিবারকে রাজ্যের তরফে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে। নবান্ন একথা আগেই ঘোষণা করেছিল। বৃহস্পতিবার ফের একবার সেকথা জানিয়ে মৃতদের পরিবারকে আশ্বস্ত করলেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। কংগ্রেসের অধীর চৌধুরীরাও এদিন মালদার বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে মৃত শ্রমিকদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন। মিজোরামের দুর্ঘটনায় বাংলার শ্রমিকদের মৃত্যু নিয়ে রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। মিজোরামে ওই দুর্ঘটনায় মালদার ১৮ শ্রমিকের মৃত্যুর কথা জানানো হলেও, মৃতের সংখ্যা ২৩ বলেই দাবি একাংশের। এখনও পাঁচজনের কোনও খবর পায়নি মিজোরাম প্রশাসন। তবে তাঁদেরও খোঁজ চলছে। বৃহস্পতিবার মৃতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার সকালে মালদার চাঁচলের পুখুরিয়ার চৌদুয়ার গ্রামে যান রাজ্যের সেচ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম। উল্লেখ্য, মিজোরামে দুর্ঘটনায় সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি ঘটেছে রতুয়া ২ ব্লকের চৌদুয়ার গ্রামের যুবকদেরই। এই গ্রামের ১৬ জন শ্রমিক মিজোরামে গিয়েছিলেন কাজ করতে। এছাড়াও ইংরেজবাজার থানার সাটটারি, বিনোদপুর এবং নরহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের আরও বাকি শ্রমিকেরাও মিজোরামে গিয়েছিলেন নির্মীয়মাণ ব্রিজে শ্রমিকের কাজ করতে। প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, মালদা থেকে প্রায় ২৮ জন শ্রমিক মিজোরামের আইজল থেকে ২১ কিলোমিটার দূরে এই নির্মীয়মাণ রেল ব্রিজ তৈরির কাজে নিযুক্ত ছিলেন। বুধবার সকাল ১০টায় এই নির্মীয়মাণ রেল ব্রিজটি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। ভয়াবহ ওই দুর্ঘটনায় মালদার ২৩ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি। এদিন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। মিজোরামের নির্মীয়মাণ রেল ব্রিজ দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৮জন শ্রমিকের মৃত্যুর কথা আমরা জানতে পেরেছি। পাঁচ জন শ্রমিক নিখোঁজ রয়েছেন। মিজোরাম সরকারের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছেন। ইতিমধ্যে মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে সরকারি অনুদান দেওয়ার ঘোষণাও করা হয়েছে। তাঁর কথায়, রেল ব্রিজ প্রকল্পে নিযুক্ত থাকা যে শ্রমিকদের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের পরিবারের একজনকে চাকরি ও ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণের দাবি করছি কেন্দ্রের কাছে। শ্রমিক মৃত্যুতে রাজ্যকে কাঠগড়ায় তোলায় কংগ্রেসের সমালোচনায় সরব সাবিনা ইয়াসমিন। 'শ্রমিক মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করা ঠিক নয়।' কংগ্রেসকে দুষে মন্তব্য রাজ্যের মন্ত্রীর। এদিন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলামও গিয়েছিলেন মৃত শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি এদিন বলেন, সব বিষয়টি তদারকি করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট দেব। আমরা চাই মালদার এত বিপুল পরিমাণ শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনার বিষয়ে কেন্দ্র সরকার অন্তত একটা করে রেলে চাকরি এবং আর্থিক ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করুক। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার দুপুরে মিজোরামে নির্মীয়মাণ রেল ব্রিজ দুর্ঘটনায় মৃত মালদার শ্রমিকদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন বহরমপুরের কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। এদিন দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে পুখুরিয়ার চৌদুয়ার গ্রাম থেকে শুরু করে ইংরেজবাজারের সাটটারি, নরহাট্টা গ্রামেও মৃতদের পরিবারের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে এসেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। মিজোরামের এই দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে রাজ্যকেও বিঁধেছেন অধীর। এদিন অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, করোনাকাল থেকে আমরা দেখে আসছি বাংলার শ্রমিকদের ভয়াবহ অবস্থার বিষয়টি। উড়িষ্যায় করমন্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা হোক অথবা কাশ্মীরের কোন দুর্ঘটনা। মনিপুর, মিজোরাম সবেতেই বাংলার শ্রমিকের নাম জড়িয়ে যাচ্ছে। প্রতিবছরই পশ্চিমবঙ্গ থেকে শ্রমিকদের একটা বড় অংশ বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে যায়। যার মধ্যে মুর্শিদাবাদ এবং মালদার সব থেকে বেশি শ্রমিকেরা রয়েছে। কেন্দ্র সরকার তো কর্মসংস্থান ফিরিয়ে আনার অনেক কথা বলেছিল। কাজের কাজ কিছুই করতে পারেনি। আর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলছেন চপ, ঘুগনি বিক্রি করুন। তাতেই নাকি স্বাবলম্বী হবে শ্রমিকেরা। শ্রমিকদের সহযোগিতা করার মতো কোনো উদ্যোগ এখনো রাজ্য সরকার নেয় নি। ফলে সংসারে তাগিদেই অসংখ্য এরাজ্যের শ্রমিক ভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে যাচ্ছে। আর দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে এবং মৃত্যু ঘটছে। অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থান গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

কেন্দ্রীয় প্রকল্পে সফল পূর্ব মেদিনীপুর

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ২৪ আগস্ট ঃ স্বচ্ছ ভারত মিশন-এর প্রকল্পে ফের মুখ পুড়লো বাংলার। পঞ্চায়েত দফতরের তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যের ৪০,৬০০টি গ্রামের মধ্যে 'ওডিএফপ্লাস' তকমা পেয়েছে ১৮,১২৯ টি গ্রাম। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বা, একশো দিনের কাজের কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বর্তমান সময়ে বন্ধ থাকলেও স্বচ্ছ ভারত মিশন সহ বেশ কিছু কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালু রয়েছে। এই প্রকল্পের অর্থের অভাবও নেই। ফলে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মত কাজ পরিচালিত করলে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তারপরেও বাংলার গ্রামীণ ক্ষেত্রে প্রকল্পগুলির এই ব্যর্থতা চোখে পড়েছে। চলতি আর্থিক বছরে স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৭১৯২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। ২০২০-২১ অর্থবর্ষ থেকে শুরু হয় স্বচ্ছ ভারত মিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ। এটি চলবে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষ পর্যন্ত। প্রশাসনিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ঘরে ঘরে জল সংযোগের মত প্রত্যেক বাড়িতে শৌচাগার তৈরির কাজে বেশ কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। বিপুল বরাদ্দের এই প্রকল্পে অগ্রগতির মাঝে কিছুটা হলেও ফিকে বাংলার পরিসংখ্যান। এর ফলে গ্রামীণ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগও হাতছাড়া হয়েছে অনেক দরিদ্র গ্রামবাসীর। প্রসঙ্গত, জলশক্তি মন্ত্রক বাংলার রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, ঘরে ঘরে শৌচালয় নির্মাণ এবং কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকাঠামো তৈরির কাজে এই রাজ্যের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সেরার তালিকায় স্থান পেয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা প্রকাশিত এই তালিকায় বাংলার আর কোনও জেলার নাম নেই। পূর্ব মেদিনীপুরে ২৯৮৮টি গ্রামের মধ্যে ২৯২৯ গ্রামই 'ওডিএফপ্লাস' স্বীকৃতি পেয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আধিকারিকেরা জানাচ্ছেন, স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে ২০১৯ সালের ২ অক্টোবরের মধ্যে গোটা দেশের গ্রামীণ গৃহস্থালিগুলিতে শৌচালয় তৈরির সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র। এর সঙ্গে স্থির হয়, কঠিন এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকাঠামোও গড়ে তোলা হবে গ্রামে গ্রামে। এরপর শুরু হয় প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ। প্রশাসনিক সূত্রে একেই বলা হচ্ছে 'ওডিএফপ্লাস'। কোনও গ্রামে এই দুই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অন্তত ৮০ শতাংশ স্বচ্ছতা থাকলে সেই গ্রামকে 'মডেল গ্রাম' হিবেসে ঘোষণা করছে কেন্দ্র। এই রাজ্যে এমন মডেল গ্রামের সংখ্যা মাত্র ৪৫টি, যার ফলে উদ্বিগ্ন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়ই। সমস্ত জেলার প্রশাসকদের সতর্ক করে বার্তা দিয়েছে নবান্ন। প্রশাসনিক বৈঠকে বিভিন্ন জেলার জেলাশাসককে কাজের গতি বাড়ানোর বার্তা দেওয়া হয়েছে।

বড় দেবীর পুজোর সূচনা কোচবিহারে

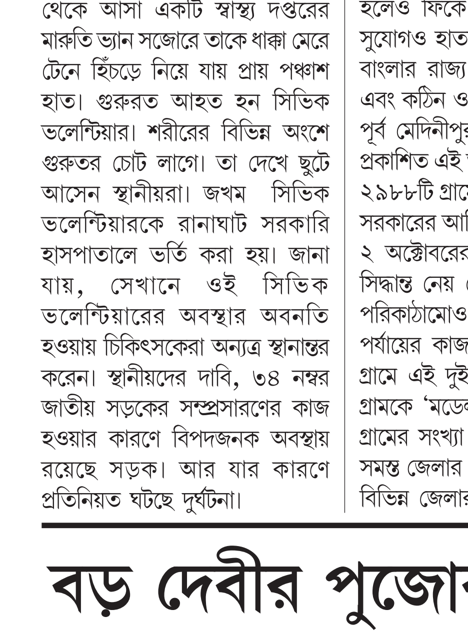

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৪ আগস্ট ঃ কোচবিহার রাজ আমলে প্রতিষ্ঠিত বড় দেবী, কোচবিহারের দুর্গাপুজো বলতে বড় দেবীর পুজো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহ্যবাহী। এই পুজোর প্রচুর রীতিনীতি রয়েছে, তার মধ্যে প্রথম এবং প্রধান রীতি হলো শক্তি কাঠের পুজো। বৃহস্পতিবার কোচবিহার ডাঙ্গরআই মন্দিরে শক্তি পুজোর মাধ্যমে বড়দেবীর পুজোর সূচনা হলো। শক্তি অর্থাৎ মেরুদন্ড, বিশেষ প্রজাতির কাঠ থেকে এই মেরুদন্ড নির্মাণ করা হয় বড় দেবীর। ময়না কাঠ। এই কাঠে মন্ত্রের মাধ্যমে শক্তি স্থাপন করেন রাজপুরোহিত হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। সম্পূর্ণ পুজোর সময় দু ঘন্টার উপরে। ফল ফুল দিয়ে শক্তি দন্ডকে বোধন করা হয়। স্নান করিয়ে নতুন বস্ত্র পরানো হয়। এই শক্তি দন্ড ডাঙ্গরআই মন্দির থেকে নিয়ে যাওয়া হয় মদনমোহন মন্দিরে। সেখানে একমাস যাবত পুজো হয়। রাজপুরোহিত বলেন, এই পুজোয় বলি প্রথা প্রচলিত আছে। মূলত শক্তি পুজোয় রক্তের প্রয়োজন হয় রাজ বিধি মেনে। বর্তমানে কবুতর বলি দেওয়া হয়। একমাস পুজো হওয়ার পরে এই কাঠ চলে যায় মায়ের মেরুদণ্ড হিসেবে স্থাপিত হতে। এই কাঠের ওপর ভিত্তি করেই গোটা মূর্তিটি তৈরি হয়। মদনমোহন বাড়ি থেকে এই শক্তি দন্ড চলে যায় বড় দেবী মন্দিরে। সেখানেই নির্মাণ হয় বড় দেবী। শ্রাবনের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে পুজো হয় ময়না কাঠের। কিন্তু চলতি বছর শ্রাবণ মাস মলো মাস হওয়ার কারণে এই পুজো ভাদ্র মাসে করা হলো। এই পুজোকে বলা হয় যুগচ্ছেদন। কৃষ্ণ অষ্টমীতে দেবী বাড়িতে পুজো শুরু হয়। রাধা অষ্টমী তিথিতে বড় দেবীর মন্দিরে যাবে ময়না কাঠ এবং সেখানেই মূর্তি নির্মাণ শুরু হবে। তারপরে পুজোর সময় পুজো হবে দেবীর। আজ সন্ধ্যায় দুয়ার বক্সী ঢাক বাজনা সহকারে পুজো হয়ে এই ময়না কাঠ মদনমোহন বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে। বড় দেবীর পুজো কবে শুরু হয়েছিল তা বলা একপ্রকার অসম্ভব। তবে আনুমানিক প্রায় ৫৪৬ বছর আগে এই পুজোর সূচনা করেন কোচবিহারের মহারাজা। স্বপ্নাদেশে বড় দেবীর মূর্তি কোষ্ঠীপাথর খুঁজে পান কোচবিহারের মহারাজা, তারপর থেকেই নিয়ম-নীতি নিষ্ঠা সহকারে এই পুজো হয়ে আসছে। এছাড়াও রয়েছে রাজ আমলের পুঁথি। লেখা রয়েছে পুজোর সমস্ত নিয়মকানুন এবং আচার, অনুষ্ঠান। এই পুথীর উপর ভিত্তি করে কোচবিহার মদনমোহন বাড়ি সহ দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সমস্ত দেবদেবীর পুজো সম্পন্ন হয়। এদিনও তার অন্যথা হয়নি। কোচবিহারের রাজ পুরোহিত বলেন, এই পুঁথি সমস্ত নিয়ম-নীতি, আচার অনুষ্ঠানের একমাত্র পাথেয়। এই পুঁথির নিয়ম মেনেই ময়না কাঠ সহ বড় দেবী এবং সমস্ত দেব দেবীর পুজো অনুষ্ঠিত হয়। মদনমোহন বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত ভবানী মূর্তির আদলে তৈরি হয় বড় দেবী। এক সময় জঙ্গলে ঘেরা কোচবিহারে ময়না কাঠের অভাব ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি এই কাঠের অভাব দেখা দিয়েছে। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড ময়না কাঠ অর্থাৎ ময়না গাছের চারা লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

NIQ, Govt. of West Bengal.
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for Temporary High Speed Internet Service during the programmes to be attended by VVIP near Mahatma Gandhi Statue, Mayo Road & Duffrin Road crossing, Kolkata on 28-08-2023" **[Job No. KIT/RW/087 of 23-24]. SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-051/KIT/Q of 23-24).** Bid Submission Closing : **26.08.2023 up to 03.00 PM.** 2. Name of Work: "Provision for Temporary High Speed Internet Service during the programmes to be attended by VVIP at Hotel Hindusthan International on AJC Bose Road, Kolkata on 29-08-2023" **[Job No. KIT/RW/088 of 23-24]. SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-052/KIT/Q of 23-24).** Bid Submission Closing : **28.08.2023 up to 03.00 PM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/- Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division

রোগীর জন্যে সহজে নষ্ট হওয়া খাদ্য সামগ্রীর যোগান

টেণ্ডার নোটিস নং. সিএমএস-৩৯ অফ ২০২৩-২০২৬ তারিখঃ ২২-০৮-২০২৩। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **কাজের বিবরণঃ** "আলিপুরদুয়ার জংশন স্থিত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মণ্ডল রেলওয়ে চিকিৎসালয়ের রোগীদের জন্যে ৩ (তিন) বৎসরের এক সময়সীমার হেতু সহজে নষ্ট হওয়া খাদ্য সামগ্রীর যোগান"। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৯,০৬,৯৬৮/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১৮,১০০/- টাকা। **টেণ্ডার প্র-পত্র জমা করার অন্তিম তারিখ এবং সময়ঃ** ১৪-০৯-২০২৩ তারিখের ১২.৩০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৪-০৯-২০২৩ তারিখের ১৬.৩০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।
মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Bijur-I Gram Panchayat
Jabui, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender hereby invited by the Prodhan, Bijur-I G.P. from bonafied Contractors/Agencies to participate in the e-Tender vide **e-NIT No.: 01, Memo No.: 539/2023, Date: 24.08.2023. C.S.C.** at Renya Muslimpara (SBM-G+15th FC). Bid Submission Closing Date: **02/09/2023 at 12:00 Noon.** For further details visit the website **https://wbtenders.gov.in/** and undersigned office.
Sd/-
Pradhan
Bijur-I Gram Panchayat

দুই পাচারকারীকে আটক করল বিএসএফ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৪ আগস্ট ঃ কোচবিহার জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে এক বাংলাদেশিসহ দুই পাচারকারীকে আটক করেছে বিএসএফ। বৃহস্পতিবার বিএসএফ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে। তথ্য অনুসারে, জলপাইগুড়ি সেক্টরের অধীনে বিএসএফের ০৬ তম ব্যাটালিয়নের বর্ডার আউট পোস্ট (বিওপি) ওরানের সীমান্তরক্ষীরা একজন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করেছে। ধৃত বাংলাদেশি নাগরিকের নাম মহম্মদ জাকিরুল ইসলাম (৪৫)। ভারত থেকে বাংলাদেশে পাচারের চেষ্টার সময় মহম্মদ জাকিরুল ইসলামকে দুটি গরুসহ আটক করে বিএসএফ। গবাদিপশুসহ আটক বাংলাদেশি নাগরিক মহম্মদ জাকিরুল ইসলামকে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিএসএফ মেখলিগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করেছে। এদিকে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মোতায়েন উত্তরবঙ্গ সীমান্তের রায়গঞ্জ সেক্টরের অধীনে বিএসএফের ১৩৭ তম ব্যাটালিয়নের বিওপি চকগোপালের বর্ডার গার্ডরা বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ ইনজেকশন সহ ভারতীয় নাগরিক চঞ্চল মোহন্ত (৩৫) কে আটক করেছে। চঞ্চল মোহন্ত যখন তার স্কুটিতে করে কালিবাড়ি থেকে গাসপুর গ্রামের দিকে ভারত থেকে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ১৬২৫ টি ইনজেকশন গোপনে পাচার করার চেষ্টা করছিলেন তখন বিএসএফের হাতে সে ধরা পড়ে। ধৃত ভারতীয় নাগরিককে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য হিলি থানায় হস্তান্তর করেছে বিএসএফ।

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 747/EO/JLD-II, Dated: 23/08/2023
Notice
Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as follows: **NIeT No.-06(e)/EO/JLD-II/2023-24 (dt. 25.07.2023)** as a 3rd Call along with cancellation of the previous one through Corrigendum along with Retender for the same scheme **(Tender ID 2023_ZPHD_551002_3)** within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is **31.08.2023 up to 6-00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

আদিনাথ বায়ো-ল্যাবস লিমিটেড
CIN : L24230WB1982PLC034492
রেজি. অফিস ঃ ৪, এন.এস. রোড, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেলঃ investors@adinathbio.com, ওয়েবসাইটঃ www.adinathbio.com
টেলিফোন ঃ ৯১-৩৩-২২৩১৫৭১৮

৪২ তম বার্ষিক সাধারন সভা, ই-ভোটিং এবং বুক ক্লোজার বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা যায় **বিয়াল্লিশ (৪২তম) বার্ষিক সাধারন সভা (এজিএম)** কোম্পানির অনুষ্ঠিত হবে সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ দুপুর ১.৩০ ঘটিকায়, আইএসটি, ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) কেবলমাত্র বানিজ্যিক আলোচনায় যা উল্লেখ রয়েছে এজিএম নোটিসে। কোম্পানি প্রেরণ করেছে **৪২তম এজিএম নোটিস সঙ্গে বার্ষিক প্রতিবেদন আ. ব.** ২০২২-২০২৩ ১১.০৮.২০২৩ তারিখে, ইলেকট্রনিক মোডে সেই সদস্যদের যাদের ই-মেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি বা রেজিস্টার ও ট্রান্সফার এজেন্ট এবং ডিপোসিটারিতে। এজিএম নোটিসের ফিজিক্যাল কপি প্রেরণ স্থগিত রয়েছে এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার মোতাবেক।
২. কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩, ইন্টার-আলিয়া, সঙ্গে নোটিস এবং বিস্তারিত বিবরণী ৪২তম এজিএম-এর পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.adinathbio.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে-www.cse-india.com। একই কপি পাওয়া যাবে সেন্ট্রাল ডিপোসিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইটে- https://www.evotingindia.com/।
৩. অনুসারী হিসাবে ধারা ১০৮ কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪ সংশোধনী সময় সময়, এবং ধারা ৪৪ সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫, কোম্পানি সদস্যদের প্রদান করছে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা এজিএম চলাকালীন এবং তার পূর্বে ব্যবসায়িক আলোচনার জন্য এজিএমে এবং এই ক্ষেত্রে, কোম্পানি নিযুক্ত করেছে সিডিএসএল-কে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান সুবিধা দিতে।
রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত নির্দেশাবলী প্রদান করা হয়েছে এজিএম নোটিসে। সদস্যদের তা দেখতে অনুরোধ জানানো যায় ঃ
ক. রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার উল্লেখিত মেয়াদ ঃ

রিমোট ই-ভোটিং শুরু	বৃহস্পতিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (সকাল ৯.০০ ঘটিকা)
রিমোট ই-ভোটিং শেষ	রবিবার ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (বিকাল ৫.০০ ঘটিকা) পর্যন্ত

রিমোট ই-ভোটিং মডিউল বন্ধ করবে **সিডিএসএল** ভোটদান মেয়াদের পর এবং সদস্যরা উল্লেখিত তারিখ এবং সময়ের পর বৈদ্যুতিন উপায়ে ভোটদান করলে তা বৈধ বিবেচিত হবে না।
খ. সদস্যদের ভোটাধিকার বিবেচিত হবে তাদের শেয়ারের প্রদেয় ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে কোম্পানির **সোমবার, ৪৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (কাট-অফ তারিখ)**। রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থা আরও পাওয়া যাবে সভা চলাকালীন এবং সদস্যরা সেই সদস্যরা ভোটদান করতে পারবেন, যারা আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ে ভোটদান করেননি, যদি উভয়ভাবে ভোটদান হয়ে থাকে তাহলে গননায় শুধুমাত্র ই-ভোটিং গ্রহণযোগ্য হবে।
গ. যদি কোন ব্যক্তির নাম রেজিস্টার হয় সদস্য রেজিস্টারে কাট-অফ তারিখে তাহলে তিনিই রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাবেন পূর্বে অথবা এজিএম চলাকালীন।
ঘ. যদি কোন ব্যক্তি শেয়ার নিয়ে কোম্পানির সদস্য হয়ে থাকেন নোটিস প্রেরনের পর এবং শেয়ার ধরে রাখেন কাট-অফ তারিখে, তাহলে লগ-ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য পেতে আবেদন জানান -helpdesk.evoting@cdslindia.com অথবা যোগাযোগ করুন টোল ফ্রি নাম্বারে-১৮০০২২৫৫৩৩, যা প্রদান করছে সিডিএসএল অথবা যদি কোন ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন থাকে আপনি পাবেন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চান (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল যা পাবেন-www.evotingindia.com অধীন হেল্প বিভাগে। যদি কোন ব্যক্তি সদস্য না হয়ে থাকেন কাট-অফ তারিখে তাহলে তিনি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য এজিএম নোটিস পাবেন।
৪. আরও বিজ্ঞাপিত করা যায় অনুসারী ধারা ৯১ আইন এবং ধারা তার পরবর্তী সময়ে এবং ধারা ৪২ সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫, সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক কোম্পানির বন্ধ থাকবে **মঙ্গলবার, ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (উভয় দিন সহ)** ৪২তম এজিএম-এর জন্য।

আদিনাথ বায়ো-ল্যাবস লিমিটেড
সুনীল সিং
সর্বক্ষণের পরিচালক
(DIN : 07777351)
স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৪.০৮.২০২৩

KABIRDAS INVESTMENTS LIMITED
CIN : L65993WB1974PLC157598
Regd. Office: Azimganj House,7, Camac Street,Unit No. 3B, 5th Floor, Kolkata:- 700 017,
Phone No. : (033) 2282-5513, E-Mail : kilgroup2010@gmail.com,
Website : www.kabirdasinvestmentslimited.com

এজিএম নোটিস এবং ই-ভোটিং তথ্যাবলী

এতদ্বারা সূচিত করা যায় যে **৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) মে. কবিরদাস ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড সদস্যদের অনুষ্ঠিত হবে বৃহস্পতিবার ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বেলা ৩.০০ ঘটিকায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) অনুসারী হিসাবে বানিজ্য বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা জারি করা সার্কুলার ভিত্তিতে (এমসিএ সর্বশেষে সার্কুলার নং. ১০/২০২২ তারিখ ২৮.১২.২০২২) এবং সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি সর্বশেষে সার্কুলার নং. সেবি/ এইচও/ সিএফডি/ পিওডি-২/ পি/ সিআইআর/ ২০২৩/ ৪ তারিখ ০৫.০১.২০২৩) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) আলোচনার জন্য সাধারণ এবং বিশেষ বানিজ্যিক সূচী যা স্থির করা রয়েছে সভার নোটিসে তারিখ ২১.০৮.২০২৩।
ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি (স্বতন্ত্র এবং একত্রিত) এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের আকারে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথির সাথে মিটিংয়ে লেনদেন করা হবে তা নির্ধারণ করে এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই ২৪.০৮.২০২৩ তারিখে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে যে সদস্যরা আরটিএ অর্থাৎ এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেডের সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন।
বিজ্ঞপ্তি এতদ্বারা আরও দেওয়া হল যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ অনুসারে কোম্পানি (প্রশাসন ও পরিচালন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ১০ এবং সেবি-এর রেগুলেশন ৪২ (লিস্টিং অব্লিগেশান্স এবং ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৩-এর নিয়ম ১০-এর সাথে পঠিত। **কোম্পানির এজিএম-এর উদ্দেশ্যে সদস্য এবং কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বই শুক্রবার, ১৫.০৯.২০২৩ থেকে বৃহস্পতিবার, ২১.০৯.২০২৩ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।**
এজিএমের বিজ্ঞপ্তি এবং পূর্বোক্তঃ নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.kabirdasinvestmentslimited.com) এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে পরিদর্শনের জন্যও পাওয়া যাবে শনিবার ছাড়া সমস্ত কর্মদিবসে, সভার তারিখ পর্যন্ত ব্যবসায়িক সময়ের মধ্যে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ অনুসারে এবং সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান্স এবং ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) প্রবিধান, ২০১৫-এর ধারা ৪৪-এর পরিপ্রেক্ষিতে, ১৪.০৯.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা ফিজিক্যাল বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত রেজুলেশনের উপর www.evotingindia.com সিডিএসএল ওয়েবসাইট দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
যে বিনিয়োগকারীরা নোটিস / ইমেল পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ, ১৪.০৯.২০২২-এ শেয়ার ধারণ করেছেন তাদের কোম্পানির কাছে একটি লিখিত / ই-মেল যোগাযোগ পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে kilgroup2010@gmail.com উল্লেখ করে নিজেদের ফোলিও নং. / ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি ই-ভোটিংয়ের জন্য লগ-ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার জন্য।
ই-ভোটিং সময়কাল ১৮.০৯.২৩ সোমবার সকাল ৯.০০ টা (আইএসটি) শুরু হবে এবং বুধবার, ২০.০৯.২০২৩ বিকাল ৫.০০ টায় শেষ হবে (আইএসটি)। এর পরে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। যেসকল সদস্যরা এজিএমের আগে রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন তবে তারা আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না তবে তারা শুধুমাত্র বক্তা হিসাবে নিজেদের নিবন্ধন করলেই এজেন্ডা আইটেম নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন। ওএভিএম মাধ্যমে এজিএমে উপস্থিত সদস্যরা এবং যারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজুলেশনগুলিতে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধা দেওয়া হয়নি, তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।
যেহেতু এজিএম ওএভিএম-এর মাধ্যমে সার্কুলার অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাই সদস্যদের দ্বারা প্রক্সি নিয়োগের সুবিধা পাওয়া যাবে না।
শ্রী প্রবীণ কুমার দ্রোলিয়া, মেসার্স দ্রোলিয়া অ্যান্ড কোং-এর প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, কোম্পানি সেক্রেটারি, কলকাতা সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে এজিএম-এ ই-ভোটিং এবং ভোটিং যাচাই-বাছাই করার জন্য নিযুক্ত হয়েছেন।
যদি কোন প্রশ্ন / সহায়তা দরকার থাকে ই-ভোটিং বা এজিএমে ই-ভোটিং সংক্রান্ত, দয়াকরে দেখুন 'ইউজার ম্যানুয়াল শেয়ারহোল্ডারদের নিজেদের ভোট প্রদানে' যা www.evoting.nsdl.com এর 'হেল্প' বিভাগে বা যোগাযোগ করু কোম্পানির রেজিস্টার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে ইমেল পাঠিয়ে helpdesk.evoting@cdslindia.com বা mcssta@rediffmail.com।

বোর্ডের আদেশানুসারে
জুবিন ডি. মেহেতা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৫ আগস্ট, ২০২৩

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER
ABRIDGED NIT

The **Excutive Engineer (Electrical)/Lighting/Z-I/Br.-II, KMC** invites E-tender online percentage Bid system for following work:
NIT No.: KMC/LTG/163/WD-18/BR-II/Z-1/23-24
Name of Work: **Improvement of lighting system at 10 Aurobindra Sarani and other Bustee in Ward No.-18.** Estimated Amount: ₹ **1,99,735.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **25 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **09.09.2023 (1 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from **26.08.2023 (1 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Excutive Engineer (Electrical)/Lighting/Z-II, KMC** invites percentage rate tender online in two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/77/53/VI/Z-II/23-24
Name of Work: **Replacement of old & damaged light with LED fittings at various places in Ward No.-53.** Estimated Amount: ₹ **4,99,636.90**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **15 days.**
(2) NIT No.: LTG/112/45/V/Z-II/23-24
Name of Work: **Restoration of street light at Western Flank of Hemanta Basu Sarani (Northern side) in Ward No.-45 under Br.-V.** Estimated Amount: ₹ **3,91,249.36**. Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion: **20 days.**
(3) NIT No.: LTG/111/40/V/Z-II/23-24
Name of Work: **Illumination in the College Square at the time of failure of solar lights in Ward No.-40 under Br.-V.** Estimated Amount: ₹ **4,88,216.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 days.**
(4) NIT No.: LTG/88/41/V/Z-II/23-24
Name of Work: **Improvement of Bustee lighting arrangements at Syed Salley Lane, Pratap Ghosh Lane Bustee and other Bustee areas in Ward No.-41, Br.-V.** Estimated Amount: ₹ **1,99,590.14**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **30 days.**
(5) NIT No.: LTG/12/49/V/Z-II/23-24
Name of Work: **Annual operation and maintenance of street lighting arrangement in Ward No.-49.** Estimated Amount: ₹ **4,29,732.00**. Earnest Money: ₹ **9,000.00**. Period of Completion: **365 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **05.09.2023 upto 4 p.m.** (For Sl. No. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from **25.08.2023 (4 p.m.)** (For Sl. No. 1) & **25.08.2023 (6 p.m.)** (For Sl. No. 2 to 5) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 5).

The **Excutive Engineer (Elec.)/Ltg (Crematorium/Z-III), KMC** invites percentage rate tender online in two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/CRM/SBG/06/2023-24
Name of Work: **Supply and delivery of new fire extinguishers, refilling of existing ones and restoring of the Glow Sign Board at the main entrance of Shanagar Burning Ghat.** Estimated Amount: ₹ **1,61,717.00**. Earnest Money: ₹ **3,250.00**. Period of contract: **4 days.**
(2) NIT No.: KMC/LTG/CRM/SBG/07/2023-24
Name of Work: **Renovation of Electric Furnace No.-3 and allied furnace control panel at Sahanagar Burning Ghat.** Estimated Amount: ₹ **2,98,517.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of contract: **5 days.**
(3) NIT No.: KMC/LTG/CRM/SBG/08/2023-24
Name of Work: **Improvement of lighting arrangement by installing energy efficient LED light fittings at the wooden pyres and adjacent area at Shanagar Burning Ghat.** Estimated Amount: ₹ **4,23,455.00**. Earnest Money: ₹ **8,500.00**. Period of contract: **5 days.**
(4) NIT No.: KMC/LTG/CRM/SBG/08/2023-24
Name of Work: **Sampling and analysis of stack gas to examine the air quality of different crematoriums under KMC.** Estimated Amount: **Open quotation**. Earnest Money: ₹ **5,000.00** (Lump sum). Period of contract: **15 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **02.09.2023 at 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **24.08.2023 at 2 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 4).

The **Director General (Electrical), KMC** invites tender online in two bid system for following work:
NIT No.: LTG/HQ/CS/50/23-24
Name of Work: **Electrical work at printing unit in Moulali Off-Set Wing in the Premises of Central Store under KMC.** Estimated Amount: ₹ **2,96,478.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **15 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **09.09.2023 at 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **29.08.2023 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in** (632/23-24)

শ্রী তুলসী অনলাইন.কম লিমিটেড
CIN : L99999WB1982PLC035576
রেজি. অফিস ঃ ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল ঃ investors@shreetulsionline.com,
ওয়েবসাইট ঃ www.shreetulsionline.com

৪১ তম বার্ষিক সাধারন সভা, ই-ভোটিং এবং বুক ক্লোজার বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা যায় **৪১তম (একচল্লিশ)** বার্ষিক সাধারন সভা (এজিএম) কোম্পানির অনুষ্ঠিত হবে **১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, সোমবার সকাল ১০.৩০ ঘটিকায়** আইএসটি, ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) বানিজ্যিক আলোচনায় যা উল্লেখ রয়েছে এজিএম নোটিসে। কোম্পানি প্রেরণ সম্পূর্ন করেছে **৪১তম এজিএম নোটিস সঙ্গে বার্ষিক প্রতিবেদন আ.ব. ২০২২-২০২৩ ১১.০৮.২০২৩ তারিখে,** ইলেকট্রনিক মোডে কেবলমাত্র সেই সকল সদস্যদের যাদের ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানিতে বা রেজিস্টার ও ট্রান্সফাল এজেন্ট এবং ডিপোসিটারিতে। এজিএম নোটিসের ফিজিক্যাল কপি প্রেরণ বাদ দেওয়া হয়েছে এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার ভিত্তিতে।
২. কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩, ইন্টার-আলিয়া, সঙ্গে নোটিস এবং বিস্তারিত বিবরণী ৪১তম এজিএম-এর পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে- www.shreetulsionline.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড- www.cse-india.com, বিএসই লিমিটেড-www.bseindia.com, মেট্রোপলিটন স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড- www.msei.in. একই কপি পাওয়া যাবে সেন্ট্রাল ডিপোসিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইটে- https://www.evotingindia.com/।
৩. অনুসারী হিসাবে ধারা ১০৮ কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪ সংশোধনী সময় সময়, এবং ধারা ৪৪ সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫, কোম্পানি সদস্যদের প্রদান করছে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা এজিএম চলাকালীন এবং তার পূর্বে ব্যবসায়িক আলোচনার জন্য এজিএমে এবং এই ক্ষেত্রে, কোম্পানি নিযুক্ত করেছে সিডিএসএল-কে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান সুবিধা দিতে।
রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত নির্দেশাবলী প্রদান করা হয়েছে এজিএম নোটিসে। সদস্যদের তা দেখতে অনুরোধ জানানো যায় ঃ
ক. রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার উল্লেখিত মেয়াদ ঃ

রিমোট ই-ভোটিং শুরু	বৃহস্পতিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (সকাল ৯.০০ ঘটিকা)
রিমোট ই-ভোটিং শেষ	রবিবার ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (বিকাল ৫.০০ ঘটিকা) পর্যন্ত

রিমোট ই-ভোটিং মডিউল বন্ধ করবে সিডিএসএল ভোটদান মেয়াদের পর এবং সদস্যরা উল্লেখিত তারিখ এবং সময়ের পর ভোটদান করলে তা বৈধ বিবেচিত হবে না।
খ. সদস্যদের ভোটাধিকার বিবেচিত হবে তাদের শেয়ারের প্রদেয় ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে কোম্পানির **সোমবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ (কাট-অফ তারিখ)**। রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থা আরও পাওয়া যাবে সভা চলাকালীন এবং সদস্যরা সেই সদস্যরা ভোটদান করতে পারবেন, যারা আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ে ভোটদান করেননি, যদি উভয়ভাবে ভোটদান হয়ে থাকে তাহলে গননায় শুধুমাত্র ই-ভোটিং গ্রহণযোগ্য হবে।
গ. যদি কোন ব্যক্তির নাম রেজিস্টার হয় সদস্য রেজিস্টারে কাট-অফ তারিখে তাহলে তিনিই রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাবেন পূর্বে অথবা এজিএম চলাকালীন।
ঘ. যদি কোন ব্যক্তি শেয়ার নিয়ে কোম্পানির সদস্য হয়ে থাকেন নোটিস প্রেরনের পর এবং শেয়ার ধরে রাখেন কাট-অফ তারিখে, তাহলে লগ-ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য পেতে আবেদন জানান -helpdesk.evoting@cdslindia.com অথবা যোগাযোগ করুন টোল ফ্রি নাম্বারে-১৮০০২২৫৫৩৩, যা প্রদান করছে সিডিএসএল অথবা যদি কোন ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন থাকে আপনি পাবেন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চান (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল যা পাবেন-www.evotingindia.com অধীন হেল্প বিভাগে। যদি কোন ব্যক্তি সদস্য না হয়ে থাকেন কাট-অফ তারিখে তাহলে তিনি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য এজিএম নোটিস পাবেন।
৪. আরও বিজ্ঞাপিত করা যায় অনুসারী ধারা ৯১ আইন এবং ধারা তার পরবর্তী সময়ে এবং ধারা ৪২ সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫, সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক কোম্পানির বন্ধ থাকবে **মঙ্গলবার, ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (উভয় দিন সহ) ৪১তম এজিএম-এর জন্য।**

শ্রী তুলসী অনলাইন.কম লিমিটেড
বিনোদ কুমার বোথরা
সর্বক্ষণের পরিচালক
(DIN : 00780848)
স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৪.০৮.২০২৩

টলি-বলির টুকরো খবর

অনীক দত্তর মগজাস্ত্রে টলিউডে নতুন গোয়েন্দা, প্রকাশ্যে নতুন ছবির পোস্টার

ব্যোমকেশ, ফেলুদার পর আবারও গোয়েন্দা চরিত্রে ধরা দেবেন আবির চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গী তাঁর 'সত্যবতী' সোহিনী সরকার। যদিও এই ছবিতে ব্যোমকেশ-সত্যবতী জুটির বাইরে গিয়ে নতুন গোয়েন্দার ভূমিকায় ধরা দেবেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার ছবির পোস্টার প্রকাশ্যে নিয়ে এলেন পরিচালক অনীক দত্ত। শহরে নতুন গোয়েন্দা। ফেলুদা- ব্যোমকেশ- শবর- কিরীটীদের তালিকায় আগেই নাম লিখিয়েছিলেন মিতিন মাসি। তারপর দু'দুটো গোয়েন্দা চরিত্রে আবির্ভাব হয়েছেন ঋত্বিক চক্রবর্তী- গোরা, শান্তিলাল। এবার পরিচালক অনীক দত্তর হাত ধরে টলিউডে ফের নতুন গোয়েন্দার সংযোজন। শহর তিলোত্তমাকে উপহার দিয়ে তিনি প্রকাশ্যে নিয়ে এলেন- 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই' ছবির পোস্টার। সাহিত্যপ্রেমী বাঙালিদের বোধহয় বোধোদয়ের আঁতুরঘর থেকেই গোয়েন্দা, রহস্যপ্রীতি রয়েছে। তাই তাঁর মগজাস্ত্রের জড়িপ নিতে কৌতূহলী মন তো স্বাভাবিকবশত উদ্বেগ- উৎকণ্ঠায় থাকবেই, তাই নয় কি? তা এই নতুন গোয়েন্দাবাবু কেমন? নতুন ছবির ঘোষণার সঙ্গেই পরিচয় করালেন পরিচালক অনীক দত্ত। পোস্টারেই মানিক ঘরানার ছোঁয়া। আর সিনেমার নামকরণ করলেন লালমোহনবাবুর মগজাস্ত্র ধার নিয়ে- 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই'! তবে এই নতুন গোয়েন্দা অনীকেরই মস্তিষ্কপ্রসূত। যৌথ উদ্যোগে প্রযোজনা প্রবাল হালদার ও ফিরদৌসল হাসান। প্রযোজক ফিরদৌসলের সঙ্গে এর আগে জুটি বেঁধে 'অপরাজিত'র মতো মাইলস্টোন সিনেমা উপহার দিয়েছেন অনীক দত্ত। উল্লেখ্য, 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই' সিনেমার মিউজিকের দায়িত্বে দেবজ্যোতি মিশ্র। সম্পাদনার দায়িত্বে অর্ঘ্যকমল মিত্র। তবে চমক হচ্ছে, এই ছবির দৌলতেই জয়া আহসান, নুসরত ফারিয়া, আজমেরী হক বাঁধনের পর টলিউডে পা রাখছেন বাংলাদেশের আরেক অভিনেত্রী। তিনি কাজি নওসাবা আহমেদ।

মোদীর বায়োপিকেও হোঁচট খেলেন পরেশ রাওয়াল

বলিউডের অন্যতম অভিজ্ঞ ও বহুমুখী অভিনেতা পরেশ রাওয়াল। 'হেরা ফেরি', 'ওয়েলকাম', 'গোলমাল'- এর মতো কমেডি ঘরানার ছবিতে যেমন দক্ষ তিনি, তেমনই 'ওএমজি ঃ ওহ মাই গড'-এর মতো ছবিতেও অভিনেতা হিসাবে নিজের মুনশিয়ানার প্রমাণ রেখেছেন তিনি। তবে গত বছর থেকে স্রেফ বিতর্কের জেরেই আলোচনায় থেকেছেন পরেশ রাওয়াল। বাঙালি ও মাছ-ভাত সংক্রান্ত মন্তব্যের কারণে কম আইনি জটিলতা পেরোতে হয়নি অভিনেতাকে। পাশাপাশি হাতছাড়া হয়েছে 'ওএমজি ২'-এর মতো ছবিও। এ বার পরেশের আরও একটি ছবির ভবিষ্যত প্রশ্নের মুখে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে একটি জীবনীচিত্র বানানোর কথা ছিল পরেশের। শুধু তাই-ই নয়, মোদীর ভূমিকাতেই অভিনয় করার কথা ছিল তাঁর। প্রস্তুতিও নেওয়ার শুরু করে দিয়েছিলেন অভিনেতা। মোদীর চরিত্রে অভিনয় করতে পারা তাঁর অভিনয় জীবনের অন্যতম বড় পাওনা, এমন মন্তব্যও করেছিলেন পরেশ। গত চার বছর ধরে ছবির প্রস্তুতি নেওয়ার পর তীরে এসে ডুবল তরী। খবর, এত আটঘাট বাঁধার পরেও প্রশ্নের মুখে ছবির ভবিষ্যত। তবে ছবি যে ঠান্ডা ঘরে চলে গিয়েছে, তা স্বীকার করতে নারাজ পরেশ। তাঁর কথায়, ''নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে ইতিমধ্যেই তিন-চারটে ছবি বানানো হয়ে গিয়েছে। তাই এই মুহূর্তেই এই ছবিটা বানানোর কোনও মানে হয় না। তবে ছবির গল্পটা আমার মনের অত্যন্ত কাছের।'' ভবিষ্যতে কোনও এক দিন অবশ্যই এই ছবি বানানো হবে বলে আশা পরেশের। ২০১২ সালে মুক্তি পেয়েছিল 'ওএমজিঃ ওহ মাই গড'। ছবিতে অক্ষয় কুমারের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন পরেশও। ওই ছবির সাফল্যের ১১ বছর পরে মুক্তি পেয়েছে দ্বিতীয় ভাগ 'ওএমজি ২'। শোনা গিয়েছিল, পারিশ্রমিক সংক্রান্ত কারণেই নাকি ছবি থেকে বাদ পড়েছেন পরেশ। তবে অভিনেতার কথায়, ''আমি নিজেই ছবিটা করিনি, কারণ আমি চাইনি আগের ছবির চরিত্রের ছায়া হিসাবে নতুন ছবির চরিত্রটা তৈরি হোক। তাতে আদপে দুটো ছবিরই ক্ষতি হবে।''

মেট্রোর মহিলা কর্মী রৌপ্য পদক জিতেছে

কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ মেট্রো রেলের মহিলা টেবিল টেনিস খেলোয়াড় ১৬ -২২ আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে অনুষ্ঠিত ৫০ তম অল ইন্ডিয়া ইন্টার ইনস্টিটিউশনাল টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ, ২০২৩-এ রৌপ্য পদক জিতেছে। রেলওয়ে স্পোর্টস প্রমোশন বোর্ডের (RSPB) প্রতিনিধিত্বকারী শ্রীমতি মৌমিতা দত্ত ব্যক্তিগত বিভাগে ২য় স্থান অর্জন করেছে কারণ সে ফাইনালে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (RBI) শ্রীজা আকুলার কাছে হেরেছে। মিসেস মৌমিতা দত্ত মেট্রো রেলের একজন কর্মী। ফাইনালে যাওয়ার পথে, মিসেস দত্ত সেমিফাইনালে পেট্রোলিয়াম স্পোর্টস প্রমোশন বোর্ডের (পিএসপিবি) প্রাক্তন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন অর্চনা গিরিশ কামাথকে ৪-১ ব্যবধানে এবং কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি পিএসপিবি-র মানিকা বাত্রাকে ৩-০ ব্যবধানে পরাজিত করেন। বিভিন্ন রাজ্য এবং ক্রীড়া প্রচার বোর্ডের খেলোয়াড়রা এই চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করেছিল। মোট ১৬০ জন মহিলা খেলোয়াড় এই ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেছিলেন। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেল এই কৃতিত্বের জন্য মৌমিতা দত্তকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

উদ্বোধনের আগে গুয়াহাটির মালিগাঁও ফ্লাইওভার পরিদর্শন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ২৪ আগস্ট ঃ আগেই ঘোষণা করেন, আগামী রাখিবন্ধন উৎসবের দিন উদ্বোধন করবেন গুয়াহাটির মালিগাঁওয়ে নির্মীয়মাণ ফ্লাইওভার। এর আগে গতকাল বুধবার রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ আচমকাই ফ্লাইওভারের নির্মাণকার্য পরিদর্শন করতে চলে যান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২.২৪ মিনিটে মুখ্যমন্ত্রী দফতরের অফিশিয়াল 'এক্স' হ্যান্ডেলে (পূর্বেকার টুইটার) কয়েকটি ছবি আপলোড করে এ খবর দিয়ে লেখা হয়েছে, 'গতকাল রাত ১১.৩০-টার দিকে এইচসিএম ড. হিমন্তবিশ্ব মালিগাঁওয়ে খুব শীঘ্র উদ্বোধনের জন্য নির্মিত ফ্লাইওভার পরিদর্শন করে প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। এটা অসমের দীর্ঘতম ফ্লাইওভার। আগামী ৩০ আগস্ট জনসাধারণের জন্য এই ফ্লাইওভার উন্মুক্ত করা হবে।' এদিকে পরিদর্শনস্থলে দাঁড়িয়ে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, মালিগাঁও চারিআলি থেকে কামাখ্যা মন্দির রোড এবং পাণ্ডুকে সংযোগকারী ট্রাই-জংশন ২.৬ কিলোমিটার দীর্ঘ চার লেনের ফ্লাইওভারটি ৩০ আগস্ট রাখি বন্ধন উৎসবে দিন উদ্বোধন করা হবে। তিনি জানান, এই উড়ালপুল নির্মাণে মোট ৪২০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এর আগেও তিনি নির্মীয়মাণ উড়ালপুলটি পরিদর্শন করে কাজের মান ইত্যাদি খতিয়ে দেখেছেন।

হাওড়া নাট্যজনের নতুন প্রযোজনা 'একটি নিষিদ্ধ নাটক'

এবছরে স্বাধীনতা দিবসের সন্ধ্যাকে উজ্জ্বল করে রাখল হাওড়া নাট্যজন তাদের নতুন প্রযোজনা 'একটি নিষিদ্ধ নাটক' মঞ্চায়ন করে। হাওড়ার রামগোপাল মঞ্চে প্রারম্ভিক পর্যায়ে নাট্যসম্মান অর্পণ করা হয় বর্ষীয়ান অভিনেতা ডা. বাসুদেব মুখোপাধ্যায় এবং বিশিষ্ট নাট্যকার তথা আলোচ্য নাটকের রচক শ্রী সৌমেন পালকে। নাটকের শুরুতেই অনবদ্য একটি রামকৃষ্ণ বন্দনা দর্শকদের মনোযোগ টেনে নেয়। একটা মাঝবয়সী মানুষ তারপর মঞ্চে ঢুকে এমনভাবে কথাবার্তা বলতে থাকে একটি কলেজের অধ্যক্ষের সাথে, তারপর একটা বদ্ এবং জটিল মানুষ হিসাবে মনে হতে থাকে। সময় যত এগোয়, লোকটাকে কোন কোনসময় মনে হয় ব্ল্যাকমেইলার এবং শয়তান। নাটকের শেষদিকে এসে বোঝা যায় যে লোকটা ছদ্মবেশব ধরে এসে আসলে সমাজ সচেতনতার দ্বায়িত্ব পালন করল। প্রমাণ করে দিল যে, প্রতারণা ব্যক্তির হোক বা সমষ্টির, প্রতারিত জনগণ যদি একজোট হয়, সমাজের ফোড়েরা তাদের বেশিদিন চুপ করিয়ে রাখতে পারে না। সমাজের প্রতিটি স্তরে বহু ধরনের গুপ্তরোগের চিকিৎসা অনিবার্য। সৌমেন পালের বলিষ্ঠ লেখনী আর তার সঙ্গে অজয় সাউয়ের সুচিন্তিত এবং বুদ্ধিদীপ্ত পরিচালনা তথা সুপ্রযুক্ত মঞ্চ-আলো-আবহ নির্মাণ নাটকটিকে সফল প্রযোজনা হতে সাহায্য করেছে। অনাবশ্যক আতিশয্যহীন ছিমছাম ড্রইং রুমে পাঁচ সদস্যের অভিনয় বেশ লেগেছে। একমাত্র মহিলা অভিনেত্রী মৌসুমী সাউ শুচিস্মিতার চরিত্রে মনভরানো অভিনয় করে গেলেন। প্রতিটা মুহূর্ত নির্মাণে চরম পেশাদারী দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। সংলাপ প্রক্ষেপণ এবং অভিব্যক্তি চমৎকার। অধ্যক্ষ সুস্নাত মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রে শাসন করেছে অভিনেতা বিপ্লব সরকারকে। তাঁর সংলাপগুলো নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল, কোনো কোনো জায়গায় ডুবেও যাচ্ছিল বলে শুনতে অসুবিধা হচ্ছিল। তবু বলব, তিনি যে একটা সৎ প্রয়াস রেখছেন ভালো অভিনয় করার-সেটা বোঝা যাচ্ছিল। আহির ভাস্কর চরিত্রটিকে অনির্বাণ ঘোষ আরও ভালোভাবে নির্মাণ করতে পারেতন-তাঁর সেই ক্ষমতা রয়েছে। স্মার্ট অভিনয় করতে চেষ্টা করেলও, তাঁর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা অতি-অভিনয়ে দুষ্ট হয়েছে। চরিত্রটি আরও ধৈর্য্যশীল এবং বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয় দাবী করে। বিপ্লব মণ্ডল গৃহভৃত্য পতিতপাবন চরিত্রটিকে মোটামুটি ঠিকঠাক রূপদান করেছেন। সেশে আসি ডা. শ্রীমন গুপ্তের কথায়। চরিত্র আর অভিনেতাকে আলাদা করা কষ্টসাধ্য হচ্ছিল-ঠিক যেমন হচ্ছিল মৌসুমীর ক্ষেত্রে। ডা. বাসুদেব ভট্টাচার্য জাত অভিনেতার পরিচয় দিয়েছেন। কণ্ঠস্বরটিও চমৎকার। প্রথম পর্যায়ে 'অভিনয়' আর দিতীয় পর্যায়ে পরিচয় উন্মোদিত হওয়ার পরে 'আচরণ'-নাট্যের এই দুটি প্রয়োজনকে অদ্ভুত দক্ষতায় পৃথকীকৃত রেখেছন। মঞ্চ আলো যথাযথ প্রয়োজন মেটালেও শেষ পর্যায়ে শ্রীমনের নীচে এসে সংলাপ বলার সময়কার আলো ঠিকঠাক হয় নি। চরিত্রগুলোর পারস্পরিক বোঝাপড়া ভালই ছিল। রূপসজ্জা কিন্তু প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি, আরও ভালো হওয়া উচিত ছিল। উচ্চ মধ্যবিত্ত স্তরের একজন ভদ্রমহিলার জন্য শাড়ি নির্বাচনে আরও মনোযোগ প্রত্যাশিত ছিল। আবহ সুন্দর হয়েছে। মোটের ওপর বলতে গেলে, একটি বাহুল্যবর্জিত নির্মেদ নাট্য আমরা দেখতে পেয়েছি-যেখানে নাট্যের গতি দর্শকদের অমনোযোগী হতে দেয় নি। পরিচালকের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। আরও একটা কথা বলা দরকার যে, এটিকে কিন্তু প্রথম অভিনয় বলে কখনও মনে হয় নি। অচিরেই এটি একটি অসাধারণ মঞ্চসফল প্রযোজনা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

স্বাধীনতা দিবসে শ্রোতা মাতলো চারণ কবি মুকুন্দ দাসের গানে

রামপুরহাট ঃ স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে চারণ কবি মুকুন্দ দাসের গান ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে মাতিয়ে দিল গান্ধর্বী সোসাইটির কুশীলবরা। তেমনি বাঁকুড়ার লোককবি পীতাম্বর দাসের একবার বিদায় দে মা যেমন আগত শ্রোতাদের চোখে জল এনে দিল। দেশাত্মবোধক গান, আবৃত্তিতে মুখরিত ছিল গান্ধর্বীর অঙ্গন। স্বাধীনতা দিবসের পাশাপাশি, দিনটি ছিল গান্ধর্বীর প্রতিষ্ঠা দিবসও। বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায় গান্ধর্বীর দীর্ঘ পথচলার কাহিনী সংক্ষেপে তুলে ধরেন। একের পর এক দেশাত্মবোধক গানের ডালি নিয়ে একটি সুন্দর সন্ধ্যা উপর দেয় গান্ধর্বী। কখনও সলিল চৌধুরীর এই দেশ এই দেশ আমার এই দেশ, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত আমার ভারতবর্ষ এবং রবীন্দ্রনাথের যে তোরে পাগল বলে, বিধির বাঁধন কাটবে তুমি কাজী নজরুল ইসলামের শিকল পরার গান এর মধ্যে দিয়ে উদ্‌যাপন হয় ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করে গান্ধর্বীর কর্ণধার সঙ্গীত শিল্পী চৈতি মজুমদার। সঙ্গতে সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, তাপস ভট্টাচার্য, কবিতা আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করেন অদৃতা, সোমলতা, নিলাদ্রী, অনমিত্র,অযন্তিক, সংগীতে -অগ্নিভ, শুভজিত, পৌলমী, প্রজ্ঞা, শ্রেয়া, সৌমজি, শাম্ভবী,আত্রেয়ী, মৌতৃষা, দেবশ্রী, পারমিতা, শ্রীময়ী, তুহিনা, তপতী, রজত, প্রিযাঙ্কা ,শুভ্রা ও বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায়।

ভারতের থেকে আশা রয়েছে বিশ্বের, প্রত্যাশা তরুণদের কাছে ঃ অনুরাগ

জয়পুর, ২৪ আগস্ট ঃ ভারতের থেকে আশা রয়েছে বিশ্বের, আমাদের প্রত্যাশা রয়েছে দেশের তরুণদের কাছে। এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। বৃহস্পতিবার রাজস্থানের জয়পুরের ইন্ডিয়া ২০৪৭, এনআইআইএমএস বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে অংশ নেন অনুরাগ ঠাকুর। এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, তরুণরা আমাদের দেশের বর্তমান ও ভবিষ্য। তাদের শক্তি ও উদ্যম অয়স্কর্ষণী। ভারত থেকে বিশ্বের আশা আছে এবং দেশের তরুণদের কাছ থেকে আমাদের আশা আছে। চন্দ্রযান-৩ মিশনের সাম্প্রতিক সাফল্য মহাকাশ কর্মসূচির প্রতি তরুণদের উৎসাহকে আরও বাড়িয়ে দেবে। তিনি আরও বলেছেন, ভারত বিশ্বের উজ্জ্বল স্থানে রয়েছে, তা স্টার্ট-আপে হোক অথবা আত্মনির্ভরতা কিংবা প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম। ভারতের চন্দ্রযান-৩ মিশনের সাফল্য প্রসঙ্গে অনুরাগ ঠাকুর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, গতকাল চাঁদে চন্দ্রযান-৩-এর সফল অবতরণের পর তরুণদের মধ্যে উন্মাদনা দেখা দিয়েছে।

জোহানেসবার্গে নৈশভোজে শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানাতে তার কাছে গেলেন মোদী

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা, ২৪ আগস্ট ঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নৈশভোজে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানাতে তার কাছে হেঁটে যান। ব্রিকসের বর্তমান চেয়ার এবং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা এ নৈশভোজের আয়োজন করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বুধবার প্রধানমন্ত্রীর কর্মব্যস্ততা সম্পর্কে সংবাদ ব্রিফিংয়ে বলেন, 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে কয়েক গজ দূরে থাকা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শেখ হাসিনার কাছে হেঁটে গিয়ে কুশল বিনিময় করেন এবং তারা কিছুক্ষণ পরস্পরের খোঁজ খবর নেন।' দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট বুধবার রাতে জোহানেসবার্গের গ্যালাঘের এস্টেট, মিড্রান্ডে তার আমন্ত্রণে ১৫ তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে জোহানেসবার্গে আসা রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের সম্মানে এই নৈশভোজের আয়োজন করেন। নৈশভোজে শেখ হাসিনা চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং এবং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসাসহ অন্যান্য কয়েকটি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণের সাথে কুশল বিনিময় করেন। মোমেন বলেন, 'খুবই সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে কুশল বিনিময় হয়েছে।

রামপুরহাট -ছাতরার মধ্যে ৩ য় লাইনের কমিশনিং কাজের জন্য সংশোধিত নিয়ম

কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ ১৯.৮.২৩ থেকে ৬.৯.২৩ পর্যন্ত রামপুরহাট এবং ছাতরা স্টেশনের মধ্যে ৩? লাইন চালু হওয়ার সাথে পূর্বের অ-ইন্টারলকিং নন-ইন্টারলকিং কাজের কারণে, পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগ কিছু ট্রেনের অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা করেছে। এখন একটি (০১) জোড়া অতিরিক্ত যাত্রীবাহী ট্রেন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যার মধ্যে ৩১.০৮.২০২৩ তারিখে বর্ধমান থেকে ০১ যাত্রী (ট্রেন নং ০৩৪৬৯) এবং ০১ যাত্রী বারহারওয়া থেকে (ট্রেন নম্বর ০৩৪৭০) ৩১.০৮.২০২৩ এবং ১২৫১৪ গুয়াহাটি-সেকেন্দ্রাবাদ সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (মালদাবাদ) ৩১.০৮.২০২৩ তারিখে আগমন) এবং ২২৫০৪ ডিব্রুগড় - কন্যাকুমারী বিবেক এক্সপ্রেস (মালদা ২৮.৮.২৩ এবং ৬.৯.২৩ তারিখে পৌঁছানো) আজিমগঞ্জ, কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম, আন্দুল, হাওড়া স্টপেজ, জাঙ্গিপুর রোড, হাওড়া স্টপেজ হয়ে ডাইভার্ট করা হবে। নবদ্বীপ ধাম, ব্যান্ডেল ও হাওড়া স্টেশন। অধিকন্তু, ২২৫০৩ কন্যাকুমারী - ডিব্রুগড় বিবেক এক্সপ্রেস (০২.০৯.২০২৩ তারিখে আন্দুল প্রস্থান) আন্দুল, হাওড়া, ব্যান্ডেল, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ হয়ে হাওড়া, ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, দিয়ে ডাইভার্ট করা হবে। ট্রেন চলাচলের অন্যান্য আগের ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

বন্দুকবাজের হামলায় মৃত ৭, ক্যালিফোর্নিয়ার বারে রক্তারক্তি কাণ্ড!

ক্যালিফোর্নিয়া, ২৪ আগস্ট ঃ মার্কিন মুলুকে আবার বন্দুকবাজের হামলা। ক্যালিফোর্নিয়ার একটি বারে হামলা চালায় অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকবাজ। এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ৭ জন। গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে প্রত্যেকের। ক্যালিফোর্নিয়ার ট্রবিউকো ক্যানিয়নের কুকস কর্নারে বারে ঘটনাটি ঘটে। আচমকাই অজ্ঞাসপরিচয় এক আততায়ী ওই বারে চড়াও হয়। তারপরই স্বয়ংক্রিয় বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ৭ জন। আরও ৬ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছে বলে খবর। তাঁদের নিকবর্তী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ওদিকে, পালটা নিরাপত্তারক্ষীদের ছোঁড়া গুলিতে মৃত্যু হয়েছে আততায়ীরও। এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে ক্যালিফোর্নিয়ার প্রশাসন।

ভারতের সোলার মিশন, ঘোষণা ইসরো প্রধানের

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট ঃ চন্দ্রায়ন ৩ সাফল্যের পর এবার ইসরোর লক্ষ্য সূর্য। চন্দ্রায়নের ল্যান্ডার বিক্রম চাঁদের দক্ষিণ মরু ছোঁয়ার পরপরই ইসরো প্রধান এস সোমনাথ ঘোষণা করেন ভারতের সোলার মিশনের কথা। তিনি জানান, সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে লঞ্চ করা হবে Aditya-L1। খুব কাছ থেকে সূর্যকে পরীক্ষা করে তথ্য পাঠাবে Aditya-L1। এর ফলে সূর্যের গতি প্রকৃতি ও পৃথিবীর উপরে তার প্রভাব সম্পর্কে অনেককিছুই জানা যাবে। এদিন এস সোমনাথ সাংবাদিকদের বলেন, পরিকল্পনা মতো সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। আশা করা যায় সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে Aditya-L1 লঞ্চ করা যাবে। একটি উপবৃত্তাকার কক্ষপথে Aditya-L1 প্রদক্ষিণ করবে। এটি এল ওয়ান পয়েন্ট পর্যন্ত যাবে। এই বিশাল দূরত্ব যেতে সময় লাগবে ১২০ দিন। উল্লেখ্য, গত ১৪ আগস্টই ইসরো জানিয়েছিল Aditya-L1 মিশনের কথা। Aditya-L1 লঞ্চ হলে এটিই হবে মহাকাশে সূর্যের উপরে গবেষণা করার জন্য ভারতের প্রথম অবজার্ভেটরি। প্রসঙ্গত, বুধবার চাঁদের মাটি ছুঁয়েছে ল্যান্ডার বিক্রম। ভারতীয় মহাকাশবিজ্ঞানের পরিসরে ঘটে গেল এক যুগান্তর। চন্দ্রযান - ৩-এর ল্যান্ডারের নাম 'বিক্রম', রোভারের নাম 'প্রজ্ঞান'। সেই ল্যান্ডার সফল ভাবে অবতরণ করল। ফলে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে প্রথম দেশ হিসেবে পা রাখল ভারত। এত দিন চাঁদের অনাবিষ্কৃত এই দক্ষিণ মেরুতে কোনও দেশের চন্দ্রযানই নামেনি। বুধবার সন্ধ্যা ৬টা ৪ মিনিটে চাঁদের মাটিতে অবতরণ করল চন্দ্রযান-৩। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার তথা 'ইসরো' আগেই জানিয়েছিল, চাঁদের নামার আগের শেষ কয়েকমিনিটই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই ফাঁড়া কাটিয়ে সাফল্যের মুখ দেখল চাঁদ-মিশন। চূড়ান্ত পর্যায়ের এই অবতরণ প্রক্রিয়ায় ১৯ মিনিট সময় লেগেছে। শুভ মুহূর্তটি পেরিয়ে যেতেই ট্যুইট করেছে ইসরো। চন্দ্রযান-৩-এর বয়ানে লেখা সেই ট্যুইটে ইসরো বলছে-- 'ভারত, আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছি!' চাঁদের মাটিতে ল্যান্ডার 'বিক্রম' নামার পরেই, তার একটি অংশ স্বয়ংক্রিয় ভাবে খুলে যাবে। একটি 'ইনক্লাইন্ড প্ল্যাটফর্ম' বা ঢালু জিনিস বেরিয়ে আসবে চাঁদের মাটিতে। ওই ঢালু পথ বেয়েই চাঁদের বুকে নামবে রোভার 'প্রজ্ঞান'। একটু বিশ্রাম নিয়ে তারপর ধীরে ধীরে চলা শুরু করবে 'প্রজ্ঞান'। ছ'টি চাকা এর। সেকেন্ডে ১ সেন্টিমিটার করে পথ হাঁটবে সে। রোভারটির সঙ্গে থাকবে স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা। চাঁদের মাটিতে অনুসন্ধান চালাবে এরা। ছবি তুলবে। 'প্রজ্ঞান' চাঁদ থেকে যা তথ্য সংগ্রহ করবে, তা সে পাঠিয়ে দেবে ল্যান্ডার 'বিক্রম'কে। 'বিক্রম' তা পাঠাবে পৃথিবীতে। একাধিক বৈদ্যুতিন যন্ত্র নিয়ে চাঁদে নামছে রোভার। চাঁদের ভূপ্রকৃতি কী ভাবে তৈরি হয়েছে, কী কী উপাদানে চাঁদের মাটি তৈরি, চাঁদের মাটিতে কোন ধরনের খনিজ বস্তু আছে-- এ সংক্রান্ত বার্তাই পাঠাবে 'প্রজ্ঞান'।

আইকনিক হাওড়া স্টেশনে যাত্রীদের অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য বিভাগীয় রেল ম্যানেজার পরিদর্শনের নেতৃত্ব দেন

কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ হাওড়ার ডিভিশনাল রেল ম্যানেজার শ্রী সঞ্জীব কুমার ২৩.৮.২০২৩ তারিখে হাওড়া স্টেশন চত্বরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলির একটি ব্যাপক পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনে হাওড়া স্টেশন এলাকা, ফুড কোর্ট, নির্মিত মেট্রো সাইট এবং প্ল্যাটফর্মগুলির একটি পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরিদর্শনের সময়, ডিভিশনাল রেল ম্যানেজার শ্রী সঞ্জীব কুমার হাওড়া স্টেশনের ঐতিহাসিক জিরো মাইল মার্কার পরিদর্শন করেন। এই অবস্থানটি অত্যন্ত তাৎপর্য বহন করে কারণ এটি পূর্ব ভারতের প্রথম ট্রেনের প্রস্থান পয়েন্টকে চিহ্নিত করে, যেটি ১৫ আগস্ট, ১৮৫৪ সালে হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত যাত্রা শুরু করেছিল। হাওড়া স্টেশন ভারতের রেলের ইতিহাস গঠনে ভূমিকা রেখেছে। পরিদর্শনটি স্টেশনের সুবিধা এবং অবকাঠামোর বিভিন্ন দিককে অন্তর্ভুক্ত করে, যার লক্ষ্য যাত্রীদের আরাম, নিরাপত্তা এবং দক্ষতা নিশ্চিত করা। শ্রী সঞ্জীব কুমার যাত্রীদের জন্য একটি আনন্দদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচ্ছন্নতার দিকে মনোনিবেশ করে প্ল্যাটফর্মগুলির অবস্থার যত্ন সহকারে মূল্যায়ন করেছেন। ডিআরএম-এর পরিদর্শন যাত্রীদের জন্য উপলব্ধ অফারগুলির গুণমান এবং বৈচিত্র্যের মূল্যায়ন করে ফুড কোর্ট পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। লক্ষ্য হল ভ্রমণকারীদের জন্য রন্ধনসম্পর্কীয় অভিজ্ঞতা বাড়ানো এবং বিভিন্ন স্বাদ এবং পছন্দ অনুসারে বিভিন্ন ধরণের বিকল্প সরবরাহ করা। হাওড়া স্টেশনের আশেপাশে চলমান মেট্রো নির্মাণ সাইটগুলিও পরিদর্শন করে। শ্রী সঞ্জীব কুমার এই প্রকল্পগুলির অগ্রগতির অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করেছেন, যাত্রীদের সুবিধার জন্য পরিবহনের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে বিরামহীন একীকরণের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। ডিআরএম শ্রী সঞ্জীব কুমার হাওড়া স্টেশনের মতো একটি ঐতিহাসিক এবং ব্যস্ত রেল হাব পরিচালনার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলি স্বীকার করে পরিদর্শন করা এলাকার সামগ্রিক অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। তিনি স্টেশনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য রক্ষা করে সুবিধার আধুনিকীকরণ ও মানোন্নয়নে রেল কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতির ওপর জোর দেন। ডিভিশনাল রেল ম্যানেজারের পরিদর্শন ভারতীয় রেল যাত্রীদের জন্য ভ্রমণ অভিজ্ঞতা উন্নত করার জন্য এবং রেল স্টেশনগুলি পরিবহন ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে রয়ে গেছে তা নিশ্চিত করার জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে।

জম্মু ও কাশ্মীরে দোকান চিরতরে বন্ধ হয়েছে ঃ মনোজ সিনহা

শ্রীনগর, ২৪ আগস্ট ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে 'সংঘাত সুবিধাভোগীদের' দোকান চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। জোর দিয়ে বললেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ- রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। বৃহস্পতিবার উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা বলেছেন, ৩০ বছরের দ্বন্দ্ব কিছু 'সংঘাত সুবিধাভোগীরা' তৈরি করেছিল, যারা নিজস্ব কোষাগার পূরণ করেছিল, নিজেদের সন্তানদের বিদেশে পাঠিয়েছিল এবং গরীব বাচ্চাদের রাস্তায় মরতে রেখেছিল। বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা সম্পর্কে মনোজ সিনহা বলেছেন, এই বছরের অমরনাথ যাত্রা রেকর্ড গেছে, এযাবৎ ৪.৫ লক্ষেরও বেশি তীর্থযাত্রী তীর্থযাত্রা করেছেন। জম্মু ও কাশ্মীরের বদগাম জেলার বিভিন্ন প্রকল্পের ই-উদ্বোধন করার পর শ্রীনগরের রাজভবনে এক সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময় উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা আরও বলেছেন, সংঘাত সুবিধাভোগীরা নিজেদের কোষাগার পূরণ করে, নিজেদের সন্তানদের পড়াশোনার জন্য বিদেশে পাঠায় এবং দরিদ্র শিশুদের রাস্তায় মরতে ছেড়ে দেয়। এই দ্বন্দ্ব সুবিধাভোগীদের দোকান ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট থেকে চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

Name Change

I, Ghazala Parween (old name) W/O Md Zainul Abedin Presently residing at Indraprast Pally Asansol, PS- Hirapur, Pin-713301, Paschim Bardhaman West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Gazala Perween, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 23/08/2023. Ghazala Parween and Gazala Perween both are same and one identical person.

Name Change

I, LAYLA KHATUN (old name) W/O SEFAR MALLIK Presently residing at Vill & PO-Kuchut, PS-Memari, Dist-Purba Bardhaman, Pin-713407 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) LAYALA MALLIK, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 24/08/2023. LAYLA KHATUN and LAYALA MALLIK both are same and one identical person.

Name Change

I BABUSONA DAS S/O CHITTARANJAN DAS R/O 99/90, JESSORE ROAD, BAPUJI COLONY, SOUTH DUMDUM(M), PS-DUMDUM, KOLKATA -700028,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BOSONTO DAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/08/2023. THAT BABUSONA DAS AND BOSONTO DAS SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SANKAR BURMAN S/O LATE PATITPABAN BURMAN R/O 103/1,SAMBHU HALDER LANE, PO- SALKIA, PS-M P GHORA, HOWRAH-711106, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHANKAR BURMAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/08/2023.SANKAR BURMAN AND SHANKAR BURMAN SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SEFAR MALLICK alias SHEFAR MALLICK (old name) S/O RASID MALLIK Presently residing at Vill & PO-Kuchut, PS- Memari, Dist- Purba Bardhaman, Pin-713407 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SEFAR MALLIK, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 24/08/2023. SEFAR MALLICK, SHEFAR MALLICK and SEFAR MALLIK both are same and one identical person.

Name Change

I, PARTH SARATHI MONDAL (old name) S/O LATE KISHORE MONDAL Presently residing at Nabapally, near Sitala Mandir, Madhya Baluria, Barasat (M), N.24.Pgs-700126 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) PARTHA SARATHI MONDAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 24/08/2023. PARTH SARATHI MONDAL and PARTHA SARATHI MONDAL both are same and one identical person.

Name Change

I, PRIYANKA DASGUPTA (old name) W/O SUBHABRATA DASGUPTA Presently residing at Rajendranibas, Amarabati, Nabapalli, Barasat-I, N. 24. Pgs-700126 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) PRIYANKA DASGUPTA SAHA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 24/08/2023. PRIYANKA DASGUPTA and PRIYANKA DASGUPTA SAHA both are same and one identical person.

Name Change

I, BALAI PAUL (old name) S/O LATE KALIPADA PAL Presently residing at Maniktala, Paschim Para, PO-Maniktala, N. 24 Pgs-743263 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) BALAI KRISHNA PAUL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 24/08/2023. BALAI PAUL and BALAI KRISHNA PAUL both are same and one identical person.

Name Change

I, MD GOLAM RASUL MONDAL (old name) S/O LATE AJIJ MONDAL Presently residing at Rudrapur, Kumra Kashipur, N 24 Pgs-743271 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RASUL MONDAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 24/08/2023. MD GOLAM RASUL MONDAL and RASUL MONDAL both are same and one identical person.

Name Change

I, Santu Kumar Bandyopadhyay alias Santu Bandyopadhyay son of Late Naba Kumar Bandyopadhyay residing at Village - Uttar Kanyanagar, PO - Kanyanagar, PS - Bishnupur, South 24 Parganas - 743398, West Bengal, India hereby declare that Santu Kumar Bandyopadhyay and Santu Bandyopadhyay are the names of one and same identical person i.e, myself vide an affidavit dated August 10, 2023 sworn before the Notary Public at City Civil Court Kolkata.

Name Change

I, NAJRUL ISLAM MONDAL alias NAZRUL MONDAL (old name) S/O BASIRUDDIN MONDAL Presently residing at Vill- Keudia, PO-Huria, PS- Khandoghosh, Dist-Purba Bardhaman, Pin-713424 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) NAZRUL ISLAM MONDAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 24/08/2023. NAJRUL ISLAM MONDAL, NAZRUL MONDAL and NAZRUL ISLAM MONDAL both are same and one identical person.

Name Change

I, KUSI KALOLWALA S/O SAIFUDDIN KALOLWALA Presently residing at 33/4, Prasanna Naskar Lane, PS-Kasba, Kolkata-700039 West Bengal, India, do hereby solemnly affirm & declaring my son's actual name BURHANUDDIN KALOLWALA instead of BURHANUDDIN KUSAI KALOLWALA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 24/08/2023. BURHANUDDIN KUSAI KALOLWALA and BURHANUDDIN KALOLWALA both are same and one identical person.

Name Change

I, BIMLA DEVI (old name) W/o MITHAI LAL SHARMA Presently residing at Anandanagar, Vidyasagar Pally, Chakpara, Howrah, West Bengal 711 203 WB. India, have changed my name to (shall henceforth be known as) BIMALA SHARMA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 24/08/2023. BIMLA DEVI and BIMALA SHARMA both are same and one identical person.

Name Change

I, TASNEEM RONAK (old name) W/O TAIYEB RONAK Presently residing at 57B, Golam Jilani Khan Road, B Block, 5 th Floor, PS-Tiljala, Kolkata-700039 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)TASLIM, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 24/08/2023. TASNEEM RONAK and TASLIM both are same and one identical person.

উৎসবের আমেজ বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রামে

চাঁদে রোভার প্রজ্ঞানের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের গুরুদায়িত্বে কৃষাণু নন্দী

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ২৪ আগস্ট ঃ প্রথম দেশ হিসেবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছে গিয়েছে ভারত। বুধবার ইতিহাস রচনা করল ইসরো। অজানা-অদেখা এই দক্ষিণ মেরু রহস্য মোড়া। চাঁদের এই অংশেই জলের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা প্রবল। আর তাই সেখানেই ল্যান্ডার বিক্রমকে অবতরণ করাল ইসরো। ল্যান্ডার এবং রোভার প্রজ্ঞান বেরিয়ে এসে পরিকল্পনা মাফিক কাজ শুরু করেছে। চাঁদ থেকে তিন লক্ষ কিলোমিটার দূরে ইসরোয় বসে এই প্রজ্ঞানকে পরিচালনা করার দায়িত্ব যে বিজ্ঞানী দলের কাঁধে তাঁদেরই অন্যতম কৃশানু নন্দী। বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের ব্লকের প্রত্যন্ত ডান্না গ্রামের কৃশানুর এই সাফল্যে খুশি পরিবার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, গ্রামবাসী এমনকি তাঁর গ্রামের স্কুলের শিক্ষকরাও। এই পাত্রসায়ের থেকেই উত্থান কৃশানুর। ঘরের ছেলেরও অবদান রয়েছে ভারতের চাঁদ জয়ে। গর্বে বুক ফুলেছে বাংলার এই জেলার। বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের ব্লকের প্রত্যন্ত ডান্না গ্রামে জন্মে বেড়ে ওঠা কৃশানুর। গ্রামের আর পাঁচটা সাধারণ চাষি পরিবারের মতোই পরিবারের আর্থিক অবস্থা। কিন্তু সেই অর্থনৈতিক অবস্থা চেপে রাখতে পারেনি কৃশানুর প্রতিভাকে। ছোট থেকেই অত্যন্ত মেধাবী কৃশানুর পড়াশোনা শুরু গ্রামেই। পরবর্তীতে গ্রামের পার্শ্ববর্তী বামিরা গুরুদাস বিদ্যায়তন থেকে মাধ্যমিক পাস করে তিনি ভর্তি হন বাঁকুড়ার কমলপুর নেতাজি হাইস্কুলে। সেখান থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে কৃশানু তথ্যপ্রযুক্তিতে বি.টেক. করেন কলকাতার আরসিসি ইন্সটিটিউট অফ ইনফরমেশান টেকনোলজি থেকে। পরে যাদবপুর থেকে এম.টেক. করেন তিনি। এম.টেক. শেষ হওয়ার আগেই একই সঙ্গে বিএসএনএল ও ইসরোতে চাকরি পান কৃশানু নন্দী। ইসরো ছিল স্বপ্ন, তাই সেই সুযোগ পেয়ে আর কোনও দ্বিতীয় ভাবনাই ছিল না। প্রতিবেশীরা বলছেন, বিএসএনএল অপেক্ষা বেতন কম জেনেও ইসরোর অফারটি গ্রহণ করেই চাকরিতে যোগ দেন কৃশানু। ইসরো চন্দ্রযান মিশন গ্রহণ করলে চাঁদের বুকে রোভারের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের জন্য যে বিজ্ঞানীদলকে ইসরো বেছে নেন তার মধ্যে জায়গা করে নেয় বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের ব্লকের প্রত্যন্ত ডান্না গ্রামে ছেলেও। বুধবার চন্দ্রযান চাঁদের বুকে সফল অবতরণ করার পরই কাজ শুরু রোভার প্রজ্ঞানের। অবতরণের আড়াই ঘণ্টা পর তাঁর পেট থেকে বেরিয়ে আসে প্রজ্ঞান। এই রোভার প্রজ্ঞানকে পরিচালনার কাজেই আপাতত দম ফেলার ফুরসৎ নেই কৃশানুর। গতকাল চন্দ্রযান অবতরণের পর ইসরোর বিজ্ঞানীদের উদযাপনের যে ছবি সরাসরি সম্প্রচারে ধরা পড়ে তাতে দেখা যায় সেই উচ্ছাসে যোগ দিয়েছেন বাংলার এই কৃতি বিজ্ঞানীও। কৃশানুর এই সাফল্যে গর্বিত তাঁর পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, গ্রামের মানুষ এমনকি কৃশানুর ছোটবেলার স্কুলও। সর্বত্রই চলছে দেশের সঙ্গে সঙ্গে এই তরুণেরও সাফল্যের উদযাপন। হাই স্কুলের শিক্ষক কৃশানুর জামাইবাবু শৌভিক নায়েক বলেন, দীর্ঘ সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে। কৃশানু মঙ্গলবার অফিসে গিয়েছে। তারপর থেকে বাড়ির সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগ নেই। আমরাও এই সময় তাকে বিরক্ত করতে চাইনি। দেশের এই সাফল্যে কৃশানুর পরিশ্রম মিশে থাকায় তাকে নিয়ে আমরা গর্বিত।

প্রধানের দ্বায়িত্বভার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৪ আগস্ট ঃ গোটা মালদা জেলার সঙ্গে কালিয়াচক -১ নম্বর ব্লকেও বৃহস্পতিবার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন নবনির্বাচিত প্রধান এবং উপপ্রধানরা। এদিন কালিয়াচকের গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হিসাবে সরকারিভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন বাখরপুর গ্রামের বাসিন্দা তথা তৃণমূলের অঞ্চল কমিটির সহ-সভাপতি মহম্মদ খানের স্ত্রী রোহিমা হোসেন। উপপ্রধান হিসাবে দায়িত্ব নেন দলের অঞ্চল কমিটির আর এক সহ-সভাপতি কামাল হাসানের স্ত্রী মেহেরুন নেসা। নয়া প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ পর্বে উপস্থিত ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী আধিকারিক, নির্মাণ সহায়ক, সচিব-সহ অন্যান্যরা। নতুন প্রধানকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করার পাশাপাশি হিসেবপত্র বুঝিয়ে দেন পঞ্চায়েত কর্মীরা। গয়েশবাড়ি এলাকার নিকাশি সমস্যার বেহাল দশার বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে তা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেন তৃণমূলের নতুন প্রধান রোহিমা হোসেন। পানীয় জলের সমস্যাটিকেও অগ্রাধিকার দেন রোহিমা হোসেন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের সহযোগিতা নিয়ে এলাকার উন্নয়নে ঝাঁপিয়ে পড়ার আশ্বাস দেন নয়া প্রধান রোহিমা হোসেন।

বাজেয়াপ্ত টাকা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ আগস্ট ঃ উপনির্বাচনের আগে ভিন রাজ্যের বাসিন্দাদের কাছ থেকে বিপুল নগদ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ধূপগুড়িতে। উপনির্বাচনের আগে নাকা চেকিংয়ে উদ্ধার হল প্রচুর নগদ। এই ঘটনায় অসমের ছ'জনকে আটক করেছে পুলিশ। ৫ সেপ্টেম্বর ধূপগুড়ি বিধানসভায় উপনির্বাচন। নির্বাচনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ওই এলাকার বিভিন্ন পয়েন্টে নাকা চেকিং চলছে। বুধবার রাতে শালবাড়ি এলাকাতেও পুলিশ চেকপোস্টে চলছিল নাকা চেকিং। সেই সময় গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে সাড়ে ১৩ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। সমস্ত নগদ ৫০০ টাকার নোটে ছিল বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা। জানা গিয়েছে, বিহারগামী বিলাসবহুল গাড়িতে বিপুল পরিমাণ টাকা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কী উদ্দেশ্যে এই টাকা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা তদন্ত করে দেখছেন পুলিশ কর্মীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, যাদের কাছ থেকে টাকা উদ্ধার হয়, তাঁরা দুধের ব্যবসা করেন বলে দাবি করেছেন সকলে। মহিষ কেনার জন্য টাকা নিয়ে যাচ্ছিলেন বলেও দাবি। যদিও তদন্তকারীদের দাবি, এখনও পর্যন্ত টাকার স্বপক্ষে বৈধ কাগজপত্র তাঁরা দেখাতে পারেনি। তাই সাড়ে ১৩ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

বনধের বিরোধিতা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ আগস্ট ঃ বৃহস্পতিবার ছাত্রী মৃত্যুর ঘটনায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ডাকা বনধের বিরোধিতায় রাস্তায় নামে তৃণমূল ও তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন। এদিন শিলিগুড়ির রাজপথে নেমে হাতজোড় করে মেয়র নিজেই ব্যবসায়ীদের কাছে আবেদন করেন দোকান খুলে রাখবার জন্য। উল্লেখ্য সম্প্রতি মুখ থেঁতলানো অবস্থায় এক ছাত্রীর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয় শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায়। স্কুল ড্রেস পরা অবস্থাতেই খুন করা হয় ওই নাবালিকা কিশোরকে। যার প্রতিবাদে বিগত কিছুদিন ধরেই উত্তাল গোটা শহর। প্রতিবাদ স্বরূপ পথ অবরোধ, বিক্ষোভ, থানা ঘেরাও চলেছে। প্রসঙ্গত গতকাল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ঘোষণা করে ধর্মঘটের। আজ ১২ ঘন্টা বনধ ডাকা হয়। উক্ত খুনের ঘটনায় দোষীর ফাঁসি ও কঠোর শাস্তির দাবিতেই মূলত এইদিনের বনধ। সকাল থেকে বনধের মিশ্র প্রভাব পড়েছে শহরে। যান চলাচল করলেও স্বাভাবিক দিনের তুলনায় আনকটাই কম। বিভিন্ন বাজারগুলোতে দোকান পাটও বন্ধ ছিল। অপরদিকে এই বনধের বিরোধিতায় রাস্তায় নামে তৃণমূল ও আইএনটিটিইউসি। রাস্তায় নামেন খোদ শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব ও এমএমআইসির সদস্যরা। শহরের সেবক রোড, হিলকার্ট রোড প্রদক্ষিণ করে ব্যবসায়ীদের কাছে আর্জি জানান দোকান খোলার জন্য।

বিশ্বভারতীর তিন ছাত্র হোস্টেল থেকে বিতাড়িত

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৪ আগস্ট ঃ র‍্যাগিং কাণ্ডে অভিযোগ পেয়েই তিন অভিযুক্ত ছাত্রকে ছাত্রাবাস থেকে বিতাড়িত এবং তাদের দুই সেমেস্টারের জন্য নিলম্বিত করলো। বিশ্বভারতীতে অভিযুক্ত ছাত্রদের ধরতে নিজেই তল্লাশি চালান উপাচার্য। গভীর রাত পর্যন্ত মিটিং ডেকে অভিযুক্তকে হোস্টেল থেকে বহিস্কার করে বিশ্বভারতী। পরে আরেক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যদিও আশ্চর্যজনকভাবে বিশ্বভারতীতে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত ছাত্রীদের অভিযোগে নিশ্চুপ। উল্লেখ্য, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিচু বাংলো হোস্টেলের তিন ছাত্র শুভ সরকার, অঙ্কিত কুমার এবং মনীশ কুমারের বিরুদ্ধে হোস্টেলের অন্য এক আবাসিক ছাত্র র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ আনেন। পাশাপাশি ওই ছাত্র, ঘটনার দিন সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ ইউজিসির অ্যান্টি র‍্যাগিং ফোরাম, উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর অফিসে মেল করে অভিযোগ জানান। সেদিনই রাত ৮টা নাগাদ ইউজিসির পক্ষ থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য বিশ্বভারতীকে বলা হয়। র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ পাওয়া মাত্রই রাতেই পূর্ব পল্লী বয়েজ হোস্টেলে অভিযান চালান খোদ উপাচার্য। সেই সময় অভিযুক্ত এক ছাত্র পালিয়ে যাওয়ার সময় তাকে হাতেনাতে ধরেন উপাচার্য ও নিরাপত্তা রক্ষীরা। ঐ সময় নিচু বাংলো বয়েজ হোস্টেলে অভিযুক্ত আরও এক ছাত্রকে ঐ হোস্টেলে পাওয়া যায়। তাকে পূর্বপল্লী হোস্টেল আসার কারন জিজ্ঞাসা করলে সঠিক উত্তর দিতে পারেননি সে। তাকেও আটক করা হয়। এরপরই অভিযুক্ত তৃতীয় ছাত্রের খোঁজ নিচু বাংলো হোস্টেল হানা দেয় উপাচার্য। সেখানে অভিযুক্তকে ঘরে না পেয়ে তার ঘরে দুটো তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। ধৃত দুই ছাত্রকে হোস্টেল ঘর খালি করে তাদের বই পত্র জিনিস নিয়ে রাতেই সেন্ট্রাল অফিসে হাজির করা হয়। তাদেরকে রাতেই মিটিং করে হোস্টেল থেকে বহিস্কার করার কথা জানিয়ে দেয় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। পলাতক অপর এক ছাত্রকে রাতেই ধরে বিশ্বভারতী। ধৃত তিন ছাত্রকে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর পূর্বপল্লী গেস্ট হাউসে রাখা হয়। অভিযুক্ত তিন ছাত্রের এক অভিভাবক হাজির হন বলে সূত্রের খবর। তিন অভিযুক্ত ছাত্র বিশ্বভারতীর ভাষা ভবনের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। তাদের মধ্যে দু'জন ফ্রেঞ্চ ও একজন জার্মান ভাষার ছাত্র ছিল।

কৃতী ছাত্রদের সাফল্য উদযাপন করা হল কলেজে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ আগস্ট ঃ চাঁদ ছুঁয়েছে বিক্রম। আর এই সফল উত্তোরনের নেপথ্যে যে বিজ্ঞানীরা কাজ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন জলপাইগুড়ি গর্ভমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ৬ ছাত্র। এরা হলেন কৌশিক নাগ, নিরঞ্জন কুমার, সঞ্জয় দলুই, অমরনাথ নন্দী, সৌমিক সরখেল, মুকুন্দ কুমার ঠাকুর। ছাত্রদের কৃতিত্বে গর্বিত কলেজ। বৃহস্পতিবার বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সেই সাফল্য সেলিব্রেট করলেন অধ্যক্ষ থেকে অধ্যাপকেরা। কয়েক হাজার লাড্ডু বিতরন হলো জলপাইগুড়ি গর্ভমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। কলেজের পরিকল্পনা কৃতি ছয় ছাত্র ফিরলে তাঁদের সংবর্ধনায় ভরিয়ে দেওয়া হবে।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৮৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ২২-০৮-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ৪২-এপি-।-২০২৩। **কাজের নাম ঃ** মরাডাঙা-গোলোকগঞ্জ টিএফআর-৪৫.০০ কিমি। টেন্ডার মূল্যঃ ৬৫,৪৯,৪৬৪.৮০ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,৩১,০০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৮-০৯-২০২৩ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ১৮-০৯-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

PHILLIPS CARBON BLACK LTD.

Registered Office : DUNCAN HOUSE, 31, Netaji Subhas Road, Kolkata- 700001

NOTICE is hereby given that the Certificate(s) for the under mentioned Equity Shares of the Company have been lost / misplaced and the holder(s)/ purchaser(s) of the said Equity Shares have applied to the Company to issue duplicate Share Certificate(s).

Any person who has a claim in respect of the said Shares should lodge the same with the Company at its Registered Office within 15 days from this date else the Company will proceed to issue duplicate certificate(s) to the aforesaid applicants without any further intimation.

Folio No.	Name of Shareholder	Certificate No.	No.of Shares	Face Value Per Share	Distinctive Nos. From To
S02410	Shah A V	25401	10	Rs. 10/-	183902 - 183911
		240967	9	Rs. 10/-	2290746 - 2290754

Name & Address of Shareholder
Shah A V
25, Mangrol Niwas, 3rd Floor
Jain Derasar Marg, Next to Jain Temple,
Santacruz, West Mumbai, 400054

Date : 25.8.2023

NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-10/2023-24 (2nd Call) of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 01(One) no. works/Schemes under SBM(G) Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in Reference Tender ID: 2023_DM_559550_1.** Document download/sell starting from **23.08.2023 up to 29.08.2023 4.00 PM.** Bid submission starting **from 23.08.2023 up to 29.08.2023 at 04:00 pm.** And Opening on **31.08.2023 at 04:05 P.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

ABRIDGED TENDER NOTICE

NOTICE INVITING e-TENDER

Memo No – 476/Tender/2023-24/Haldia PS
Dated 23.08.2023

The Executive Officer, Sutahata Panchayat Samiti invites tender from bonafied bidders for Supply of E-Cart for the purpose of collecting and transportation of dry waste especially plastic waste in different Gram Panchayat within Sutahata Panchayat Samiti. Details may be accessed and duly responded through **http://www.wbtenders.gov.in** from **23rd August, 2023 (Wednesday) at 17-00 Hours to 29th August, 2023 (Tuesday) up to 11-00 Hours.**

Sd/- Executive Officer,
Haldia Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ জিএসইউ/ইলেক্ট/এএসএন/২০২৩/১২, তারিখঃ ২৩.০৮.২০২৩। ডেপুটি সিপিএম/ইলেক্ট/জিএসইউ/আসানসোল, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য বৈধ ইলেকট্রিক কন্ট্র্যাক্টর লাইসেন্স এবং সুপারভাইজরি লাইসেন্স আছে এমন এবং নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদনে আর্থিকভাবে সক্ষম নামী টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার কেস নংঃ জিএসইউ/ইলেক্ট/এএসএন/২০২৩/১২, কাজের নামঃ** অমৃত ভারত স্টেশন স্কীমের অধীনে মনোনীত স্টেশনে সুগম্য ভারত অভিযানের অধীনে এসক্যালেটর কাজের ব্যবস্থা। (পার্ট-।ঃ গতি শক্তি ইউনিট, আসানসোলের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে আসানসোলে অমৃত ভারত স্টেশন স্কীমের অধীনে উন্নয়নের জন্য স্টেশনে অমৃত ভারত স্টেশন স্কীমের অধীনে এসক্যালেটর কাজের ব্যবস্থার (মোট ৪টি – এসটিএল-২টি, ইউডিএল-২টি) জন্য বৈদ্যুতিক কাজ (সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং চালুকরণ)। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২,২০,৬৪,৩৩২.৪৮ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ২,৬০,৩০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ৯ মাস। **কাজের জন্য প্রস্তাবের বৈধতাঃ** খোলার তারিখ থেকে ৪৫ দিন। **খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৮.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১২টা। সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-তে দেখা যাবে।

ASN-95/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

SBI — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমইসি বিধাননগর শাখা, কোড নং ঃ ১৫৭৪৫
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), ১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত আধিকারিকের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ জয়ন্ত কুমার ভৌমিক, **e-mail ID :** sbi.15745@sbi.co.in মোবাইল নং ঃ +৯১৯৬৭৪৭১০৮১৬

(দেখুন বন্দোবস্ত ধারা ৮(৬) ও ধারা ৯(১)) বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ে

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ সুদ নিরাপত্তা আইন, ২০০২ সঙ্গে পড়তে হবে বন্দোবস্ত ধারা ৮(৬) ও ধারা (১) সুদ নিরাপত্তা (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২।

তারিখ ও সময় ই-নিলামের ঃ তারিখ ঃ ১১.০৯.২০২৩।

সময় ঃ ২৪০ মিনিট সকাল ১১.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৩.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। প্রতি দরের ক্ষেত্রে সীমাহীন বর্ধিত ১০ মিনিট।

দর-পূর্ব ইএমডি জমা করার শেষ তারিখ ঃ ''আগ্রহী দরদাতারা জমা করতে পারেন দর-পূর্ব ইএমডি এমএসটিসি-তে ই-নিলাম বন্ধ হওয়ার পূর্বে। দর-পূর্ব ইএমডি ক্রেডিট প্রদান করা হবে দরদাতাদের কেবলমাত্র এমএসটিসি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রদানের রিসিপ্ট পাওয়ার পর এবং তা আপডেট করার তথ্যাবলী ই-নিলাম ওয়েবসাইটে। ব্যাঙ্কের পদধিতি অনুসারে এই কাজে কিছু সময় লাগতে পারে এবং দরদাতারা, নিজেদের আগ্রহে তা করবেন, তাদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে জমা করতে দর-পূর্ব ইএমডি রাশি জমা করতে অগ্রিম শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়ানোর জন্য।''

এতদ্বারা জনস্বার্থে এবং বিশেষভাগে গ্রাহক এবং জামিনদারদের সূচিত করা যায় যে নিম্নবর্নিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী/ দায়বদ্ধ রয়েছে সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে, যার শারিরীক অধিগ্রহণ করেছেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র অনুমোদিত আধিকারিক, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত ঋণদাতা, যা বিক্রয় করা হবে **''যেখানে রয়েছে'', ''যাকিছু রয়েছে'', এবং ''সেখানে যাকিছু রয়েছে'' ভিত্তিতে ১১.০৯.২০২৩ তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকায় পুণরুদ্ধার করতে টাকা. ২১,৭১,১৫৮.০০ ১৮.০৭.২০২৩ তারিখে** সঙ্গে সুদ এবং এবং পরবর্তী ব্যয় যা বকেয়া রয়েছে সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে **মে. এ সি এন্টারপ্রাইজ, মালিক ঃ অরূপ কুমার চক্রবর্তী (অ্যাকা. নং. ৩২২৫০২৫৪৬৫৫)।**

সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময় ঃ ০৮.০৯.২০২৩। সময় সকাল ১১.০০ ঘটিকা থেকে দুপুর ২.০০ ঘটিকা।

ক্র. নং.	স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষুদ্র বিবরণ সঙ্গে জ্ঞাত দায় সহকারে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না মূল্য
১	মূল সম্পত্তি (বাগান জমি) পরিমাপ ০৯.০৫ ডেসিমেল বা ০৫ কাঠা ০৮ ছটাক সঙ্গে সমস্ত ব্যবহারিক অধিকার যা রয়েছে মৌজা-হানসিয়া, জেএল নং. ২৪, তৌজি নং.০৩, খতিয়ান নং. ১, এলআর খতিয়ান নং. ১৭০, আরএস ও এলআর দাগ নং.-১৯৪, চড়কতলা মোড়া, পোস্ট-শ্যামনগর, থানা-জগদ্দল, অধীন কাউগাছি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩১২৭। **মালিক ঃ শ্রী অরূপ কুমার চক্রবর্তী (মালিক)। অধিগ্রহণের ধরণ ঃ শারিরীক**	টাকা. ২৬,২৫,০০০.০০	টাকা. ২,৬২,৫০০.০০
		দর বর্ধিত রাশি ঃ ১০,০০০.০০	

বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী বিক্রয়ের, জানতে দয়াকরে দেখুন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া প্রদত্ত লিংক, সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট -**https://www.sbi.co.in** ও ই-নিলাম পদ্ধতি পরিচালনা, দয়াকরে দেখুন মে. এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিংক **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** ও-**https://tenders.gov.in**।

তারিখ ঃ ২৫.০৮.২০২৩,
স্থান ঃ কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মাভেন্স বায়োটেক লিমিটেড

CIN : L17297WB1981PLC034226

রেজি. অফিস ঃ রুম নং. ৪০৭, ৪র্থ ফ্লোর, পারমিসিস নং. ৪, ক্লাইভ রো, কলকাতা-৭০০০০১

ই-মেলঃ investors@mavensbiotech.com,
ওয়েবসাইট ঃ www.mavensbiotech.com

৪১ তম বার্ষিক সাধারন সভা, ই-ভোটিং এবং বুক ক্লোজার বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা যায় **৪১তম (একচল্লিশ)** বার্ষিক সাধারন সভা (এজিএম) কোম্পানির অনুষ্ঠিত হবে **১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (সোমবার) বিকাল ৩.৩০ ঘটিকায়** আইএসটি, ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) বানিজ্যিক আলোচনায় যা উল্লেখ রয়েছে এজিএম নোটিসে। **কোম্পানি প্রেরণ করেছে ৪১তম এজিএম নোটিস সঙ্গে বার্ষিক প্রতিবেদন আ. ব.** ২০২২-২০২৩ ১১.০৮.২০২৩ তারিখে, ইলেকট্রনিক মোডে সেই সদস্যদের যাদের ই-মেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট এবং ডিপোজিটারিতে। এজিএম নোটিসের ফিজিক্যাল কপি প্রেরণ স্থগিত রয়েছে এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার মোতাবেক।

২. কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩, ইন্টার-আলিয়া, সঙ্গে নোটিস এবং বিস্তারিত বিবরণী ৪১তম এজিএম-এর পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে- www.mavensbiotech.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে-www.cse-india.com। একই কপি পাওয়া যাবে সেন্ট্রাল ডিপোজিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইটে- https://www.evotingindia.com/।

৩. অনুসারী হিসাবে ধারা ১০৮ কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪ সংশোধনী সময় সময়, এবং ধারা ৪৪ সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫, কোম্পানি সদস্যদের প্রদান করছে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা এজিএম চলাকালীন এবং তার পূর্বে ব্যবসায়িক আলোচনার জন্য এজিএমে এবং এই ক্ষেত্রে, কোম্পানি নিযুক্ত করেছে সিডিএসএল-কে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান সুবিধা দিতে।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত নির্দেশাবলী প্রদান করা হয়েছে এজিএম নোটিসে। সদস্যদের তা দেখতে অনুরোধ জানানো যায় ঃ

ক. রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার উল্লেখিত মেয়াদ ঃ

রিমোট ই-ভোটিং শুরু	**বৃহস্পতিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (সকাল ৯.০০ ঘটিকা)**
রিমোট ই-ভোটিং শেষ	**রবিবার ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (বিকাল ৫.০০ ঘটিকা) পর্যন্ত**

রিমোট ই-ভোটিং মডিউল বন্ধ করবে সিডিএসএল ভোটদান মেয়াদের পর এবং সদস্যরা উল্লেখিত তারিখ এবং সময়ের পর ভোটদান করলে তা বৈধ বিবেচিত হবে না।

খ. সদস্যদের ভোটাধিকার বিবেচিত হবে তাদের শেয়ারের প্রদেয় ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে কোম্পানির **সোমবার, ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (কাট-অফ তারিখ)**। রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থা আরও পাওয়া যাবে সভা চলাকালীন এবং সদস্যরা সেই সদস্যরা ভোটদান করতে পারবেন, যারা আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ে ভোটদান করেননি, যদি উভয়ভাবে ভোটদান হয়ে থাকে তাহলে গননায় শুধুমাত্র ই-ভোটিং গ্রহণযোগ্য হবে।

গ. যদি কোন ব্যক্তির নাম রেজিস্টার হয় সদস্য রেজিস্টারে কাট-অফ তারিখে তাহলে তিনিই রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাবেন পূর্বে অথবা এজিএম চলাকালীন।

ঘ. যদি কোন ব্যক্তি শেয়ার নিয়ে কোম্পানির সদস্য হয়ে থাকেন নোটিস প্রেরনের পর এবং শেয়ার ধরে রাখেন কাট-অফ তারিখে, তাহলে লগ-ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য পেতে আবেদন জানান -helpdesk.evoting@cdslindia.com অথবা যোগাযোগ করুন টোল ফ্রি নাম্বারে-১৮০০২২৫৫৩৩, যা প্রদান করছে সিডিএসএল অথবা যদি কোন ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন থাকে আপনি পাবেন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চান (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল যা পাবেন-www.evotingindia.com অধীন হেল্প বিভাগে। যদি কোন ব্যক্তি সদস্য না হয়ে থাকেন কাট-অফ তারিখে তাহলে তিনি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য এজিএম নোটিস পাবেন।

৪. আরও বিজ্ঞাপিত করা যায় অনুসারী ধারা ৯১ আইন এবং ধারা তার পরবর্তী সময়ে এবং ধারা ৪২ সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫, সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক কোম্পানির বন্ধ থাকবে **মঙ্গলবার, ০৫.০৯.২০২৩ থেকে সোমবার, ১১.০৯.২০২৩ (উভয় দিন সহ)।**

মাভেন্স বায়োটেক লিমিটেড
জয় প্রকাশ
সর্বক্ষণের পরিচালক
(DIN:02525414)

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৪.০৮.২০২৩

DESTINY LOGISTICS & INFRA LIMITED

CIN: L63090WB2011PLC165520

Regd. Office: 375, Dakshindari Road, Kolkata 700048, Parganas North, West Bengal, India
Corporate Office: Unit No. 708, 7th Floor, ECO Centre, Block-EM-4 Sector-V, Salt Lake, Kolkata-700091, West Bengal, India
Website: www.destinyinfra.in **Email ID:** cs@destinyinfra.in **Phone No.: +91 9836000343**

NOTICE OF TWELVTH (12TH) ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

Members are hereby informed that Twelvth (12th) Annual General Meeting ('AGM') of the Shareholders of Destiny Logistics & Infra Limited ("the Company") will be held on **Tuesday, 19th September, 2023, at 12.00 p.m. (IST)** through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM'), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder ("Act") and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all the applicable circulars on the subject matter issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business as set out in the Notice of 12th AGM of the Company.

Members will be able to attend and participate in the AGM by VC/OAVM only. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. In compliance with the applicable circulars issued by the MCA and SEBI on the subject matter, Notice of 12th AGM and Annual Report for FY 2022-23 will be sent only by electronic mode to all the members whose email addresses are registered with the Depository Participants/Registrar and Transfer Agent/ Company. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register / update their email addresses with their Depository Participants ("DP") by following procedure prescribed by DP.

The Company has engaged services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for providing remote e-voting facility ('remote e-voting') to all its members to cast their vote on all resolutions set out in the Notice of 12th AGM. Additionally, the Company through CDSL is providing the facility for e-voting during AGM (e-voting) to all the members who have not casted their votes through remote e-voting.

The details such as manner of (i) registering / updating email addresses, (ii) casting vote through remote e-voting/e-voting for the members including those who are holding shares in physical form or those who have not registered their email addresses with the Company ; and (iii) attending the AGM through VC / OAVM has been set out in the Notice of the AGM which will be emailed in due course.

The members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of 12th AGM (being sent electronically) and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting facility at the AGM.

The Notice of 12th AGM and Annual Report for FY 2022-23 will also be made available on the Company's website at www.destinyinfra.in, and website of the stock exchange, i.e., National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

For **Destiny Logistics & infra Limited**
Sd/-
Rekha Bhagat
Managing Director
DIN- 03564763

Date: 24th August, 2023
Place: Kolkata

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Ex.Eng. (C)/Br.-VI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/VI/046/017/2023-2024/R
Name of work **: Maintenance of drainage system at British India Street, Croocked Lane and also different places in Ward No.046.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,99,542.00.** Earnest Money **: Rs.6,100.00.**

2. NIT NO. : KMC/VI/046/019/2023-2024/D
Name of work **: Restoration of Paver Block Footpath disturbed by Airtel, CESC and Water Supply at 11, 3 C.R. Avenue, P-16, 4 Bentinck Street, 20 G.C. Avenue, 34A to 32B Lenin Sarani etc. and its adjacent area in Ward No.46.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.3,90,883.00.** Earnest Money **: Rs.8,000.00.** Period of Completion **: 50 Days (for Sl.No. 1 & 2).**

3. NIT NO. : KMC/VI/046/020/2023-2024/R
Name of work **: Improvement of IPS Passage at 87 Metcalf Street, 27 Metcalf Street in Ward No.46.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,91,012.00.** Earnest Money **: Rs.5,900.00.** Period of Completion **: 35 Days.**

4. NIT NO. : KMC/VI/046/021/2023-2024/D
Name of work **: Restoration of Paver Block Footpath disturbed by JIO Digital Fibre Private Ltd. at Bertram Street from Lindsay Street crossing to Humayun Place J.L. Nehru crossing etc. in Ward No.46.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.1,92,209.00.** Earnest Money **: Rs.3,900.00.** Period of Completion **: 25 Days.**

5. NIT NO. : KMC/VI/047/013/2023-2024/R
Name of work **: Construction of Pits along G.C. Avenue & Biplabi Anukul Ch. Street & its adjoining area in Ward No.047.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,55,396.00.** Earnest Money **: Rs.9,200.00.**

6. NIT NO. : KMC/VI/052/007/2023-2024/D
Name of work **: Restoration of damaged and disturbed I.P.S. and Concrete Passages and Footpath at 9 Sooker Sarkar Lane, 4, 19/1, 33 Uma Das Lane, 3/B/2 Mott Lane, 26 Market Street and adjacent area in Ward No.52.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,90,148.00.** Earnest Money **: Rs.5,900.00 .**

7. NIT NO. : KMC/VI/055/015/2023-2024/R
Name of work **: Urgent repairing work due to Land Slide of Footpath beisde Wing Wall of Railway Bridge No.2 at Ananda Palit Road in Ward No.55.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,70,660.00.** Earnest Money **: Rs.9,500.00**

8. NIT NO. : KMC/VI/062/021/2023-2024/R
Name of work **: Maintenance of Drainage System at 16, 35C AGA Mehdi Street, 5 Komedan Bagan Lane, 9 Ripon Street, 4/2H/7 N.A. Latif Street, 10/1 A.K. MD. Siddique Lane etc. in Ward No.62.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,59,580.00.** Earnest Money **: Rs.9,300.00.** Period of Completion **: 60 Days (for Sl.No. 5 to 8).**

9. NIT NO. : KMC/VI/054/014/2023-2024/D
Name of work **: Restoration of Paver Block Footpath, I.P. & Concrete Passage disturb by P.U Agency at 4 Gope Lane 28/H/4, 39/1/H/4, 47/1 S.S.A. Road 3/1 Mistypara Lane, 20/B G.C. Bose Road, 46 M.I. Lane, 11 Ismail Street etc. in Ward-54.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,55,277.00.** Earnest Money **: Rs.9,200.00.** Period of Completion **: 45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 04.09.2023 at 1 p.m. (for Sl.No.1 to 9).** Tender opened on **07.09.2023 at 1 p.m. (for Sl.No. 1 to 9).** The bid forms and other details are available on and from **23.08.2023 at 6 p.m. (for Sl.No. 1 to 9)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 9).**

The Executive Engineer (Civil), Br.-IX, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/IX/071/039/2023-2024/R (1st Call)
Name of work **: Maintenance of Sewer Line by Desilting at 1,3,4,5,6,7,9 Rupnarayan Nandan Lane in Ward No.71.** Estimated Amount (including GST & CESS) **: Rs.1,48,625.39.** Earnest Money **: Rs.3,000.00.**

2. NIT NO. : KMC/IX/071/035/2023-2024/R (1st Call)
Name of work **: Improvement of Footpath & I.P. Passage near 30, Harish Mukherjee Road in Ward No.71.** Estimated Amount (including GST & CESS) **: Rs.1,98,872.28.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.**

3. NIT NO. : KMC/IX/071/032/2023-2024/R (1st Call)
Name of work **: Improvement of Bustee I.P. Passage at 13,14, 11/5, 11/6 Kundu Lane in Ward No.71.** Estimated Amount (including GST & CESS) **: Rs.1,98,725.14.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 30 Days (for Sl.No. 1 to 3).**

4. NIT NO. : KMC/IX/071/031/2023-2024/R (1st Call)
Name of work **: Improvement of Bustee Sewer Line at 75, 78, 86, 82A Kansari Para Road in Ward No.71.** Estimated Amount (including GST & CESS) **: Rs.1,99,124.78.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 21 Days.**

5. NIT NO. : KMC/IX/071/029/2023-2024/D (1st Call)
Name of work **: Restoration of Paver Block at 39, 32, 33, 12, 14 Harish Mukherjee Road and 11, 21, 35, 28, 65,83,82,74A Sambhunath Pandit Street, Chowringhee Terrece and different places in Ward No.71.** Estimated Amount (including GST & CESS) **: Rs.4,20,176.62.** Earnest Money **: Rs.8,500.00.** Period of Completion **: 60 Days.** Last date and time of submission of bid **: 09.09.2023 at 12 noon (for Sl.No. 1 to 5).** Tender will be opened on **: 11.09.2023 at 12 noon (for Sl.No.1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **26.08.2023 at 5 p.m. (for Sl.No. 1 to 5)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 5).**

The Director General (Civil), KMC invites tender online percentage rate two bid system for following work :-

NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-XI/114/021/23-24/R (2nd Call)
Name of work **: Desilting of Drainage System at Anandapally East & surrounding areas in Ward No.114.** Estimated Amount (including GST & CESS) **: Rs.2,83,308.60.** Earnest Money **: Rs.5,700.00.** Period of Completion **: 60 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 09.09.2023 at 12 noon.** The Tender will be opened on **: 11.09.2023.** The bid forms and other details are available on and from **29.08.2023 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The Executive Engineer (Civil)/ Br.-XIII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/XIII/118/017/23-24/C (1st Call)
Name of work **: Maintenance of Road by laying of Hot-Mix Works at Bye Lane of Rajani Mukherjee Road near Pr. No. 55/1, 45/8 etc. in Ward-118.** Work Value **: Rs.2,50,492.59.** Earnest Money **: Rs.5,100.00.** Period of Completion **: 28 Days.**

2. NIT NO. : KMC/XIII/120/012/23-24 (1st Call)
Name of work **: Maintenance of Road at Nafar Chandra Das Road and Roy Bahadur Road Bye Lane near Pr.No.9/C, 17/9, 17/11 and 36, 44, 46/1 etc. by C.C. Pavement in W-120, Br.-XIII.** Work Value **: Rs.3,81,919.71.** Earnest Money **: Rs.7,700.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last date of Submission of Bid **: 07.09.2023 upto 11 a.m. (for Sl.No.1 & 2).** Tender will be opened on **: 09.09.2023 at 11 a.m. (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **29.08.2023 from 5 p.m. (for Sl.No. 1 & 2)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC invites online percentage rate tenders in two bid system for the following work :-

NIT NO. : X/089/006/2023-2024/BUSTEE
Name of work **: Maintenance of Sanitary Latrine at diff. location of 73 Sultan Alam Road, 27 Biswas Para Lane Bustee etc. in Ward No.089, Br.-X.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.1,99,321.44.** Earnest Money **: Rs.3,990.00.** Period of Completion **: 90 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 05.09.2023 at 12 noon.** Date and Time of Opening of Bid **: 08.09.2023 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **25.08.2023 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The Executive Engineer (Civil)/Br-VIII, KMC invites E-tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-VIII/084/06/2023-2024/R
Name of work **: Improvement of Road Surface by laying Hotmix from 28/2F to 28/2A N.B. Lane & Allied Civil Works in Ward No.84.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.3,99,712.22.** Earnest Money **: Rs.8,000.00.**

2. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-VIII/086/019/2023-2024/R
Name of work **: Construction of Manhole, S.I.C.P, Gully Pit, Catch Pit at Hindusthan Park, Keyatala Lane, Keyatala Road, Lake Road etc. in Ward No.086.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.3,99,716.62.** Earnest Money **: Rs.8,000.00.** Period of Completion **: 60 Days (for Sl.No. 1 & 2).**

3. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-VIII/084/07/2023-2024/BUSTEE
Name of work **: Renovation of Bustee Privy at 15 Groove Lane & others (All Bustee) in Ward No.84.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,30,637.87.** Earnest Money **: Rs.4,700.00.**

4. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-VIII/068/11/2023-2024/R
Name of work **: Renovation of Kalpar at Different Places in Ward No.68.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,79,362.98.** Earnest Money **: Rs.5,600.00.** Period of Completion **: 90 Days (for Sl.No. 3 & 4).**

5. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-VIII/068/BS1/2023-2024/R (2nd Call)
Name of work **: Maintenance and Repair of Bus Passenger Shelters Constructed under MPLAD and BEUP Scheme in Different Location under Br.-VIII.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,21,012.23.** Earnest Money **: Rs.8,500.00.** Period of Completion **: 240 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 09.09.2023 at 12 noon (for Sl.No. 1 to 3) and 11.09.2023 at 12 noon (for Sl.No. 4 & 5).** Date of opening of tender **: 12.09.2023 at 12 noon (for Sl.No. 1 to 3) and 13.09.2023 at 12 noon (for Sl.No. 4 & 5).** The bid forms and other details are available on and from **29.08.2023 at 5 p.m. (for Sl.No. 1 to 3) and 31.08.2023 at 5 p.m. (for Sl.No. 4 & 5)** from the webiste **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 5).**

CORRIGENDUM

(1) NIT NO.KMC/EE(C)/Br-XII/101/18/23-24 (2) NIT NO.KMC/EE(C)/Br-XII/106/038/23-24 of Engg. Deptt.(C) Br-XII published in this Newspaper **(Key No.545/23-24)** on **08.08.23** last date of submission & opening of bid should be read as **23.08.2023 & 25.08.2023** instead of 17.08.23 & 19.08.2023.

629 / 23-24

রোনাল্ডো নন, ভারতে আসতে পারেন নেইমার!

মুম্বই সিটি-আল হিলাল এক গ্রুপে

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্টঃ এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মুম্বই সিটি এফসি এবং সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল পড়ল একই গ্রুপে। আজ কুয়ালালামপুরে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে ওয়েস্ট জোন গ্রুপ ডিতে সৌদির আল হিলাল, ইরানের ক্লাব এফসি নাসাজি মাজানদারান এবং উজবেকিস্তানের ক্লাব পিএফসি নববাহর নামানগানের সঙ্গে রয়েছে ভারতের মুম্বই সিটি। এখনও নিশ্চিত না হওয়া গেলেও আল হিলালের হয়ে খেলতে ভারতে আসতে পারেন ব্রাজলিয়ান তারকা নেইমার। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মুম্বই হোম ম্যাচগুলি খেলবে পুনের শ্রী শিব ছত্রপতি স্পোর্টস কমপ্লেক্সে। দেশের ফুটবলপ্রেমীরা আশা করেছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো আল নাসেরের হয়ে

খেলতে ভারতে আসবেন। তা আপাতত সম্ভব না হলেও ভারতীয় ফুটবল ক্লাবটির বিরুদ্ধে আল হিলালের হয়ে খেলবেন নেইমার। সৌদির ক্লাব আল হিলাল হল এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল ক্লাব। চার বার এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজির রয়েছে তাদের। পিএসজি থেকে সম্প্রতি সেই ক্লাবেই যোগ দিয়েছেন নেইমার। ব্রাজিলিয়ান তারকাকে নায়কের মতো করে বরণ করেছে এশিয়ার ক্লাবটি। এশিয়ার ক্লাবে পা দিতে না দিতেই ভারতের মাটিতে খেলার সম্ভাবনা প্রবল নেইমারের। আল হিলাল-সহ ডি গ্রুপের বাকি দুটি দলের বিরুদ্ধে হোম এবং অ্যাওয়ে ফরম্যাটে খেলবে মুম্বই সিটি এফসি। সেই হিসেবে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে খেলতে আসতে পারে আল হিলাল। ম্যাচটি হবে পুনেতে। এখনও টুর্নামেন্টের সূচি ঘোষণা হয়নি। তাই নেইমার ভারতে খেলতে আসবেন কি না তা সূচি ঘোষণার পরই নিশ্চিত হবে। ড্রয়ের আগে মুম্বইয়ের কোচ দেস বাকিংহাম বলেছিলেন, তাঁর দলের ফুটবলাররা 'বিশ্ব সেরা' ফুটবলারের মুখোমুখি হতে তৈরি। যদিও সেটা সহজ কাজ হবে না। ২০২৩-২৪ এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শুরু হবে ১৮ সেপ্টেম্বর। চলবে ২০২৪-এর ১৮ মে পর্যন্ত।

সিএবির গঠিত বিশ্বকাপ কমিটিতে সৌরভ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্টঃ বিশ্বকাপের জন্য বিশেষ কমিটি গঠন সিএবির। ১২ সদস্যের সেই কমিটিতে আছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সিএবির অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকেই সিদ্ধান্ত। আয়োজক কমিটিতে থাকার ব্যাপারে সম্মতি জানান সৌরভ। এর আগে ২০১৬ টি-২০ বিশ্বকাপের সময় সিএবির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বিশ্বকাপের মতো মেগা ইভেন্টে সৌরভের অভিজ্ঞতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হবে। সেই জন্যই বিশ্বকাপের কমিটিতে শুরু থেকেই সৌরভকে রাখার সিদ্ধান্ত নেয় সিএবি। অবশেষে সিএবির প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সৌরভ ছাড়াও ১২ জনের কমিটিতে আছেন অভিষেক ডালমিয়া। দীর্ঘদিন সিএবির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ২০১৬ টি ২০ বিশ্বকাপের সময় সিএবির সচিব ছিলেন তিনি। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বর্তমানে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বা সিএবির কোনও পদে নেই। তবে বিশ্বকাপের জন্য বাংলা ক্রিকেট সংস্থার গঠিত কমিটিতে

সৌরভকে থাকার অনুরোধ করা হয়। কমিটিতে সৌরভের মতো অভিজ্ঞ প্রশাসক থাকাটা সিএবিকে বাড়তি আত্মবিশ্বাস দেবে। শোনা যাচ্ছিল, সরকারি ভাবে না থাকলেও সৌরভের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হতে পারে। যদিও তার প্রয়োজন পড়ছে না। ১২ সদস্যের কমিটিতে রয়েছেন প্রাক্তন সিএবি প্রেসিডেন্ট। ওডিআই বিশ্বকাপের মোট পাঁচটি ম্যাচ আয়োজন করবে সিএবি। গ্রুপ পর্বের চারটি ম্যাচ ছাড়া হাইভোল্টেজ সেমিফাইনাল খেলা হবে ইডেন গার্ডেন্সে। ক্রিকেটের এই মহাযজ্ঞ সুষ্ঠভাবে উতরে দিতে কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বিশ্বকাপ নয় হৃদয় জিতলেন প্রজ্ঞানন্দ

বাকু, ২৪ আগস্টঃ একজন চৌষট্টি খোপের জগতের কিংবদন্তি। অন্যজন ১৮ বছরের উঠতি প্রতিভাবান দাবাড়ু। আজারবাইজানের ফিডে দাবা বিশ্বকাপের ফাইনালে চলল অভিজ্ঞতা বনাম তারুণ্যের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। প্রথম গেম ড্র। দ্বিতীয় গেমও ড্র। তিনদিন ধরে দাবা ফাইনালের ফয়সালা হল রুদ্ধশ্বাস টাইব্রেকারে। দুটি ক্লাসিকাল রাউন্ড ড্র হওয়ার পর

টাইব্রেকারেও চলল টানটান লড়াই। শেষমেশ জয়ী ম্যাগনাস কার্লসেন। ২০০০ ও ২০০২ সালে দাবা বিশ্বকাপ জিতেছিলেন বিশ্বনাথন আনন্দ। তাঁর পথ অনুসরণ করে ভারতীয় দ্বিতীয় দাবাড়ু হিসেবে বিশ্বকাপের ফাইনালে পা রাখেন রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। ইতিহাস গড়ে ফেলেছিলেন সেদিনই। ২১ বছর পর কোনও ভারতীয় দাবা বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ হাসি ফুটল না প্রজ্ঞার মুখে। একদিন আগেই চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সফলভাবে পা রেখেছে ভারত। দাবা বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেই আনন্দে উদ্বেল দেশবাসীকে উদযাপনের আরও এক কারণ দিতে চেয়েছিলেন প্রজ্ঞানন্দ। তা যদিও হল না। কিন্তু তিনি রানার্স হওয়ায় দেশবাসী আজ তাঁকে নিয়েও গর্বিত। বৃহস্পতিবার ফাইনালের প্রথম টাইব্রেক জিতে যান ম্যাগনাস কার্লসেন। ৪৭ মুভের পর দারুণ ফিনিশিংয়ে প্রথম টাইব্রেকে জিতে ১-০তে লিড নেন নরওয়ের কিংবদন্তি। ফলে প্রজ্ঞানন্দের কাছে ডু অর ডাই পরিস্থিতি দাঁড়ায়। দ্বিতীয় টাইব্রেক জিততেই হত ১৮ বছরের দাবাড়ুকে। কিন্তু সেখানেও প্রজ্ঞাকে হারিয়ে দেন ম্যাগনাস। ফলে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট হতে হল প্রজ্ঞাকে। আর এ বারের দাবা বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হলেন নরওয়ের কার্লসেন। প্রজ্ঞা বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ুকে হারিয়ে দিতে পারলে সেটা কোনও অঘটন হত না। কারণ অতীতে একাধিক বার কার্লসেনকে হারিয়েছেন তিনি। তাই অভিজ্ঞ দাবাড়ুর বিরুদ্ধে ফাইনালে এক ইঞ্চিও জমি ছেড়ে দিতে রাজি ছিলে না। অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে টাইব্রেকার পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন। সেমিফাইনালে বিশ্বের তিন নম্বর দাবাড়ু ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানার বিরুদ্ধেও টাইব্রেকারে জেতেন ভারতীয় দাবাড়ু। দুটি ক্লাসিকাল রাউন্ড ড্র হওয়ার পর টাইব্রেকারে মার্কিন দাবাড়ুকে হারিয়ে দেন। ৩.৫-২.৫-এ জিতেছিলেন। ফাইনালে ওঠার পথে বিশ্বের দ্বিতীয় হিকারু নাকামুরাকেও হারান প্রজ্ঞা। ফিডে বিশ্বকাপে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থাকা ম্যাগনাস কার্লসেনের বিরুদ্ধে জেতাটাই বাকি ছিল। তবে ফাইনাল ম্যাচে ষোলকলা পূর্ণ হল না ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টারের। প্রথম বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠে বিশ্বনাথন আনন্দের গড়া ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারলেন না।

লাল-হলুদ ছেড়ে চেন্নাইয়িনে গেলেন সার্থক

চেন্নাই, ২৪ আগস্টঃ কলকাতা লিগে ভালো ছন্দে থাকলেও, আইএসএল খেলা নিয়ে নিশ্চয়তা ছিল না। যে কারণে ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে চেন্নাইয়িন এফসি-তে যোগ দিতে চলেছেন সার্থক গোলুই। তবে লাল-হলুদের সঙ্গে চুক্তি থাকায়, লোনে চেন্নাইয়িনে যোগ দিয়েছেন সার্থক। গত মরশুমে তিন বছরের চুক্তিতে ইস্টবেঙ্গলে সই করেছিলেন সার্থক। তবে এই মরশুমে কার্লেস কুয়াদ্রাতের আমলে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েছেন হরমনজোৎ সিং খাবরা। আইএসএলের দলে তাই সার্থকের জায়গা হওয়া কঠিন। কারণ রাইটব্যাকে এবার খেলানো হচ্ছে খাবরাকেই। তাই দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করেননি বাঙালি ডিফেন্ডার। যে কারণে এবার সার্থক পাড়ি জমালেন চেন্নাইয়িন এফসিতে। মজার বিষয় হল, চেন্নাইয়িনের ফুলব্যাক হিসেবে গত মরশুমে ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে যোগ দিয়েছিলেন বাংলার আর এক ডিফেন্ডার অঙ্কিত মুখোপাধ্যায়। অঙ্কিত, সার্থক এবার চেন্নাইয়ের দলের রক্ষণের অন্যতম ভরসা হতে চলেছেন। শুধু এই দুই ডিফেন্ডারই নন, চেন্নাইয়িনে বাঙালি তারকার ছড়াছড়ি। মহম্মদ রফিক, রহিম আলি, সৌরভ দাস, নারায়ণ দাস, সজল বাগ, গোলকিপার দেবজিৎ মজুমদাররাও রয়েছেন এই দলেই। কলকাতা ময়দানে সার্থক পরিচিত নাম। ইস্টবেঙ্গলের আগে তিনি খেলেছেন মোহনবাগানে। প্রাক্তন

মোহনবাগান কোচ সঞ্জয় সেনের অন্যতম বড় ভরসা ছিলেন তিনি। পাশাপাশি কন্সট্যান্টাইনেরও বিশ্বস্ত সৈনিক ছিলেন সার্থক। তবে কুয়াদ্রাতের জামানায় তিনি সাইড লাইন হয়ে পড়েছিলেন। কারণ কুয়াদ্রাতের পরিকল্পনায় ছিলেনই না সার্থক। তাই কলাকাতা লিগে খেললেও, লাল-হলুদ জার্সিতে সার্থকের ভবিষ্যত ছিল অন্ধকার। যে কারণে তিনি লাল-হলুদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। আপাতত এক বছরের লোনে চেন্নাইয়িন এফসি-তে যোগ দিয়েছেন সার্থক। মোহনবাগানের জার্সিতে উত্থান হয়েছিল সার্থক গোলুইয়ের। সবুজ-মেরুনে তিনি প্রথম নজর কাড়েন। ফেডারেশনের অ্যাকাডেমি থেকে সার্থকের ফুটবল জীবন শুরু। ২০১৬ সালে তিনি সবুজ মেরুনে যোগ দেন। মোহনবাগানের হয়ে দুই মরশুম কাটানোর পর তিনি আইএসএলের ক্লাব পুনে সিটিতে নাম লেখান। এর পর পুনে তাঁকে ছেড়ে দেয়। গত মরশুমে সার্থক ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েছিলেন। কনস্ট্যানটাইনের দলে নিয়মিত ফুটবলারও ছিলেন তিনি। এছাড়াও সার্থক বেঙ্গালুরু এফসি এবং মুম্বই সিটি এফসি-তে খেলেছেন। এবার সার্থক যোগ দিলেন চেন্নাইয়িনে। তাঁর সামনে এবার নিজেকে প্রমাণ করার বড় চ্যালেঞ্জ। নিজেকে নিংড়ে দিয়ে সার্থক প্রমাণ করতে চাইবেন, তাঁকে কুয়াদ্রাত তাঁর পরিকল্পনার অংশ না করে আখেরে ভুলই করেছে। দেখার, চেন্নাইয়িনে নিজের লড়াই বাঙালি ডিফেন্ডার সার্থক করতে পারেন কিনা!

ইয়ো ইয়ো টেস্টে ফুল মার্কস বিরাটের, কত স্কোর পেলেন?

বেঙ্গালুরু, ২৪ আগস্টঃ তিনি অধিনায়ক থাকাকালীন ভারতীয় ক্রিকেটে ফিটনেসে বিপ্লব এনেছিলেন। দলের প্রতিটি সদস্য যাতে ফিট থাকে তা সুনিশ্চিত করতে ইয়ো ইয়ো টেস্ট বাধ্যতামূলক করেন। ৩৪ বছরের বিরাট কোহলির কাঁধে জাতীয় দলের নেতৃত্বভার না থাকলেও ফিটনেস মন্ত্র থেকে একচুল সরে আসেননি বিরাট। ছুটির দিনেও জিম থেকে ছুটি নেই তাঁর। ভারতীয় দল চোট আঘাতের সমস্যায় ভুগলেও চূড়ান্ত ফিট বিরাট

ব্যক্তিগতভাবে খুব কমই এমন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। দিন কয়েক পরেই শুরু এশিয়া কাপ। তারপর ওডিআই বিশ্বকাপ। তার আগে ভারতীয় দলের প্রতিটি সদস্যের ফিটনেস পরীক্ষা হবে। বুধবার থেকে বেঙ্গালুরুতে শুরু হয়েছে জাতীয় শিবির। যেখানে ফিটনেস পরীক্ষায় ফুল মার্কস নিয়ে পাশ করলেন বিরাট। কত স্কোর গড়লেন তিনি সেটাও ফলাও করে সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক। ক্রিকেট জগত তাঁর ফিটনেস দেখে কেন অনুপ্রাণিত তার আরও একবার প্রমাণ দিয়েছেন বিরাট। ২৪ অগস্টের ইয়ো ইয়ো টেস্টে তাঁর পারফরম্যান্স ১৭.২। নিজের ফিটনেস নিয়ে গর্বিত বিরাট ইনস্টা স্টোরিতে খালি গায়ে মাঠে আধশোয়া অবস্থায় একটি ছবি দিয়ে লিখেছেন, চ্যালেঞ্জ নিয়ে ইয়ো ইয়ো টেস্টে পাস করার মজাই আলাদা। ১৯.২ ড্রোন। এই ফিটনেস আপডেট দিয়ে বিরাট বুঝিয়ে দিয়েছেন, এশিয়া কাপ ও পরবর্তীতে ওডিআই বিশ্বকাপের জন্য পুরোপুরি তৈরি তিনি। এই ফিটনেস পরীক্ষায় ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা কত মার্কস পেলেন সেটা জানতে উৎসুক ক্রিকেট সমর্থকরা। ৩০ আগস্ট এশিয়া কাপের জন্য শ্রীলঙ্কা যাবে মেন ইন ব্লু। তার আগে বেঙ্গালুরুর আলুরে একটি বিশেষ শিবির চলবে। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির এক কর্তা জানিয়েছেন, নিয়মমাফিক ফিটনেস পরীক্ষা ছাড়াও ক্রিকেটারদের রক্ত পরীক্ষা হবে। এছাড়া লিপিড প্রোফাইল, ব্লাড সুগার, ইউরিক অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন বি১২ এবং ভিটামিন ডি, ক্রিয়েটিন, টেস্টোটেরন পরীক্ষাও হবে।

সময়ে নির্বাচন হয়নি, ভারতীয় কুস্তি সংস্থাকে নির্বাসিত করল বিশ্ব কুস্তি সংস্থা

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্টঃ ভারতীয় কুস্তিতে বড়সড় ধাক্কা। রেসলিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার সদস্যপদ স্থগিত করে দিল বিশ্ব কুস্তি সংস্থা। চলতি বছরের শুরু থেকে দেশের কুস্তি জগতে সমস্যা চলছে। তারই মধ্যে ভারতীয় কুস্তি সংস্থাকে নির্বাসিত করল ইউনাইটডেট ওয়ার্ল্ড রেসলিং ফেডারেশন। সময়মতো নির্বাচন না হওয়াতেই এই শাস্তি। গত মে মাসে ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড রেসলিং নির্বাচনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে

ডব্লুএফআই-কে সাসপেন্ড করার হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছিল। এরপর একাধিকবার নির্বাচনের তারিখ ঠিক হয়েও পিছিয়ে যায়। সর্বশেষ ১২ আগস্ট কুস্তি সংঘের নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু একদিন আগে পঞ্জাব-হরিয়ানা হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিত হয়ে যায় নির্বাচন। শেষমেশ নির্বাসিত হতে হল ভারতীয় কুস্তি সংস্থাকে। এতে দেশের কুস্তিগীররা বিপাকে পড়ে গিয়েছেন। ইউডব্লুডব্লু পরিচালিত কোনও প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন না তাঁরা। পাশাপাশি আসন্ন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় পতাকা ছাড়াই নামতে হবে তাঁদের। ভারতীয় কুস্তিতে অচলাবস্থা চলছিল এ বছরের শুরু থেকেই। মহিলা কুস্তিগিরদের উপর শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে সংস্থার তৎকালীন প্রধান ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের উপর। সাক্ষী মালিক, ভিনেশ ফোগট, বজরং পুনিয়াদের মতো চ্যাম্পিয়ন কুস্তিগিররা প্রতিবাদে পথে নামেন। কুস্তিগিরদের লাগাতার অনশন, আন্দোলনের পর ভেঙে দেওয়া হয় কুস্তি সংস্থার বোর্ড। চেয়ারম্যান পদ থেকে অপরাসিত হন ব্রিজভূষণ। বর্তমানে কেন্দ্রের গঠিত অ্যাড-হক কমিটি নির্বাচনের আয়োজন করছিল। ভূপিন্দর সিং বাজওয়ার নেতৃত্বে এই কমিটি ৪৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন করাতে পারেনি। তাই রেয়াত করল না বিশ্ব কুস্তি সংস্থা। গত জুন মাসে সর্বভারতীয় কুস্তি সংস্থার নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। বিভিন্ন কারণে তা পিছিয়ে যায়। গত সোমবার নয়াদিল্লির অলিম্পিক ভবনে চারজন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন উত্তরপ্রদেশ থেকে ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের ঘনিষ্ঠ সঞ্জয় সিং।

বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের ফাইনালে দুই ভারতীয়

বুদাপেস্ট, ২৪ আগস্টঃ বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পৌঁছে গেলেন দুই ভারতীয়। তিন হাজার মিটার স্টিপলচেজে পারুল চৌধরি এবং লং জাম্পে জেসউইন অলড্রিন ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছেন। এ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অলড্রিনই প্রথম ভারতীয় যিনি ফাইনালে পৌঁছেছেন। পারুল ফাইনালে পৌঁছলেন নিজের সেরা পারফরম্যান্স করে। হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে চলছে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের চ্যাম্পিয়নশিপ। সেখানে ২১ বছরের অলড্রিন লং জাম্পে ৮ মিটার লাফিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নিলেন। ভারতের আরেক জাম্পার মুরলী শ্রীশঙ্কর ৮ মিটারের যোগ্যতা অর্জনের লাইন টপকাতে ব্যর্থ। শ্রীশঙ্কর শেষ করেন ২২ নম্বরে। অলড্রিন ফাইনালে উঠলেন ১২ নম্বর হিসাবে। অলড্রিনের সেরা জাম্প ৮.৪২ মিটার। সেটার থেকে অনেকটাই কম দূরত্ব লাফ দিয়েছেন তিনি। ফাইনালে নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে অলড্রিনকে। যোগ্যতা অর্জন পর্বে প্রথম লাফটি ৮ মিটার দিলেও, তাঁর পরের একটিও লাফ বৈধ ছিল না। কমনওয়েলথ গেমসে রুপোজয়ী শ্রীশঙ্কর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মঞ্চে ৮ মিটার পার করতে পারেননি। তাঁর লাফগুলি ছিল যথাক্রমে ৭.৭৪, ৭.৬৬ এবং ৬.৬০ মিটার। বুদাপেস্টে শ্রীশঙ্কর ভাল ফল করবেন বলে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি ফাইনালেই উঠতে পারলেন না। স্টিপলচেজে উত্তরপ্রদেশের পারুল ফাইনালে উঠলেন ৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট ২৯ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে। যোগ্যতা অর্জন পর্বে পঞ্চম স্থানে শেষ করেন তিনি। নিজের সেরা সময় দৌড় শেষ করে ফাইনালে উঠলেন পারুল। যদিও কমনওয়েলথ গেমসে রুপোজয়ী অবিনাশ সেবল যদিও যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি। তিনি নেমেছিলেন পাঁচ হাজার মিটার স্টিপলচেজে। পারুল নিজের সেরা সময়ের থেকেও কম সময় নিলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠতে। মেয়েদের স্টিপলচেজের ফাইনাল ২৭ আগস্ট।

ইন্টার মায়ামির হয়ে আরেকটি ট্রফি জয়ের সামনে মেসি

ইন্টার মায়ামির হয়ে প্রথমবার কোনও ম্যাচে গোল করতে পারলেন না লিওনেল মেসি। তবে ব্যর্থতা বলতে ওইটুকুই। মাঠে তিনি ঠিকই উজ্জ্বল। গোল বানিয়ে দিলেন দুটি। ৬ গোলের রোমাঞ্চকর সেমি-ফাইনালে শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে এফসি সিনসিনাটিকে হারিয়ে দিল মায়ামি। মেসির সামনে তাই হাতছানি আরও একটি শিরোপার।

সিনসিনাটি, ২৪ আগস্টঃ মাস্টারস্ট্রোক? তা বলাই যায়। দল যখন হারের পথে, তখন তো কিংবদন্তিরাই পার্থক্য গড়ে দেন। লিওনেল মেসিও তা-ই করলেন। ইউএস ওপেন কাপ সেমিফাইনালে তখন যোগ করা সময়ের খেলা চলছে। ২-১ গোলে এগিয়ে এফসি সিনসিনাটি। শেষ বাঁশি বাজতে আর সর্বোচ্চ মিনিট দুয়েক বাকি। ঠিক তখনই বাঁ প্রান্ত থেকে নিখুঁত ক্রস বাড়ালেন মেসি। বলটা বাতাসে ভাসতে ভাসতে ইন্টার মায়ামি ফরোয়ার্ড লিওনার্দো কাম্পানার মাথায় এমনভাবে গিয়ে পড়ল, যেন প্লেটে তুলে দেওয়া গোল! কাম্পানাকে শুধু ঠিকঠাকমতো হেডটা করতে হয়েছে। ব্যস, সেই গোলেই সমতায় ফেরে মায়ামি। স্কোরকার্ডে গোলদাতার পাশে কাম্পানার নাম লেখা থাকলেও ওই গোলে মেসিকেই মনে রাখবেন সবাই। ২-২ গোলে মায়ামি সমতায় ফেরার পর ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। ৯৩ মিনিটে বেঞ্জামিন ক্রেমাশির পাস থেকে বক্সের ভেতর থেকে নেওয়া শটে গোল করে মায়ামিকে ৩-২ গোলে এগিয়ে দেন জোসেফ মার্তিনেজ। কিন্তু নাটকীয় এই ম্যাচে শেষ অঙ্কের চিত্রনাট্য তখনো শেষ হয়নি। অতিরিক্ত সময়ে পরের অর্ধে ১১৪ মিনিটে বক্সের ভেতর থেকে বল 'ক্লিয়ার' করতে পারেননি মায়ামির ডিফেন্ডার। সুবিধামতো জায়গায় বল পেয়ে ডান পায়ের বাঁকানো শটে গোল করে ম্যাচের স্কোর ৩-৩ করেন সিনসিনাটির জাপানি অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ইয়ুয়া কুবো। লুসিয়ানো অ্যাকোস্তার ১৮ মিনিটে করা গোলে

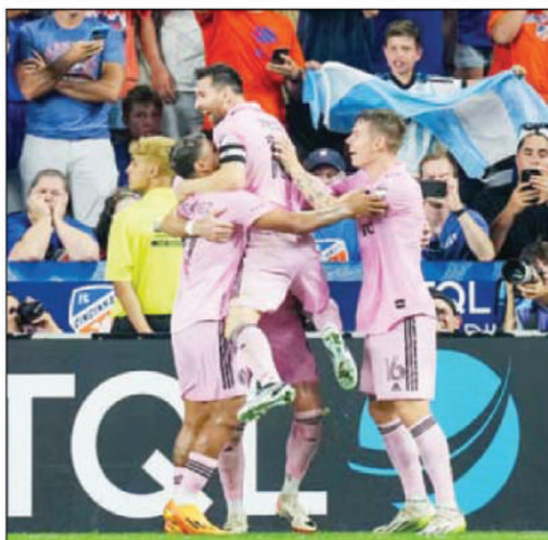

প্রথমার্ধ শেষে ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল সিনসিনাটি। ৫৩ মিনিটে ব্রান্ডন ভাসকুয়েজের গোলে সেটাই ২-০। মায়ামি এখান থেকে মেসির দুই 'অ্যাসিস্টে' ঘুরে দাঁড়ালেও রোমাঞ্চকর এ ম্যাচের নিস্পত্তি হয়েছে টাইব্রেকারে। সেখানে সিনসিনাটিকে ৫-৪ গোলে হারিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমান ফুটবল প্রতিযোগিতাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠেছে ইন্টার মায়ামি। ঠিক আগের ম্যাচটাও টাইব্রেকারে জিতেছিল মেসির দল, ন্যাশভিলকে হারিয়ে হাতে তুলেছে লিগস কাপের ট্রফি। আর আজকের ম্যাচে ন্যাশভিলের চেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ ছিল সিনসিনাটি। মেজর লিগ সকারে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষ দল সিনসিনাটি আর মায়ামি সেখানে তলানির দল। কিন্তু তাতে কী! যে দলে মেসি খেলেন, সে দল তো যেকোনও প্রতিপক্ষের বিপক্ষেই বিপজ্জনক। জোড়া গোল করা কাম্পানার প্রথম গোলের উৎসও মেসি। মায়ামি তখন ২-০ গোলে পিছিয়ে। ৬৮ মিনিটে মাঠের একদম বাঁ প্রান্তে ফ্রি কিক পেয়েছিল মায়ামি। মেসির ফ্রি কিকটা বক্সে একদম জটলার মধ্যে ফেলেছিলেন। বল ভালো, কাম্পানার একদম মাথার ওপর! একটু লাফিয়ে হেডে গোল করেন ইকুয়েডর ফরোয়ার্ড। মায়ামির হয়ে ৮ ম্যাচে ১০ গোলের পাশাপাশি ৩টি গোল করালেন মেসি। যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পর আজই প্রথম গোল পাননি আর্জেন্টাইন তারকা। টাইব্রেকারে সিনসিনাটির হয়ে প্রথম শটেই লক্ষ্যভেদ করেন কুবো। মায়ামির হয়ে প্রথম শটটি নেন মেসি। বাঁ পাশের পোস্ট দিয়ে বল জালে জড়ান আর্জেন্টাইন তারকা। এরপর সিনসিনাটির সান্তিয়াগো আরিয়াস ও মায়ামির ফাকুন্দো ফারিয়াস দুজনেই লক্ষ্যভেদ করেন। টাইব্রেকারের স্কোরকার্ডে ২-২ গোলে সমতা, সেখান থেকে ৪-৪ এবং তারপর মায়ামির গোলকিপার ড্রেক ক্যালেন্ডার সিনসিনাটির নিক হ্যাগল্যান্ডের শট রুখে দেন। বেঞ্জামিন ক্রেমাশি এসে গোল করে মায়ামিকে টাইব্রেকারে ৫-৪ ব্যবধানের জয় এনে দেন। ১৮ বছর বয়সী এই ক্রেমাশির বাবা-মা আর্জেন্টাইন। জয়ের পর তাঁকে অভিনন্দন জানান মেসি। ইউএস ওপেন কাপের ফাইনাল ২৭ সেপ্টেম্বর। রবিবার অন্য সেমিফাইনালে হিউস্টন ডায়নামো-রিয়াল সল্ট লেকের মধ্যে জয়ী দলের বিপক্ষে ফাইনালে মাঠে নামবে ইন্টার মায়ামি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501